বিশ্ব-পরিচিতি

শ্রীসদানন্দ মুখোপাধ্যায়

…তী-পাবলিশার্স

বিশ্ব-পরিচিতি

শ্রীসদানন্দ মুখোপাধ্যায়

তপতী পাবলিশার্স
৫।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীতুহিন শুভ্র বেজ
তপতী পাবলিশার্স
৫।১এ, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

প্রথম মুদ্রণ— মার্চ, ১৯৫৮

দুই টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীলালমোহন দত্ত
সাধনা প্রেস
৩১।১, ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৬

"There is only one man in the world
and his name is **All Men**.
There is only one woman in the world
and her name is **All Women**.
There is only one child in the world
and the child's name is **All Children**."

—*Carl Sandburg*

"পৃথিবীতে একটি মাত্র পুরুষ আছে
তার নাম **সর্বপুরুষ**।
পৃথিবীতে একটি মাত্র নারী আছে
তার নাম **সর্বনারী**।
পৃথিবীতে একটি মাত্র শিশু আছে
সে শিশুর নাম **সর্বশিশু**।"

কার্ল স্যাণ্ডবার্গ

সেই সর্বশিশুর উদ্দেশ্যে—

আমার কৈফিয়ৎ

নানাভাবে স্কুল কলেজের ছাত্রদের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। নিবিড় পরিচয়ের ফলে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করেছি তা হচ্ছে তাদের সাধারণ জ্ঞানের অভাব। অভিভাবকদের অনেকের সঙ্গেও আমার এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং অনেকেই আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন এ-বিষয়ে সহজ পাঠ্য একখানা বই লেখার জন্য। লেখার ইচ্ছা আমার ছিল। কিন্তু নানা কারণে এতদিন তা সম্ভব হয় নি। সম্ভব হ'ল দুজনের জন্য—একজন "বাব্‌লি"—আমার বন্ধু; অপরজন "টুকি"—আমার ছোট ভাইয়ের মতো। এদের আছে সাধারণ জ্ঞানের অসাধারণ পুঁজি। বই লেখার প্রেরণা সত্যি করে বলতে গেলে এরাই দিয়েছে। এ-বইয়ের সব কৃতিত্বই এদের প্রাপ্য, ত্রুটি যদি কিছু থাকে তার জন্য দায়ী আমি।

পুরানো বন্ধু "তুহিন বাবু" নিজের দায়িত্বে এ-বই ছাপছেন। আমার পক্ষে এ ব্যয়ভার বহন কোন দিনই সম্ভব হ'ত না। তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাবার ভাষা নেই।

ছোটদের জন্য এ বই—তাদের কেমন লাগবে বলতে পারি না। তবে এ-বইয়ের উন্নতিকল্পে তারা বা তাদের শিক্ষক বা অভিভাবকগণ যদি কোন প্রস্তাব পাঠান তার জন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

শ্রীসদানন্দ মুখোপাধ্যায়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীদিব্যেন্দু সিংহ,
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ চৌধুরী,
শ্রীমৃণাল ঘোষ, শ্রীরবি বোস,
শ্রীবিজয় ঘোষ, শ্রীপরেশ সরকার,
শ্রীদেবু গুপ্ত, শ্রীউষাপতি চক্রবর্ত্তী,
শ্রীপদ্ম মিত্র (মোহন বাগান), শ্রীভুবন মিত্র (এরিয়ান্স),
শ্রীসনৎ শেঠ (ইষ্ট বেঙ্গল), শ্রীনিখিনাথ চট্টোপাধ্যায়
(Field Publicity officer,
Five year plan Publicity)
শ্রী সি, ভি, রমণ (Press
Information Bureau)
ডাঃ প্রমোদ সেন গুপ্ত,
শ্রীমতী রাণু সেন
এবং
U. S. I. S.

কি আছে			কোন্ পাতায়

কি আছে			কোন্ পাতায়

বিশ্ব-পরিচিতি

রাষ্ট্রসঙ্ঘ-U. N. O.

"We, the peoples of United Nations Determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and To reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small.........."

Charter of the United Nations.

পৃথিবীতে যাতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় সেই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের পর কতকগুলি দেশ মিলে **জাতিসঙ্ঘ** (League of Nations) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে। কিন্তু নানা কারণে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে এই প্রতিষ্ঠান সক্ষম হয় না এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বিশ্বের শান্তিকামী দেশগুলি আবার পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করতে লাগল এবং ১৯৪৫ সালের ২৫শে এপ্রিল হ'তে ২৬শে জুন পর্যন্ত আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো নগরে পৃথিবীর পঞ্চাশটি দেশের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা **রাষ্ট্রসঙ্ঘ** (United Nations Organisation U. N. O) প্রতিষ্ঠা করে এবং এর সনদে স্বাক্ষর করে। ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর এই প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য :—

(১) বিশ্বে শান্তি এবং নিরাপত্তা বজায় রাখা।

(২) বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্বের ভাব আনয়ন করা।

(৩) অনুন্নত রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিল্পবিষয়ক উন্নতি সাধনের জন্য পারস্পারিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা।

(৪) এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের বিরোধ হ'লে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তার বিচার বা মীমাংসার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

রাষ্ট্রসংঘের প্রধান কার্যালয় **নিউইয়র্কে** অবস্থিত। জেনেভায় ইউরোপীয় কার্যালয় আছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য-রাষ্ট্রগুলির নাম :—

অষ্ট্রিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, আফগানিস্তান, আলবেলিয়া, আর্জেন্টিনা, আইসল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, ইস্রায়েল, ইয়েমেন, ইথিওপিয়া, উরুগুয়ে, উক্রেনিয়ান, এলসেলভেডর, একুয়েডর, কানাডা, কম্বোডিয়া, কলম্বিয়া, কিউবা, কস্টারিকা, গ্রীস, গুয়াতেমালা, ঘনা, চীন, চিলি, চেকোশ্লোভাকিয়া, জাপান, জর্ডান, টিউনিসিয়া, ডেনমার্ক, ডোমিনিয়ান সাধারণতন্ত্র, তুরস্ক, থাইল্যাণ্ড, নেপাল, নেদারল্যাণ্ড, নিউজীল্যাণ্ড, নিকারগুয়া, পানামা, পাকিস্তান, পারাগুয়ে, পোর্ত্তুগাল, পোল্যাণ্ড, পেরু, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ফিনল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, বলিভিয়া, ব্রেজিল, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, বুলগেরিয়া, ব্রহ্মদেশ, ভারত, ভেনজুয়েলা, মিশর, মেক্সিকো, মরক্কো, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র, যুগোশ্লোভিয়া, রুমানিয়া, লেওস, লেবানন, লিবিয়া, লাক্সেমবার্গ, সৌদি-আরব, স্পেন, সুদান, সিরিয়া, সুইডেন, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, হাইতি, হণ্ডুরাস, হাঙ্গেরী, দক্ষিণ-আফ্রিকা।

প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র সামর্থানুযায়ী রাষ্ট্রসংঘের খরচ বহন করে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠান ছয় ভাগে বিভক্ত

১। সাধারণ পরিষদ (General Assembly)—সমস্ত সভ্য রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক রাষ্ট্র সাধারণ পরিষদে পাঁচজন সদস্য পাঠাতে পারে, কিন্তু কোন রাষ্ট্রই একটির বেশি ভোট দিতে পারে না। এই সভা সংবিধানের অন্তর্ভূক্ত যে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে।

২। নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council)—এটাই রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান অঙ্গ। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রী বজায় রাখার দায়ীত্ব এই সভার। ১১ জন সভ্য নিয়ে এই সভা গঠিত। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ যুক্তরাজ্য. রাশিয়া, ফ্রান্স এবং চীন এই পাঁচটী দেশ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। বাকী ছয়টী অস্থায়ী সদস্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়। এই অস্থায়ী সদস্যদের কার্যকাল মাত্র দু'বছর।

৩। অছি পরিষদ (Trusteeship System)—অনুন্নত দেশগুলির স্বার্থ রক্ষণের ভার এই সভার উপর ন্যস্ত।

৪। অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council)—সাধারণ পরিষদ দ্বারা নির্বাচিত ১৮ জন সভ্য নিয়ে এই সভা গঠিত। সামাজিক, অর্থ নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিষয়ক বিবিধ বিষয়ে যাতে সভ্য রাষ্ট্রাগুলি উন্নত হতে পারে এই পরিষদ তার জন্য চেষ্টা করে।

এর বিভিন্ন বিভাগগুলি হচ্ছে—আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা—(ILO)। কৃষির উন্নতির জন্য, খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা—(FAO)।

স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা—(WHO)।
শিক্ষা সংস্কৃতির জন্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিভাগ (UNESCO)
শিশু কল্যাণের জন্য, আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল (UNICEF)
ইত্যাদি।

(৫) আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice)—রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিচার বিভাগ। আন্তর্জাতিক কোন বিষয় নিয়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হ'লে এখানে তার বিচার হয়। পনেরজন বিচারক নিয়ে এই বিচারালয় গঠিত। যোগ্যতা অনুসারে বিচারকগণকে গ্রহণ করা হয়, তবে কোন রাষ্ট্র হ'তে একজনের বেশী বিচারক নেওয়া হয় না।

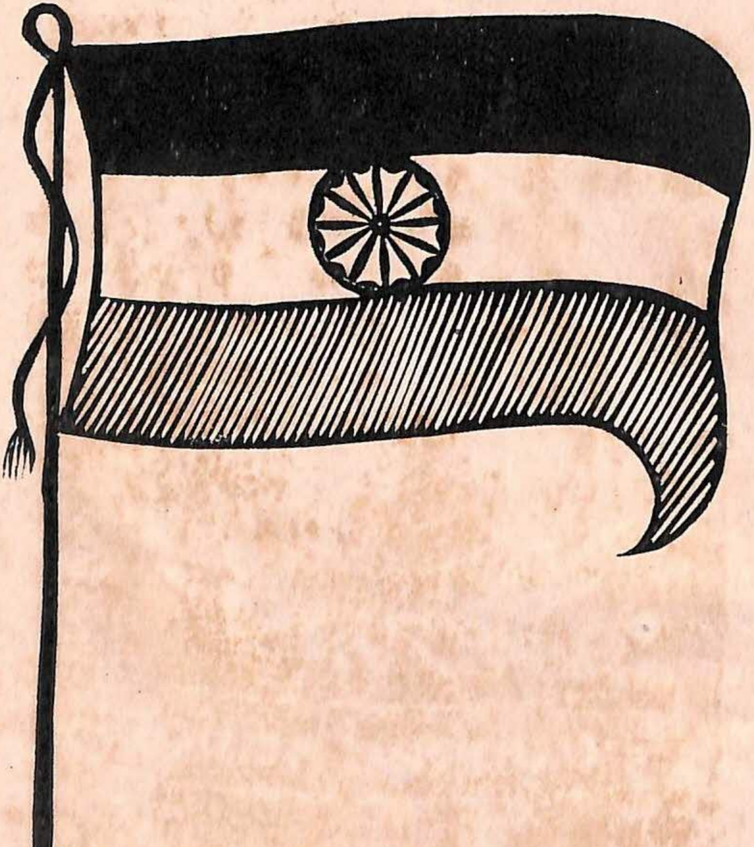
(৬) দপ্তরখানা (Secretariat)—দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য এই দপ্তর এবং সেক্রেটারী জেনারেল এই দপ্তরের কর্তা। তাঁর অধীনে তাঁকে সাহায্য করার জন্য অনেক লোক থাকে। সেক্রেটারী জেনারেল পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন।

বৃহৎ পঞ্চশক্তি (Big five)—বলতে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সভ্যরাষ্ট্র-মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, চীন (ফর্মোসা), ফ্রান্স ও রাশিয়াকে বোঝায়।

ভেটো (Veto) ঃ নিরাপত্তা পরিষদের ঐ পাঁচটি রাষ্ট্রের একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে। নিরাপত্তা পরিষদের কোন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এদের যে কোন একজন ভোট দিলে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। এই বিশেষ ক্ষমতাকে বলে "Veto"। এটি একটি ল্যাটিন্ শব্দ। এর মানে "I forbid it" অর্থাৎ "আমি অমত করছি।"



রাষ্ট্রসঙ্ঘের পতাকা



আমাদের জাতীয় পতাকা

বিশ্ব-পরিচিতি

আমাদের জাতীয় পতাকা (National Flag)

আমাদের জাতীয় পতাকা আমাদের জাতীয় গৌরব, ঐতিহ্য এবং মর্যাদার প্রতীক। তিনটি সমান এবং সমান্তরাল অংশে বিভক্ত এটি একটি তিন রঙা পতাকা, সবচেয়ে উপরের অংশের রং **জাফরানী** (কেশরী), মাঝেরটির রং **সাদা** এবং নিচের অংশের রং **সবুজ**। পতাকার মাঝখানে আছে **অশোক চক্র**। জাতীয় পতাকার রংগুলির তাৎপর্য এইরূপ :—

জাফরানী (কেশরী)—সাহস ও ত্যাগের প্রতীক।
সাদা— শান্তি এবং সত্যের প্রতীক।
সবুজ— বিশ্বাস ও সৌর্যের প্রতীক।

সারনাথে অবস্থিত অশোক স্তম্ভ হ'তে মাঝখানের চক্রটি নেওয়া হয়েছে। এটি নীল রঙে সাদা অংশে আঁকা থাকে, এবং এই চক্রে ২৪টি তীর বা শর আছে। চক্রটির নাম ধর্মচক্র এবং এটি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোকের পরিকল্পিত পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রতীক। জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড়গুণ।

জাতীয় পতাকার ব্যবহার :—

(১) এই পতাকা ব্যবহার করার সময় জাফরানী রঙের থাকবে।

ভারতের সংবিধান (Constitution of India)

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হতে—ভারত **সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে** পরিণত হয়েছে। ঐ দিন থেকে ভারতের সংবিধান প্রবর্ত্তিত হয়েছে। সংবিধান বলতে বোঝায়, বিধিবদ্ধ বিধান যাতে সরকার কি ভাবে গঠিত হবে ও শাসন ব্যবস্থা কি ভাবে পরিচালিত হবে তা লিপিবদ্ধ থাকে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কাজ কি ভাবে বিভক্ত হবে এবং প্রজাদের অধিকার কি ভাবে সংরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে তা স্থির করার জন্য কয়েকটি নিয়মকানুন থাকে। এই নিয়ম কানুনের সমষ্টিকে দেশের **সংবিধান** বলে। ভারতের সংবিধান ২২ ভাগে বিভক্ত এবং এতে ৩৯৫ টি ধারা আছে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ। ভারতবর্ষের সংবিধানের মত এতবড় সংবিধান পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।

ভারতের সংবিধানের আরম্ভে একটি ছোট ভূমিকা দেওয়া আছে—এতে আছে—"আমরা ভারতের জনসাধারণ—ভারতবর্ষকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রিপাবলিক রূপে সংগঠিত করবার সংকল্প গ্রহণ করেছি এবং স্থির করেছি যে সমস্ত নাগরিক এ ক'টি অধিকার লাভ করবে। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায় বিচার, সমান মর্যাদা এবং সুযোগ, ব্যক্তির মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্যের লক্ষ্য স্থির রেখে সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সূত্রে আবদ্ধ হবার অধিকার। ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর আমাদের গণ পরিষদে সমবেত হয়ে আমরা এই সংবিধান গ্রহণ করলাম, প্রনয়ণ করলাম এবং নিজেদের উহা দান করলাম।"

ভারতের সংবিধানে বলা হয়েছে যে ভারতে একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন। ভারতের শাসন ক্ষমতা প্রধানতঃ তাঁর উপরই ন্যস্ত থাকবে। রাষ্ট্রপতিকে তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে সাহায্য করবার জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকবে এবং প্রধানমন্ত্রী এই সভার নেতৃত্ব করবেন। ভারতীয় রাষ্ট্রের একটি সংসদ থাকবে এবং তা **লোক সভা** এবং **রাজ্য সভা** এই দুটি সভা নিয়ে গঠিত হবে।

ভারতে একটি সর্বোচ্চ বিচারালয় থাকবে একথাও সংবিধানে বলা আছে।

নাগরিকদের অধিকার (Rights of the Citizens)

ভারতের এই সংবিধানে ভারতের নাগরিকদের নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান প্রধান মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে।

(১) জাতি ধর্ম নির্বিশেষে রাষ্ট্র কাহাকেও আইনের কাছ হ'তে সমান সুযোগ সুবিধার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না।

(২) ভারতের প্রত্যেক নাগরিক ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করবে। শান্তি পূর্ণ ভাবে মিলিত হবার অধিকার, ব্যবসা বাণিজ্য করবার অধিকার এবং রাষ্ট্রের যে কোন স্থানে বসবাস করবার অধিকার থাকবে। বিনা বিচারে কাহারও প্রাণ বা স্বাধীনতা হরণ করা যাবে না।

(৩) কাহাকেও নিজ সম্পত্তি হ'তে বঞ্চিত করা হবে না। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই জীবিকা অর্জনের অধিকার থাকবে।

(৪) ভারতে সর্বত্র নাগরিকেরা যাতে একই প্রকার শাসন ও রক্ষণের সুযোগ পায় রাষ্ট্র তার চেষ্টা করবে।

কে বা কা'রা ভারতের নাগরিক বলে পরিগণিত হবেন ?

যাঁরা নিম্নলিখিত সর্তগুলির কোন একটির অধিকারী হবেন তাঁরাই ভারতীয় নাগরিক বলে অভিহিত হবেন।

(১) যাঁরা ভারতে জন্মেছেন।

(২) যাঁদের পিতা অথবা মাতা ভারতে জন্মেছেন।

(৩) যাঁরা এই সংবিধান চালু হবার ৫ বছর আগে থেকে ভারতবর্ষে বাস করছেন।

নাগরিকদের কর্তব্য
(Duties of the Citizens)

(১) রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা ও আদর্শগুলি মেনে চলা।

(২) রাষ্ট্রের প্রয়োজনে রাষ্ট্র যখন যে-আইন প্রণয়ণ করে সেগুলি নিষ্ঠার সহিত পালন করা।

(৩) অর্থ ছাড়া রাষ্ট্র চলতে পারে না বা জনকল্যাণ কার্য চলতে পারে না তাই রাষ্ট্রের দেয় কর রাষ্ট্রকে দেওয়া।

(৪) নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা (ভোট দেওয়া)।

রাষ্ট্রপতি (President)

পার্লামেন্টের দুই কক্ষের সমস্ত নির্বাচিত সদস্য আর সমস্ত রাজ্য বিধান-সভার নির্বাচিত সদস্যরা মিলে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করেন। জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপরই থাকে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করার ক্ষমতা—জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে না। রাষ্ট্রপতির পদের জন্য নির্বাচিত হতে গেলে এই গুণগুলি থাকা দরকার :—

(ক) ৩৫ বছরের বেশী বয়স হতে হবে।

(খ) লোক-সভায় নির্বাচিত হবার যোগ্য হতে হবে।

(গ) সরকারী কর্মচারী হবে না।

রাষ্ট্রপতির কার্যকাল পাঁচ বছর। তবে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন এবং একই ব্যক্তি একাধিক বারও এই পদে নির্বাচিত হতে পারেন।

সংবিধান অমান্য করলে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি দাবী করতে পারে।

রাষ্ট্রপতিকে বিনা ভাড়ায় সরকারী প্রাসাদে বাস করতে দেওয়া হয়। তিনি মাসে দশ হাজার টাকা বেতন এবং অন্যান্য ভাতা পান।

উপরাষ্ট্রপতি—(Vice-President)

(পার্লামেন্টের দুই কক্ষের মিলিত অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যদের বেশিরভাগের ভোটে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হয়।) ইনিও রাষ্ট্রপতির মত পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। অন্ততঃ ৩৫ বছর যাঁর বয়স এমন যে কোন ভারতীয় নাগরিকই উপরাষ্ট্রপতির পদের জন্য নির্বাচনে দাঁড়াতে পারেন।

মন্ত্রিসভাঃ—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। যদিও রাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা—কিন্তু কার্যতঃ মন্ত্রিসভাই রাষ্ট্রপতির পক্ষে শাসন কার্য চালান। পার্লামেন্টে সংখ্যা-গরিষ্ট দলের যিনি নেতা রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ তাঁকেই প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করে থাকেন।)

মন্ত্রিসভা (Council of ministers)

তিনশ্রেণীর মন্ত্রী—পরিষদভুক্ত মন্ত্রী, রাষ্ট্র মন্ত্রী, আর উপমন্ত্রী—এই তিন শ্রেণীর মন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রী-মণ্ডলী গঠিত হয়।

রাষ্ট্র মন্ত্রীরা পরিষদভুক্ত মন্ত্রীদের চেয়ে পদমর্যাদায় ছোট আবার উপমন্ত্রীরা রাষ্ট্রমন্ত্রীদের চেয়ে পদমর্যাদায় নীচু। মন্ত্রীদের সাহায্য করবার জন্য পার্লামেণ্টীয় সচিবরা থাকেন।

পার্লামেণ্ট বা কেন্দ্রীয়ব্যবস্থাপক সভা (Parliament)

রাজ্যসভা আর লোকসভা এবং রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে ব্যবস্থাপক সভা গঠিত।

রাজ্যসভা (Rajya Sabha)

এই সভার সদস্য সংখ্যা ২৫০ জনের বেশী হতে পারবে না। এঁদের মধ্যে ২৩৮ জন হবেন বিভিন্ন রাজ্যের জন-প্রতিনিধি আর বাকী ১২ জন হবেন রাষ্ট্রপতির দ্বারা মনোনীত সদস্য। বর্তমান রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যা ২৩২—২২০ জন নির্বাচিত এবং ১২ জন মনোনীত। রাষ্ট্রপতি যাঁদের মনোনীত করেন তাঁদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা, সমাজ সেবায় অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

প্রতি দু-বছর অন্তর রাজ্য সভার সভ্যদের $\frac{1}{3}$ অংশকে বিদায় নিতে হয় এবং তাঁদের জায়গায় নূতন প্রতিনিধি আসেন। রাজ্য সভায় সভাপতিত্ব করেন উপরাষ্ট্রপতি। রাজ্য সভার সহকারী সভাপতি নির্বাচন করেন রাজ্য-সভার সভ্যগণ।

লোকসভা (Lok Sabha)

স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে বিভিন্ন রাজ্যের প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের ভোটে লোকসভার সদস্যেরা নির্বাচিত হন। একুশ বছর

বয়স না হ'লে ভোটাধিকার থাকে না। লোক সভার সদস্য সংখ্যা ৫২০ জনের বেশী হতে পারবে না। বর্তমানে লোকসভার সদস্য সংখ্যা ৫০৫, ৫০০ জন নির্বাচিত আর ৫ জন মনোনীত। প্রত্যেক ৫০০,০০০ লোক পিছু অন্ততঃ একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়। পঁচিশ বছর বয়স না হ'লে লোকসভার সভ্য পদ প্রার্থী হতে পারা যায় না।

লোকসভার সদস্যরা একজন **অধ্যক্ষ** ও একজন **সহকারী অধ্যক্ষ** নির্বাচন করেন। লোকসভার সভ্যগণ সাধারণতঃ পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন। লোকসভার সভ্যরা নাগরিকদের প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাই লোকসভা রাজ্যসভার চেয়ে বেশী গণতান্ত্রিক।

রাজ্য সরকার (State Government)

ভারতের বিভিন্ন রাজ্য পরিচালনার ভার বিভিন্ন রাজ্য সরকারের হাতে। রাজ্যের শাসককে বলা হয় **রাজ্যপাল**। প্রত্যেক রাজ্যে একটি ব্যবস্থাপক সভা আছে। এতে দুটি কক্ষ আছে : (১) বিধান পরিষদ (২) বিধান সভা।

রাজ্যপাল (Governor)—রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালদের নিযুক্ত করেন। এঁদের কার্য্যকাল সাধারণতঃ পাঁচ বছর। তবে একই ব্যক্তি একাধিক বার রাজ্যপাল নিযুক্ত হতে পারেন। অন্যূন ৩৫ বছর যাঁর বয়স এমন যে-কোন নাগরিকই রাজ্যপাল রূপে নিয়োগ-যোগ্য হতে পারেন। রাজ্যপাল বিনা ভাড়ায় বাড়ী, মাসে ৫,৫০০৲ টাকা বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন।

মন্ত্রিসভা (Council of Ministers)

প্রত্যেক রাজ্যেই একটি করে মন্ত্রিসভা থাকে। মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভার নেতা। তাঁকে নিযুক্ত করেন রাজ্যপাল এবং তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীদেরও রাজ্যপাল নিযুক্ত করেন। যদিও সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালই রাজ্যের শাসন ও পালনের একমাত্র কর্তা কিন্তু আসলে কর্তৃত্ব থাকে মন্ত্রি সভার হাতে।

বিধান পরিষদ (Legislative Council)

বিহার, বোম্বাই, জম্মু ও কাশ্মীর, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ মহীশূর আর মধ্যপ্রদেশে বিধানপরিষদ আছে। বিধান পরিষদের সভ্য সংখ্যা সাধারণতঃ বিধান সভার সভ্য সংখ্যার ১/৩ এর বেশী হবে না। তবে ৪০ জনের কম কোন ক্ষেত্রেই হবে না। বিধান পরিষদের ১/৩ সভ্য নির্বাচন করেন বিধান সভার সভ্যগণ, ১/৩ অংশ সভ্য নির্বাচন করেন মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড এবং ঐ ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলি। বাকী সদস্যদের নির্বাচন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ততঃ তিন বছরের পুরানো গ্রাজুয়েটরা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, কলেজের অধ্যক্ষগণ এবং কিছু মনোনীত করেন রাজ্যপাল। ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যে কোন ভারতীয় নাগরিক বিধান পরিষদের সভ্য হতে পারেন। প্রতি দু'বছর অন্তর বিধান পরিষদের ১/৩ সভ্যকে বিদায় নিতে হয় এবং তাঁদের জায়গায় আবার নূতন সভ্য নির্বাচিত হন। বিধান পরিষদের সভ্যরা একজন সভাপতি (**Chairman**) ও একজন সহ সভাপতি (**Deputy Chairman**) নির্বাচন করেন।

বিধান সভা—(Legislative Assembly)

(একুশ বছর বা তার বেশী বয়সের নাগরিকরা ভোট দিয়ে বিধান সভার সদস্য নির্বাচন করেন। বিধান সভার সদস্য সংখ্যা কখনই ৫০০ জনের বেশী বা ৬০ জনের কম হবে না।)

সাধারণতঃ প্রতি ৭৫০০০ লোকের জন্য একজন সভ্য নির্বাচিত হন। বিধান সভার কার্য্যকাল সাধারণতঃ পাঁচ বছর। বিধান সভার সদস্য পদের নির্বাচন-প্রার্থী হতে হলে প্রার্থীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এবং তার বয়স ২৫ বছর হওয়া চাই। (বিধান সভায় সভাপতিত্ব করেন বিধান সভার **অধ্যক্ষ** (Speaker)। বিধান সভার সদস্যরা অধ্যক্ষ এবং **সহ অধ্যক্ষ** (Deputy Speaker) নির্বাচন করেন।)

পাব্লিক সার্ভিস কমিশন –(Public Service Commission)

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাজে সাহায্য করার জন্য অনেক উপযুক্ত লোকের দরকার। আর উপযুক্ত লোককে নিয়োগ করাও বেশ কঠিন কাজ। নানাভাবে পরীক্ষা নিয়ে কেন্দ্রে ও রাজ্যে লোক বেছে নেবার দায়িত্ব হচ্ছে পাব্লিক সার্ভিস কমিশনগুলির। এজন্য কেন্দ্রে আছে কেন্দ্রীয় পাব্লিক সার্ভিস কমিশন (Union Public Service Commission) এবং রাজ্যগুলিতে আছে রাজ্য পাব্লিক সার্ভিস কমিশন (State Public Service Commission)। কেন্দ্রীয় পাব্লিক সার্ভিস কমিশন ও প্রাদেশিক পাব্লিক সার্ভিস কমিশনগুলি কয়েকজন সদস্য নিয়ে গঠিত। রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ করেন।

প্রাদেশিক পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ করেন প্রদেশের রাজ্যপাল।

কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল (Comptroller and Auditor General)

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি পরিচালনা করতে অনেক অর্থ ব্যয় হয়। সরকারী আয় ব্যয়ের হিসাব রাখার ও পরীক্ষার ভার দেওয়া আছে কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের উপর। ইনি রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করে ইনি রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালদের কাছে তাঁর বিবরণী পেশ করেন। তাঁরা সেই হিসাব যথাক্রমে লোকসভায় ও বিধান সভায় পেশ করেন এবং সেখানে গৃহীত হলে তবে হিসাব গৃহীত হয়।

বিচার বিভাগ (Judicial System)

বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান প্রধান ধর্ম্মাধিকরণ (Supreme Court)। এটি দিল্লীতে অবস্থিত এবং ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী স্থাপিত হয়েছে। প্রধান ধর্ম্মাধিকরণের প্রধান ব্যক্তিকে বলা হয় প্রধান বিচারপতি (Chief Justice)। রাষ্ট্রপতি এঁকে নিয়োগ করেন। এঁর পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি আরও দশ জন বিচারপতি নিযুক্ত করেন। দশজন বিচারপতি আর একজন প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত প্রধান ধর্মাধিকরণ। প্রধান বিচারপতি মাসে ৫০০০৲ টাকা বেতন পান এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ পান মাসে ৪০০০৲ টাকা। এ ছাড়া এঁরা বিনা ভাড়ায় বাসগৃহ পান। ৬৫ বছর বয়স পর্য্যন্ত বিচারপতিগণ স্বীয় পদে বহাল থাকতে পারেন।

মহাধর্ম্মাধিকরণ (HighCourt)—ভারতের ১৪টি রাজ্যে ১৪টি মহাধর্ম্মাধিকরণ আছে। প্রধান বিচারপতি ও কয়েকজন বিচারপতি নিয়ে মহাধর্ম্মাধিকরণ গঠিত। প্রাদেশিক রাজ্যপাল ও সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি হাই কোর্টের বিচারপতিগণকে নিয়োগ করেন। হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি মাসে ৪০০০৲ টাকা ও অন্যান্য বিচারপতিগণ মাসে ৩৫০০৲ টাকা বেতন পান। ৬০ বছর বয়স পর্য্যন্ত বিচারপতিগণ কাজ করতে পারেন।

নির্বাচন (Election)—আমরা এখন ভোট দিয়ে আমাদের সরকার গঠন করি। কারো একুশ বছর বয়স হলেই তাকে প্রাপ্ত বয়স্ক ধরা হয় এবং তার ভোট দেবার অধিকার থাকে। তবে আইনতঃ দোষী হলে ভোট দেওয়া যায় না। প্রতি ৫ বছর অন্তর আমাদের দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশব্যাপী এই নির্বাচন পরিচালনার ভার দেওয়া হয় নির্বাচন কমিশনের উপর। নির্বাচন কমিশনের প্রধানকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। নির্বাচনের সুবিধার জন্য প্রত্যেক রাজ্যকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। এক একটি অঞ্চলকে বলা হয় নির্বাচন কেন্দ্র। নির্বাচন কেন্দ্রগুলিকে এমন ভাবে ভাগ করা হয় যেন প্রত্যেক পাঁচ লক্ষ লোকের জন্য লোক সভায় একজন সদস্য নির্বাচিত হয় এবং প্রত্যেক ৭৫০০০ হাজার অধিবাসীর জন্য বিধান সভার একজন সভ্য নির্বাচিত হয়। বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্রগুলি নির্ধারিত হয় রাষ্ট্রপতির আদেশ অনুসারে। নির্বাচন কেন্দ্রে গেলে ভোটদাতাকে একখণ্ড কাগজ দেওয়া হয়—এই কাগজকে বলা হয় 'ব্যালট পেপার'। এই কাগজে নিজের

মনোনীত প্রার্থীকে চিহ্নিত করতে হয়। একটি ঘেরা জায়গায় প্রত্যেক প্রার্থীর নাম ও প্রতীক চিহ্ন দেওয়া সীলমোহর করা বাক্স থাকে (এই বাক্সের নাম ব্যালট বাক্স)। ঘেরা জায়গায় গিয়ে ব্যালট পেপারটিকে নিজের মনোনীত প্রার্থীর বাক্সে ফেলে দিতে হয়। পরে ভোট দেওয়া কাগজগুলি গণনা করা হয় এবং যে প্রার্থী অধিক সংখ্যক ভোট পায় তাকে নির্বাচিত সদস্য বলে ঘোষণা করা হয়।

— ——

ভারতবর্ষ (স্বাধীনতার আগে)

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় এবং ঐ দিন হ'তে ভারতবর্ষ দু'টি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। এই দুটি নবগঠিত রাষ্ট্রের নাম ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান।

১৯৪৭ সালের আগে ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন ভারতবর্ষের সম্রাট। তাঁর প্রতিনিধি হয়ে গভর্ণর জেনারেল ভারতবর্ষ শাসন করতেন।

বৃটিশ ভারত ১৬টি প্রদেশ এবং কতকগুলি (৫৬৫) দেশীয় রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই ১৬টি প্রদেশের মধ্যে ১১টি ছিল গভর্ণর শাসিত প্রদেশ এবং বাকি ৫টি প্রদেশে একজন করে চীফ্ কমিশনার থাকতেন।

গভর্ণর শাসিত প্রদেশগুলির নাম—আসাম, বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বোম্বাই ও মাদ্রাজ।

চীফ্ কমিশনার শাসিত প্রদেশগুলির নাম—বেলুচিস্তান, আজমীর মাড়োয়ারা, দিল্লী, কুর্গ ও আন্দামান—নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

ছোট বড় দেশীয় রাজ্যগুলির সংখ্যা ছিল ৫৬৫। এ রাজ্যগুলির মোট আয়তন ছিল ভারতবর্ষের আয়তনের এক তৃতীয়াংশ। এদের মধ্যে হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর ও জম্মু, মহীশূর, বরোদা, গোয়ালিয়র—এই কটি প্রধান। বড় বড় রাজ্যগুলিতে গভর্ণমেণ্টের এক একজন রেসিডেণ্ট থাকতেন। ছোট ছোট অনেকগুলি রাজ্য একজন এজেণ্টের অধীনে থাকত।

গোয়া, দিউ ও দমন এই তিনটি দেশ ছিল পর্ত্তুগীজদের অধীনে আর ফরাসীদের অধিকারে ছিল পণ্ডিচেরী, চন্দননগর, কারিকল মাহে ও ইয়ানান।

ভারতবর্ষ (স্বাধীনতার পরে)

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হ'তে ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান—এই দুই রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ভারতরাষ্ট্রের রাজধানী নয়া দিল্লী রইল আর পাকিস্তানের রাজধানী হ'ল করাচী। ব্রিটিশ ভারতের তিনটি প্রদেশ—বঙ্গদেশ, পাঞ্জাব এবং আসাম বিভক্ত হয়। অন্য প্রদেশগুলি আগের মতই থাকে। বঙ্গদেশের পশ্চিম অংশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হ'ল আর এর নূতন নামকরণ হ'ল পশ্চিম বঙ্গ। পাঞ্জাবের পূর্ব অংশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হল, আর তার নাম হল পূর্ব পাঞ্জাব।

আসামের শ্রীহট্ট জেলা পাকিস্তানে গেল আর বাকী অংশ ভারতে রইল।

নূতন **ভারতবর্ষ** গঠিত হ'ল
এই অঞ্চলগুলি নিয়ে

আসাম (শ্রীহট্ট ছাড়া)
বিহার
উড়িষ্যা
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার
বোম্বাই,
মাদ্রাজ
যুক্ত প্রদেশ
পশ্চিমবঙ্গ
আজমীর মাড়োয়ারা
দিল্লী
কুর্গ
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
৫৫৫টি দেশীয় রাজ্য
ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়।

পাকিস্তান গঠিত হ'ল
এই অঞ্চলগুলি নিয়ে

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ
বেলুচিস্তান
সিন্ধু প্রদেশ
পশ্চিম পাঞ্জাব
পূর্ব বঙ্গ (আসামের শ্রীহট্ট সহ
১০টি দেশীয় রাজ্য পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়।

চন্দন নগর ১৯৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়। পণ্ডিচেরী, কারিকল, মাহে ও ইয়ানান একত্রে পণ্ডিচেরী নাম নিয়েছে। পণ্ডিচেরী ১৯৫৪ সালে ভারত সরকারের কতৃত্বাধীনে এসেছে এবং একজন **চীফ্ কমিশনার** ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে পণ্ডিচেরী শাসন করেন।

ভারতবর্ষ (রাজ্য পুনর্গঠনের পর)

১৯৫৬ সালে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের পর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ১৪টি রাজ্য এবং ছয়টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছে। পণ্ডিচেরী আগের মতই আছে।

নবগঠিত রাজ্যগুলি ও তাদের রাজধানীর নাম দেওয়া হ'ল :—

রাজ্য—রাজধানী	রাজ্য—রাজধানী
আসাম—শিলং	মহীশূর—বাঙ্গালোর
পশ্চিমবঙ্গ—কলিকাতা	রাজস্থান—জয়পুর
বিহার—পাটনা	জম্মু ও কাশ্মীর—শ্রীনগর
উড়িষ্যা—ভুবনেশ্বর	মধ্যপ্রদেশ—ভূপাল
উত্তর প্রদেশ—লক্ষৌ	পূর্ব পাঞ্জাব—চণ্ডীগড়
অন্ধ্র—হায়দ্রাবাদ	কেরল—ত্রিবান্দ্রাম
মাদ্রাজ—মাদ্রাজ	বোম্বাই—বোম্বাই

কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল	রাজধানী
দিল্লী	দিল্লী
পণ্ডিচেরী	পণ্ডিচেরী
হিমাচল প্রদেশ	সিমলা
মণিপুর	ইম্ফল
ত্রিপুরা	আগড়তলা
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	পোর্ট ব্লেয়ার
মিনিকয়, লাক্ষাদ্বীপ ও আমিনদ্বীপ	কোজিকোড্ (প্রধান কার্যালয়)

১লা ডিসেম্বর (১৯৫৭) আসামের রাজ্যপাল সৈয়দ ফজল আলি রাষ্ট্রপতির পক্ষ হ'তে নূতন কেন্দ্র-শাসিত নাগাপাহাড় তুয়েনসাং অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনটী নাগা প্রধান জেলা কোহিমা, মক্কচং ও তুয়েনসাং নিয়ে এই নূতন অঞ্চল (নাগাপাহাড় তুয়েনসাং অঞ্চল) গঠিত। এর প্রধান কার্যালয় কোহিমায় এবং কর্ণেল পি, এন্ লুথরা এই অঞ্চলের চীফ্ কমিশনার।

আয়তনে সবচেয়ে বড় রাজ্য	—	—	বোম্বাই
এই রাজ্যের আয়তন	—		১,৯০,৯১৯ বর্গ মাইল
আয়তনে সবচেয়ে ছোট রাজ্য	—	—	কেরল
এই রাজ্যের আয়তন	—		১৫,০৩৫ বর্গ মাইল
লোকসংখ্যা হিসাবে সবচেয়ে বড় রাজ্য			উত্তর প্রদেশ
উত্তর প্রদেশের লোকসংখ্যা	—		৬,৩২,১৫,৭৪২ জন
সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্য	—	—	কেরল
এখানে প্রতি বর্গমাইলে বাস করে—		—	৯০১ জন

লোক গণনা (Census)

স্বাধীন ভারতে প্রথম লোকগণনা হয় ১৯৫১ সালে। তার আগে ভারতবর্ষে আরও সাতবার লোক গণনা করা হয়েছিল। ১০ বৎসর পর পর একবার লোক গণনা করা হয়।

১৯৫১ সালের **আদম সুমারী** (লোক গণনা) হিসাবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির লোক সংখ্যা দেওয়া হ'ল।

রাজ্য			লোক সংখ্যা
ভারত	—	—	৩৬, ১১, ৫১, ৬৬৯
অন্ধ্র	—	—	৩, ১২, ৬০, ১৩৩

রাজ্য	লোক সংখ্যা
আসাম — —	৯০, ৪৩, ৭০৭
পশ্চিমবঙ্গ — —	২, ৬৩, ০১, ৯৯২
বিহার — —	৩, ৮৭, ৮৪, ১৭২
বোম্বাই — —	৪, ৮২, ৬৫, ২২১
মধ্যপ্রদেশ — —	২, ৬০, ৭১, ৬৩৭
মাদ্রাজ — —	২, ৯৯, ৭৪, ৯৩৬
উড়িষ্যা — —	১, ৬, ৪৫, ৯৪৬
পাঞ্জাব — —	১, ৬১, ৩৪, ৮৯০
উত্তর প্রদেশ — —	৬, ৩২, ১৫, ৭৪২
রাজস্থান — —	১, ৫৯, ৭০, ৭৭৪
জম্মু ও কাশ্মীর — —	৪৪, ১০, ০০০
মহীশূর — —	১, ৯৪, ০১, ১৯৩
কেরল — —	১, ৩৫, ৪৯, ১১৮
দিল্লী — —	১৭, ৪৪, ০৭২
পণ্ডিচেরী — —	৩, ১৭, ১৬৩
হিমাচল প্রদেশ — —	১১, ০৯, ৪৬৬
মণিপুর — —	৫, ৭৭, ৬৩৫
ত্রিপুরা — —	৬, ৩৯, ০২৯
লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদ্বীপ—	২১, ০৩৫
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ —	৩০, ৯৭১

ভারতে শিক্ষিতের হার—(Literacy in India)

ভারতে শিক্ষিতের হার শতকরা	—	১৬·৬১ জন।
„ শিক্ষিত পুরুষের হার শতকরা	—	২৪·৮৭ জন
„ শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের হার শতকরা		৭·৮৭ জন
কেরলে শিক্ষিতের হার সবচেয়ে বেশী		
এখানে শিক্ষিতের হার শতকরা		৪০·৮৮ জন।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির শিক্ষিতের হার দেওয়া হ'ল :—

রাজ্যের নাম	শিক্ষিতের হার	পুরুষ শিক্ষিতের হার	স্ত্রী শিক্ষিতের হার
অন্ধ্র	১৩·১২	১৯·৬৭	৬·৪৮
আসাম	১৮·০৭	২৭·০৮	৭·৮১
বিহার	১২·১৫	২০·৪৬	৩·৭৬
বোম্বাই	২১·৬৪	৩১·৭০	১০·৯৯
কেরল	৪০·৮৮	৫০·৩৭	৩১·৬৫
মধ্যপ্রদেশ	৯·৮৩	১৬·২২	৩·২২
মাদ্রাজ	২০·৮১	৩১·৬৯	১০·০০
মহীশূর	১৯·২৯	২৯·০৮	৯·১৬
উড়িষ্যা	১৫·৮০	২৭·৩২	৪·৫২
পাঞ্জাব	১৫·২৩	২১.০৩	৮·৪৭
রাজস্থান	৮·৯৫	১৪·৪৪	৩·০০
উত্তর প্রদেশ	১০·৮০	১৭·৩৮	৩·৫৬
পশ্চিমবঙ্গ	২৪·০২	৩৪·২৩	১২·২১

কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ঃ—

দিল্লী	৩৮·৩৬	৪২·৯৯	৩২·৩৪
ত্রিপুরা	১৫·৫২	২২·৩৪	৭·৯৮
মণিপুর	১১·৪১	২০·৭৭	২·৩৭
হিমাচল প্রদেশ	৭·৭১	১২·৫৯	২·৩৭
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	২৫·৭৭	৩৪·১৮	১২·৩১
লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদ্বীপ	১৫·২৩	২৫·৫৯	৫·৩০

কেন্দ্রীয় লোকসভায়, রাজ্যসভায়, রাজ্য বিধান সভায় ও বিধান পরিষদে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের আসন সংখ্যা ঃ—

রাজ্য	লোকসভা	রাজ্যসভা	বিধান সভা	বিধান পরিষদ
অন্ধ্র	৪৩	১৮	৩০১	নাই
আসাম	১২	৭	১০৮	"
বিহার	৫৩	২২	৩১৮	৭২
বোম্বাই	৬৬	২৭	৩৯৬	৭২
কেরল	১৮	৯	১২৬	নাই
মধ্যপ্রদেশ	৩৬	১৬	২৮৮	৭২
মাদ্রাজ	৪১	১৭	২০৫	৫০
মহীশূর	২৬	১২	২০৮	৫২
উড়িষ্যা	২০	১০	১৪০	নাই
পাঞ্জাব	২২	১১	১৫৪	৪০
রাজস্থান	২২	১০	১৭৬	নাই

উত্তরপ্রদেশ	৮৬	৩৪	৪৩০	৭২
পশ্চিমবঙ্গ	৩৬	১৬	২৫২	৫১
জম্মু ও কাশ্মীর	৬	৪	১০০	৩৬
কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল			**আঞ্চলিক পরিষদ**	
দিল্লী	৫	৩	—	
হিমাচল প্রদেশ	৪	২	৪৩	
মণিপুর	২	১	৩০	
ত্রিপুরা	২	১	৩০	
	৫০০	২২০		

পণ্ডিচেরীর Representative Assembly-র সভ্য সংখ্যা-৩৯

ভারতের প্রধান প্রধান ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যা :

ধর্ম্ম	ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা	শতকরা হার
হিন্দু	৩০, ৩২,০০, ০০০	৮৫
মুসলমান	৩,৫৪,০০,০০০	৯'৯২
খ্রীষ্টান	৮২,০০,০০০	২'৩০
শিখ	৬২,০০,০০০	১'৭৪
জৈন	১৬,০০,০০০	০'৪৫
বৌদ্ধ	২,০০,০০০	০'০৬

ভারতের ভাষা—

ভারতে মোট ৮৪৫ টি ভাষা প্রচলিত আছে। ভারতের প্রধান প্রধান ভাষা এবং কোন্ ভাষায় কতজন কথা বলে তা দেওয়া হ'ল—

ভাষার নাম	ব্যবহারকারীর সংখ্যা	শতকরা হার
হিন্দি, উর্দ্দু, হিন্দুস্তানী, পাঞ্জাবী	প্রায় ১৫ কোটি	৪৬.৩
তেলেগু	প্রায় ৩ ,, ৫০ লক্ষ	১০.২
মারাঠি	,, ২ ,, ৭০ লক্ষ	৮.৩
তামিল	,, ২ ,, ৬৫ লক্ষ	৮.২
বাংলা	,, ২ ,, ৫১ লক্ষ	৭.৮
গুজরটি	,, ১ ,, ৬৫ লক্ষ	৫.১
কানাড়ী	,, ১ ,, ৫০ লক্ষ	৪.৫
মালয়লম	,, ১ ,, ৪০ লক্ষ	৪.১
ওড়িয়া	,, ১ ,, ৩০ লক্ষ	৪.০

ভারতের প্রথম দশটি শহরের লোক সংখ্যা

শহরের নাম	লোক সংখ্যা
বৃহত্তর কলিকাতা	৪৫,৭৮,০৭১
বৃহত্তর বোম্বাই	২৮,৩৯,২৭০
মাদ্রাজ	১৪,১৬,০৫৭
হায়দ্রাবাদ	১০,৮৫,৭২২
দিল্লী	৯,১৪,৭৯০
আমেদাবাদ	৭,৮৮,৩৩৩
বাঙ্গালোর	৭,৭৮,৯৭৭
কানপুর	৭০৫,৩৮৩
লক্ষ্ণৌ	৪,৯৬,৮৬১
পুণা	৪,৮০,৯৮২

ভারতের রাজ্যগুলির বিবরণ

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য পাল	—	শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু।
মুখ্য মন্ত্রী	—	ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।
আয়তন	—	৩৩, ৯৪৫ বর্গমাইল।
লোকসংখ্যা	—	২,৬৩,০১,৯৯২ জন।
জেলার সংখ্যা	—	১৬টি।
রাজধানী	—	কলিকাতা।
রাজধানীর লোকসংখ্যা	—	প্রায় ৪৫ লক্ষ।

বিশ্ববিত্থালয়—তিনটি, কলিকাতা, যাদবপুর. ও বিশ্বভারতী

প্রধান ভাষা	—	বাংলা।
শিক্ষিতের হার—	—	শতকরা ২৪'৫ জন।

প্রধান প্রধান শহর—হাওড়া. আসানসোল, বর্দ্ধমান, খড়গপুর, বহরমপুর, ভাটপাড়া, নবদ্বীপ, চুঁচুড়া, কালনা, চন্দননগর।

বিবিধ সংবাদ :—রাজ্যগুলির পুনর্গঠনের ফলে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কিছু অংশ এবং চাষ ও চাণ্ডিল থানা বাদে পুরুলিয়া মহকুমা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। পূর্ণিয়ার অংশ দার্জ্জিলিং জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং পুরুলিয়ার অংশ নিয়ে নূতন পুরুলিয়া জেলা গঠন করা হয়েছে।

পাট উৎপাদনে এই রাজ্য ভারতের প্রথম, **চা** উৎপাদনে দ্বিতীয় এবং **চাউল** উৎপাদনে তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। ভারতে অবস্থিত শিল্প কারখানা গুলির শতকরা ২৩ ভাগ আছে পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গে কাপড়ের কলের সংখ্যা ৩৭টি। এখানে কাগজের কল আছে ৪টি।

দুর্গাপুরে কোক ওভেন ও হিন্দুস্থান ষ্টীল ফ্যাক্টরী নির্ম্মিত হচ্ছে। কলিকাতায় ও আসানসোলে অনেকগুলি কল কারখানা আছে। চিত্তরঞ্জনে ভারতের একমাত্র রেল ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানা অবস্থিত। আসানসোল ও রাণীগঞ্জ এলাকায় অনেকগুলি কয়লার খনি আছে। দুর্গাপুরে দামোদর নদের উপর এবং সিউড়ীতে ময়ূরাক্ষী নদীর উপর বাঁধ নির্ম্মিত হয়েছে। ভারতের প্রধান মোটর তৈরির কারখানা কলিকাতার নিকট "হিন্দ-মোটরস" এ অবস্থিত। মুর্শিদাবাদ ও তাম্রলিপ্ত প্রাচীন শহর। হুগলীতে মহম্মদ মহসীনের কীর্ত্তি কলাপ এখনও বিদ্যমান। নবদ্বীপ ও ভাটপাড়া সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র। ত্রিবেণীতে একটি সিগারেটের কাগজ তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়েছে। চিত্তরঞ্জনের নিকটে রূপনারায়নপুরে হিন্দুস্থান কেব্‌ল্ (cable) ফ্যাক্টরী অবস্থিত।

পাঞ্জাব

রাজ্যপাল— শ্রী সি, পি, এন, সিং।

মুখ্যমন্ত্রী— শ্রীপ্রতাপ সিং কাইরণ।

আয়তন— ৪৭,৪৫৬ বর্গমাইল।

লোকসংখ্যা— ১,৬১,৩৪,৮৯০ জন।

রাজধানী— চণ্ডীগড়।

প্রধান ভাষা— পাঞ্জাবী ও হিন্দী।

বিশ্ববিদ্যালয়—একটি, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষিতের হার— শতকরা ১৫·২ জন।

প্রধান প্রধান শহর—অমৃতসর, পাতিয়ালা, জলন্ধর, লুধিয়ানা,

বিবিধ সংবাদ :—পাঞ্জাব ভারতের মধ্যে গম উৎপাদনে দ্বিতীয়। অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে মটর, জওয়ার, ভূট্টা, মেজ, তুলা ও চাউলের

নাম উল্লেখযোগ্য। ভাখরা নাঙ্গাল পরিকল্পনা এখানেই রূপায়িত হচ্ছে। খেলাধুলার সামগ্রী এখানে যথেষ্ট পরিমানে প্রস্তুত হয়। ধারিওয়ালের ও অন্যান্য জায়গায় পশম শিল্প বিখ্যাত। সোনপতে সাইকেল তৈরির কারখানা আছে। কৃত্রিম সিল্ক এখানে প্রচুর পরিমানে প্রস্তুত হয়। অমৃতস্বরের স্বর্ণ মন্দির বিখ্যাত। আম্বালায় সৈনিক শিবির আছে।

মধ্যপ্রদেশ

রাজ্যপাল—	শ্রীএইচ্ ভি, পটাশকর।
মুখ্যমন্ত্রী—	ডাঃ কৈলাশনাথ কাটজু ।
আয়তন—	১,৭১,২০১ বর্গমাইল।
লোকসংখ্যা—	২,৬০,৭১,৬৩৭ জন।
রাজধানী—	ভূপাল।
রাজধানীর লোকসংখ্যা—	১,০২,৬৩৩ জন।
বিশ্ববিদ্যালয়—	একটি—সওগর।
প্রধান ভাষা—	হিন্দী।
শিক্ষিতের হার—	শতকরা ১৩·৫জন।

প্রধান প্রধান শহর—গোয়ালিয়র, উজ্জয়িনী, ইন্দোর ইত্যাদি।

বিবিধ সংবাদঃ—ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে আয়তনে ইহা দ্বিতীয়। পূর্ব্বের মধ্যভারত, বিন্ধ্যপ্রদেশ, ভূপাল, মধ্যপ্রদেশের অধিকাংশ এবং রাজস্থানের কিছু অংশ নিয়ে এই রাজ্য গঠিত। আয়তনের শতকরা ৩০ ভাগ জঙ্গল। অধিবাসীদের শতকরা ৮৭ জন গ্রামে বাস করে এবং শতকরা ৭৮ জন কৃষিজীবী। ধান, গম, তুলা ও তৈলবীজ প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। কয়লা লোহা, ম্যাঙ্গানীজ, বক্সাইট, গ্রাফাইট, অভ্র প্রভৃতির খনি আছে। এখানে হীরক

খনির সন্ধান পাওয়া গেছে। ভারতে নিউজপ্রিণ্টের একমাত্র কারখানা নেপানগরে অবস্থিত। এখানে সিমেণ্ট ফ্যাক্টরী ও কাপড়ের কল আছে। এখানকার সাঁচী স্তূপ, উদয়গিরি, উজ্জয়িনীর মানমন্দির, গোয়ালিয়র দূর্গ ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থান।

জম্মু ও কাশ্মীর

সদর-ই-রিয়াসৎ—	যুবরাজ করণ সিং।
মুখ্যমন্ত্রী—	বক্সী গোলাম মহম্মদ।
আয়তন----	৮৫,৮৬১ বর্গমাইল।
লোকসংখ্যা—	৪৪,১০,০০০ জন।
রাজধানী—	শ্রীনগর।
বিশ্ববিদ্যালয়—একটি,	জম্মু ও কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়।

বিবিধ সংবাদ :—এখানকার অধিবাসীদের শতকরা ৭৫ জন মুসলমান। কাশ্মীরের ⅓ অংশ পাকিস্তানের দখলে। কাশ্মীর পশমশিল্পের জন্য বিখ্যাত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে কাশ্মীর অতুলনীয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য কাশ্মীরকে ভূস্বর্গ বলা হয়। এখানে অনেকগুলি হ্রদ আছে। উলারের ডালহ্রদ বিখ্যাত।

মাদ্রাজ

রাজ্যপাল	—	—	শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী।
মুখ্যমন্ত্রী	—,	—	শ্রীকে, কামরাজ।
আরতন	—	—	৫০, ১১০ বর্গ মাইল।
লোক সংখ্যা	—	—	২,৯৯,৭৪, ৯৩৬ জম।
রাজধানী	—	—	মাদ্রাজ।
রাজধানীর লোকসংখ্যা		—	১৪,১৬,০৫৭ জন।

বিশ্ববিদ্যালয়—একটি,	—	মাদ্রাজ।
শিক্ষিতের হার —	—	শতকরা ১৯·৩ জন।

প্রধান প্রধান শহর :—মাদুরাই, ত্রিচুরপল্লী, সালেম, মাঙ্গালোর, কয়েম্বাটুর, ভেল্লোর তাঞ্জোর, টিউটিকোরিন ইত্যাদি।

বিবিধ সংবাদ :—রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশে যে মাদ্রাজ রাজ্য গঠিত হয়েছে তার আয়তন ও লোকসংখ্যা আগেকার মাদ্রাজ অপেক্ষা অনেক কম। ত্রিবাঙ্কুর কোচিনের কিছু অংশ এর সঙ্গে যুক্ত হলেও এর বেশ কিছু অংশ মহীশূর ও অন্ধ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ভারতের সর্ব্ব দক্ষিনে এই রাজ্য অবস্থিত। মাদ্রাজে প্রচুর পরিমানে চন্দন কাঠ পাওয়া যায়, ভারতের মোট উৎপন্নের প্রায় অর্ধেক এখানেই হয়। মাদ্রাজে লোহা বক্সাইট, জিপসাম্ প্রভৃতি প্রচুর পাওয়া যায়। এখানকার চর্ম্মশিল্প বেশ উন্নত ধরনের। তাঁত শিল্পের ও যথেষ্ট সুনাম আছে। মাহাবলীপুরম, মাদুরা, কাঞ্চীপুরম্ প্রাচীন ভাস্কার্য্য শিল্পের নিদর্শন বহন করছে। রামেশ্বরম প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

মহীশূর

রাজ্যপাল —	—	শ্রীজে, সি, ওয়াদিয়ার।
মুখ্যমন্ত্রী —	—	শ্রীএস, নিজলিঙ্গাপ্পা।
আয়তন —	—	৭৪, ৩২৬ বর্গ মাইল।
লোকসংখ্যা —	—	১,৯৪,০১,১৯৩
রাজধানী —	—	বাঙ্গালোর।
রাজধানীর লোকসংখ্যা	—	৭,৭৮,৯৭৭ জন।
বিশ্ববিদ্যালয়—দুইটি,	—	মহীশূর ও কর্ণাটক।
প্রধান ভাষা —	—	কানাড়ী, তেলেগু।
শিক্ষিতের হার —	—	শতকবা ১৯·২৯ জন।

প্রধান প্রধান শহর :—মহীশূর, কোলার, দাভাঙ্গরে ইত্যাদি।

বিবিধ সংবাদ :—১৯৫৬ সালের রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশানুযায়ী পূর্ব্বতন মহীশূর রাজ্য ও কুর্গ এবং বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ ও মাদ্রাজের কিছু অংশ নিয়ে এই রাজ্য গঠিত হয়েছে। অধিবাসীদের শতকরা প্রায় ৭৫ জন কৃষিজীবী। এই রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে ৬৫টি ভাষা প্রচলিত আছে। ভারতের মধ্যে এখানে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী স্বর্ণ পাওয়া যায়। ভারতে প্রস্তুত সিল্কের শতকরা ৮০ ভাগ মহীশূরেই উৎপন্ন হয়। ভদ্রাবাটিতে বড় লোহার কারখানা আছে। বাঙ্গালোরে এরোপ্লেন তৈরির কারখানা (হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফট্), নানাবিধ যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা (হিন্দুস্থান মেসিন টুলস) আছে। তুরবানীনগরের টেলিফোন ফ্যাক্টরী ভারতের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। এখানকার জঙ্গলে চন্দন কাঠ পাওয়া যায়। এখানকার মন্দির গুলি প্রাচীন ভারতীয় শিল্প ও কৃষ্টির নিদর্শন স্বরূপ।

কেরল

রাজ্যপাল	— —	শ্রী, বি, রামকৃষ্ণ রাও।
মুখ্যমন্ত্রী	— —	শ্রী-ই, এম্, এস্ নাম্বুদ্রিপদ।
আয়তন	— —	১৫,০৩৫ বর্গ মাইল।
লোকসংখ্যা	— —	১,৩৫,৪৯,১১৮ জন।
রাজধানী	— —	ত্রিবান্দ্রম
রাজধানীর লোকসংখ্যা	— —	১,৮৬,৯৩১ জন।
বিশ্ববিদ্যালয়—একটি,	—	ত্রিবাঙ্কুর
প্রধান ভাষা	— —	মালয়লম্
শিক্ষিতের হার	— —	শতকরা ৪০·৮৮ জন।

প্রধান প্রধান শহর :— আলেপ্পী, নাগরকোল, ত্রিচুর, এর্ণাকুলম, কুইলন ইত্যাদি।

বিবিধ সংবাদঃ—১৯৫৭ সালে যখন ভারতের রাজ্যগুলি পুনর্গঠিত হয় তখন হ'তে এই রাজ্যের জন্ম। আয়তনে অন্যান্য রাজ্যগুলি অপেক্ষা এই রাজ্য সবচেয়ে ছোট। পূর্ব্বের ত্রিবাঙ্কুর কোচিন প্রদেশের অধিকাংশ এবং মাদ্রাজের কিছু অংশ নিয়ে এই প্রদেশ গঠিত হয়েছে। এই রাজ্যের বসতি অত্যন্ত ঘন। এখানে প্রতি বর্গমাইলে ৯০১ জন লোক বাসকরে। ভারতের মধ্যে এখানেই শিক্ষিতের হার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। চা, তামাক, রবার, কফি প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন হয়। রাজ্যের আয়তনের প্রায় ১৫ ভাগ জঙ্গলাকীর্ণ। কেরেলর তাঁত শিল্পের সুনাম আছে।

রাজস্থান

রাজ্যপাল — শ্রীগুরমুখ নিহাল সিং।
মুখ্যমন্ত্রী — শ্রীমোহনলাল সুখাদিয়া
আয়তন — ১,৩২,০৭৭ বর্গ মাইল।
লোকসংখ্যা — ১,৫৯,৭০,৭৭৪ জন।
রাজধানী — জয়পুর।
রাজধানীর লোক সংখ্যা— ২,৯১,১৩০ জন।
বিশ্ববিদ্যালয়ঃ—একটি, রাজপুতানা বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রধান ভাষা — রাজস্থানী ও হিন্দী।
শিক্ষিতের হার — শতকরা ৮·৯৫ জন।
প্রধান প্রধান শহরঃ—যোধপুর, বিকানীর, উদয়পুর ও পিলানী।

বিবিধ সংবাদঃ—রাজস্থানের জলবায়ু শুষ্ক। এখানে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত অল্প। রাজস্থানের অনেক অংশ মরুময়। চুনা খড়ির পাহাড় ও জিপসামের খনি আছে। চিতোরের দুর্গ, মীরা বাঈয়ের মন্দির প্রভৃতি এই রাজ্যের ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান।

অন্ধ্র প্রদেশ

রাজ্যপাল	— —	শ্রীসি, এম, ত্রিবেদী।
মুখ্যমন্ত্রী	— —	শ্রী এন, সঞ্জীব রেড্‌ডী।
আয়তন	— —	১,০৫,৯৬৩ বর্গ মাইল।
লোক সংখ্যা	— —	৩,১২,৬০,১৩৩ জন।
রাজধানী	— —	হায়দ্রাবাদ।
রাজধানীর লোক সংখ্যা :—	—	১০,৮৫,৭২২।
বিশ্ববিদ্যালয়—তিনটি		অন্ধ্র, শ্রীভেঙ্কটেশ্বর ও ওসমানিয়া।
প্রধান ভাষা	— —	তেলেগু।
শিক্ষিতের হার	— —	১৩'১২।

প্রধান প্রধান শহর :—বেজওয়াদা, গুন্তুর, বিশাখাপত্তনম, ওয়ারাঙ্গল, রাজামুন্দ্রী, কাকিনাড়া, নেল্লোর, ভিজিয়ানাগ্রাম ইত্যাদি।

বিবিধ সংবাদ :—১৯৫৩ সালের পূর্ব্বে ভারতের মানচিত্রে এ নামে কোন প্রদেশ ছিল না। ১৯৫৩ সালে ১লা অক্টোবর মাদ্রাজের তেলেগু ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে এই প্রদেশের জন্ম। রাজ্য পুনর্গঠন কমিটির সুপারিশ অনুসারে হায়দ্রাবাদের কিছু অংশ ১৯৫৬ সাল হতে এই প্রদেশের সংগে যুক্ত হয়েছে। এখানে প্রচুর পরিমানে তামাক, আখ, বাদাম, তূলা, উৎপন্ন হয়। কয়লা ও অভ্রের কয়েকটি খনি আছে। ম্যাঙ্গানীজ ও পাওয়া যায়। এখানে অনেকগুলি কাপড়ের ও চিনির কল আছে। ভারতের একমাত্র জাহাজ তৈয়ারীর কারখানা বিশাখাপত্তনমে অবস্থিত।

উড়িষ্যা

রাজ্যপাল	— —	শ্রী ওয়াই, এন, সুখতাঙ্কর।
মুখ্যমন্ত্রী	— —	ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহাতব।

আয়তন — — ৬০, ১৩৬, বর্গ মাইল।

লোক সংখ্যা — — ১,৪৬,৪৫,৯৪৬ জন।

রাজধানী — — ভুবনেশ্বর।

বিশ্ববিদ্যালয়—একটি, উৎকল।

প্রধান ভাষা — — ওড়িয়া ও বাংলা।

শিক্ষিতের হার — — শতকরা ১৫.৮ জন।

প্রধান প্রধান শহর :—ভুবনেশ্বর, কটক, পুরী ইত্যাদি।

বিবিধ সংবাদ :—রাজ্যের আয়তনের শতকরা ৪০ ভাগ জংগল। মহানদীর উপর হীরাকুদ বাঁধ নির্ম্মিত হয়েছে। রৌরকেল্লায় একটি ইস্পাতের কারখানা তৈরি হচ্ছে। সুন্দরগড়, কেঁওঝর ও ময়ুরভঞ্জ অঞ্চলে প্রচুর পরিমানে খনিজ লৌহ পাওয়া যায়। ভারতে যে পরিমান ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায় তার ২০ ভাগ আসে উড়িষ্যা হ'তে। পু র হিন্দুদের তীর্থস্থান। কোনারকের সূর্য্য মন্দির বিখ্যাত।

বিহার

রাজ্যপাল — ডাঃ জাকির হোসেন।

মুখ্যমন্ত্রী — ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ।

আয়তন — ৬৭,১৬৪ বর্গ মাইল।

লোক সংখ্যা — ৩,৮৭,৮৪,১৭২ জন।

রাজধানী — পাটনা।

রাজধানীর লোক সংখ্যা — ২,৮৩,৪৭৯ জন।

বিশ্ববিদ্যালয়—দুইটি বিহার ও পাটনা।

প্রধান ভাষা — হিন্দী।

শিক্ষিতের হার — শতকরা ১২·১৫ জন।

প্রধান প্রধান শহর ঃ—পাটনা, জামসেদপুর, গয়া, ভাগলপুর, রাঁচী, দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর ইত্যাদি।

বিবিধ সংবাদ ঃ—রাজ্য পূনর্গঠন কমিটীর সুপারিশ অনুযায়ী বিহারের কয়েকটি অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের সংগে যুক্ত হয়েছে। অধিবাসীদের শতকরা ৮২ জনেরও বেশী কৃষিজীবী। ঝরিয়া, ধানবাদ, বোখারো, হাজারীবাগ অঞ্চলে অনেকগুলি কয়লার খনি আছে। সিংভূমে ও ঘাটশীলায় প্রচুর তামা ও লোহা পাওয়া যায়। হাজারীবাগ অঞ্চলে করেকটি অভ্রের খনি আছে। জামসেদপুরের লোহার কারখানা উল্লেখযোগ্য। সিন্ধ্রীতে এশিয়ায় মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ সারের কারখানা তৈরি হয়েছে। বিহারে পাঁচটি সিমেণ্ট তৈরির কারখানা এবং অনেকগুলি চিনির কারখানা আছে। প্রাচীন ভারতের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান। বুদ্ধগয়া, রাজগীর বৌদ্ধদের তীর্থস্থান। সাসারাম একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ জায়গা। বোখারোতে একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা নিৰ্ম্মিত হয়েছে। দামোদর ও তার উপনদীতে তিলাইয়া, কোনার, মাইথনবাঁধ নিৰ্ম্মিত হয়েছে। পাঞ্চেত বাঁধের কাজ এখনও চলছে।

উত্তর প্রদেশ

রাজ্যপাল — —	শ্রীভি, ভি, গিরি।
মুখ্যমন্ত্রী — —	ডা: সম্পুর্ণানন্দ।
আয়তন — —	১,১৩,৪০৯ বর্গমাইল।
লোক সংখ্যা — —	৬,৩২,১৫,৭৪২ জন।
রাজধানী — —	লক্ষ্ণৌ।
রাজধানীর লোক সংখ্যা —	৪,৯৬,৮৬১ জন।

বিশ্ববিদ্যালয় ঃ—ছয়টি—এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, বেনারস হিন্দু, আলিগড় মুসলিম, আগ্রা ও রুড়কি।

প্রধান ভাষা ঃ — — হিন্দি, উর্দ্দু, হিন্দুস্থানী।

শিক্ষিতের হার — — শতকরা ১০.৮ জন।

প্রধান প্রধান শহর ঃ—কানপুর, আগ্রা, বেরিলী, মীরাট, এলাহাবাদ, মোরাদাবাদ, সাহারানপুর, আলিগড়, দেরাদুন, গোরক্ষপুর, শাজাহানপুর, মথুরা, বারাণসী ইত্যাদি।

বিবিধ সংবাদ ঃ—ভারতের শতকরা ৬০ ভাগ চিনি উৎপন্ন হয় এখানে। এখানে অনেক কাগজের কল, কাপড়ের কল, এবং চামড়ার কারখানা আছে। কাশী, মথুরা, এলাহাবাদ প্রভৃতি হিন্দুদের তীর্থস্থান। আগ্রার তাজমহল ইতিহাস বিখ্যাত। মীরাটে সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। মির্জ্জাপুরের কার্পেট শিল্প প্রসিদ্ধ। মুসৌরী, নৈনিতাল, আলমোড়া প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থান। রুড়কীতে একটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ আছে। দেরাদুনে সমর শিক্ষা বিদ্যালয় ও ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট আছে।

বোম্বাই

রাজ্যপাল	—	—	শ্রী শ্রীপ্রকাশ।
মুখ্যমন্ত্রী	—	—	শ্রীওয়াই, ভি, চ্যভন।
আয়তন	—	—	১, ৯০, ৯১৯ বর্গমাইল।
লোকসংখ্যা	—	—	৪,৮২,৬৫,২২১ জন।
রাজধানী	—	—	বোম্বাই।
রাজধানীর লোকসংখ্যা	—	—	২৮,৩৯,২৭০ জন।

বিশ্ববিদ্যালয়, সাতটি—বোম্বাই, পুণা, নাগপুর, গুজরাট, বরোদা, এন, ডি, টি বিশ্ববিদ্যালয় ও সর্দ্দার বল্লবভাই বিদ্যাপীঠ।

প্রধান ভাষা — — গুজরাটী ও মারাঠি।

শিক্ষিতের হার — — শতকরা ২১·৬৪ জন।

প্রধান প্রধান শহর —আমেদাবাদ, পুনা, সুরাট বরোদা, কোলাপুর, নাগপুর, জামনগর, রাজকোট, ভবনগর, ।

বিবিধ সংবাদঃ—পুরাতন কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র, হায়দ্রাবাদ ও মধ্য প্রদেশের মারাঠি ভাষাভাষী অঞ্চল এবং পুরাতন বোম্বাই রাজ্যের অধিকাংশ নিয়ে বোম্বাই রাজ্য গঠিত হয়েছে। বর্ত্তমানে বোম্বাই দ্বিভাষী রাজ্য। অধিবাসীদের প্রায় ২৬০ লক্ষ মারাঠি ভাষাভাষী এবং ১৬০ লক্ষ গুজরাটি ভাষাভাষী। ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে আয়তনে এইটি সবচেয়ে বড়। বোম্বাই ও কাণ্ডলা ভারতের দুটি বড় বন্দর। ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমানে জোয়ার ও বজরা উৎপন্ন হয় এখানে। এখানে প্রচুর পরিমানে তুলা, তামাক ও বাদাম জন্মে। রাজ্যের আয়তনের শতকরা ১৬ ভাগ জঙ্গল। বক্সাইট ও ম্যাঙ্গানীজের কয়েকটি খনি আছে। এখানে অনেক কাপড়ের কল ও সিমেণ্ট তৈরির কারখানা আছে। পুণা ইতিহাস প্রসিদ্ধ শহর। পিম্পরীতে একটি পেনিসিলিন তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়েছে। নাসিকে ভারত সরকারের সিকিউরিটী প্রেসে নোট ও ডাক টিকিট ইত্যাদি ছাপা হয়।

আসাম

রাজ্যপাল — সৈয়দ ফজল আলি।

মুখ্যমন্ত্রী — শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা।

আয়তন — ৮৫,০১২ বর্গমাইল।

লোক সংখ্যা — ৯০,৪৩,৭০৭ জন।

রাজধানী — শিলং।

বিশ্ববিদ্যালয়—একটি	—	গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রধান ভাষা	—	অসমিয়া ও বাংলা।
শিক্ষিতের হার	—	শতকরা ১৮·১ জন।

প্রধান প্রধান শহর ঃ—গৌহাটি, ডিব্রুগড়, শিলচর ও নওগাঁ।

বিবিধ সংবাদ ঃ—আয়তনের শতকরা ৪০ ভাগ জংগল। পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টি পাত হয় আসামের মাওসিন্‌রামে। এখানকার জংগল হতে প্রচুর পরিমানে কাঠ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়। ডিগবয় অঞ্চলে অনেকগুলি কেরোসিন ও পেট্রোলিয়ামের খনি আছে। হাতী, গণ্ডার, ও অন্যান্য জন্তু এখানকার বনে বাস করে। আসামের তাঁত ও মৃৎশিল্প উল্লেখযোগ্য। এখানে প্রচুর পরিমানে চা ও অল্প পাট উৎপন্ন হয়। পার্ব্বত্য অধিবাসীর সংখ্যা এখানে বেশী।

কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির বিবরণ

দিল্লী

চীফ্-কমিশনার —	—	শ্রী এ, ডি, পণ্ডিত।
আয়তন —	—	৫৭৮ বর্গ মাইল।
লোক সংখ্যা —	—	১৭,৪৪,০৭২ জন।
রাজধানী —	—	দিল্লী।
রাজধানীর লোক সংখ্যা	—	৯,১৪,৭৯০ জন।
প্রধান ভাষা —	—	হিন্দী, উর্দ্দু, পাঞ্জাবী।
বিশ্ববিদ্যালয়—তুইটি	—	কুরুক্ষেত্র ও দিল্লী।
শিক্ষিতের হার —	—	শতকরা ৩৮·৩৬ জন।

বিবিদ সংবাদঃ—১৯১২ সাল হতে দিল্লী ভারতের রাজধানী। মোগল শাসন কালে দিল্লী প্রসিদ্ধি লাভ করে। দিল্লীর লাল কেল্লা, জুম্মা মসজিদ,

কুতুব মিনার প্রভৃতি ঐতিহাসিক নিদর্শন। দিল্লীর নিকটেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ পাণিপথ। নিউ দিল্লী ভারতের রাজধানী।

পণ্ডিচেরী

চীফ্-কমিশনার	—	—	শ্রী এম্, কে, কৃপালনি।
আয়তন	—	—	১৯৬ বর্গমাইল।।
লোক সংখ্যা	—	—	৩, ৭, ১৬৩ জন।
রাজধানী	—	—	পণ্ডিচেরী।
প্রধান ভাষা	—	—	ফরাসী ও তামিল।

বিবিধ সংবাদ :—১৯৫৪ সালের ১লা নভেম্বরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পণ্ডিচেরী ফরাসীদের দখলে ছিল। তারপর ভারতের সংগে যুক্ত হয়েছে। শ্রী অরবিন্দ এখানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন।

হিমাচল প্রদেশ

লেফটেন্যান্ট গভর্ণর		—	শ্রী বি, বি, সিং ভদ্রী।
আয়তন	—	—	১০৯০৪ বর্গ মাইল।
লোক সংখ্যা	—	—	১১,০৯, ৪৬৬ জন।
রাজধানী	—	—	সিমলা।
প্রধান ভাষা	—	—	হিন্দী ও পাহাড়ী।
শিক্ষিতের হার	—	—	৭.৭১ জন।

বিবিধ সংবাদ :—এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষি জীবী। রাজ্যের আয়তনের শতকরা ৩৭ ভাগ জঙ্গলাকীর্ণ। এখানে বছরে প্রায় সাত লক্ষ পাউণ্ড উল প্রস্তত হয়।

মণিপুর

চীফ্-কমিশনার	শ্রী পি, সি, ম্যাথিউজ।
আয়তন	৮, ৬২৮ বর্গ মাইল।
লোক সংখ্যা	৫,৭৭, ৬৩৫ জন।
রাজধানী	ইম্ফল।
প্রধান ভাষা	মণিপুরী।
শিক্ষিতের হার	শতকরা ১১·৪ জন।

বিবিধসংবাদঃ—মনিপুরের তাঁত শিল্প যথেষ্ট উন্নত ধরণের। মনিপুরী নৃত্য মনিপুরের নিজস্ব কৃষ্টির পরিচায়ক। পোলো খেলার সৃষ্টি হয় সর্ব্ব প্রথম এখানে।

ত্রিপুরা

চীফ্-কমিশনার	শ্রী কে, পি, ভার্গব।
আয়তন	৪, ০৩২ বর্গমাইল।
লোক সংখ্যা	৬,৩৯,০২৯ জন।
রাজধানী	আগরতলা।
শিক্ষিতের হার	শতকরা ১৫·৫ জন।
প্রধান ভাষা	বাংলা ও ত্রিপুরী।

বিবিধ সংবাদঃ—ত্রিপুরা ঐতিহাসিক স্থান। আগরতলায় রাজবাড়ী, দরবার ভবন, উদয়পুর, কৈলাশহর প্রভৃতি দেখবার মত জায়গা। এখানে কোন রেলপথ নাই।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

চীফ্-কমিশনার	শ্রী টি, জি, এন, আয়ার।
আয়তন	৩২১৫ বর্গ মাইল।

লোক সংখ্যা	—	—	৩০, ৯৭১ জন।
রাজধানী	—	—	পোর্ট ব্লেয়ার।
শিক্ষিতের হার	—	—	শতকরা ২৫.৮ জন।

বিবিধ সংবাদ :—নারিকেল গাছ এখানকার প্রধান সম্পদ। আন্দামানের বনভূমি হতে মূল্যবান প্যাডক ও মার্ব্বেল কাঠ পাওয়া যায়। এখানে সরকারের তত্ত্বাবধানে পাকিস্তান হতে আগত বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে।

লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদ্বীপ

এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর	—	—	শ্রী এস, মনি।
আয়তন	—	—	১০ বর্গমাইল।
লোক সংখ্যা	—	—	২১, ০৩৫ জন।
প্রধান ভাষা	—	—	মালয়ালম্।
প্রধান কার্য্যালয়		—	কোজিকোড্।
শিক্ষিতের হার	—	—	১৫.২৩ জন।

বিবিধ সংবাদ :—মোট ১৯টি দ্বীপ নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। এর মধ্যে ১০টি দ্বীপে লোক বাস করে। নারিকেল গাছ এখানকার প্রধান সম্পদ। অধিবাসীদের অধিকাংশই মৎস্য জীবী।

ভারতের নূতন মুদ্রা

১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ভারতে দশমিক মুদ্রা প্রচলিত হয়েছে। এই নতুন ব্যবস্থায় টাকাকে সমান একশ' ভাগে ভাগ করা হয়েছে অর্থাৎ একশ' নয়া পয়সায় এক টাকা হয়েছে। এতদিন আমরা ১ টাকায় ৬৪ পয়সা বা ১৯২ পাই ধরতাম, কিন্তু এই নতুন ব্যবস্থায় আর ঐ পয়সা বা পাই থাকবে না। ৬৪টি পয়সায় বদলে হয়েছে ১০০ নয়া পয়সা। এখন কিছুদিন অবশ্য পুরানো পয়সা নতুন পয়সার সঙ্গে আইন সঙ্গত মুদ্রা বলে চলবে। এজন্যই এই নতুন পয়সার নাম দেওয়া হয়েছে "নয়া পয়সা।"

গভর্ণমেণ্ট আশা করেন যে ১৯৬০ সালের ১লা এপ্রিলের মধ্যে পুরানো পয়সা আর বাজারে থাকবে না। তখন এই নতুন পয়সার নাম পয়সা করা হবে এবং "নয়া" শব্দটি বাদ দেওয়া হবে। নতুন ব্যবস্থায় টাকা, আধুলি ও সিকির বিনিময়ে যথাক্রমে ১০০, ৫০, ২৫ নয়া পয়সা পাওয়া যাবে। বর্ত্তমানে ১০, ৫, ২ ও ১ নয়া পয়সার মুদ্রা বের হয়েছে। এর পরে আস্তে আস্তে ১০০, ৫০ ও ২৫ নয়া পয়সার মুদ্রা বের করা হবে। ১ নয়া পয়সা ব্রোঞ্জের তৈরী আর ২, ৫ ও ১০ নয়া পয়সার মুদ্রা 'কুপ্রো নিকেলের' (শতকরা ৭৫ ভাগ তামা আর বাকী নিকেল) তৈরী। টাকা, আধুলি ও সিকির বদলে যে মুদ্রা প্রচলিত হবে সেগুলি হবে নিকেলের তৈরী।

ভারতের চার জায়গায় টাকসাল আছে—কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদ। কলিকাতার টাকসাল এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরানো। এটি স্থাপিত হয় ১৮২৪ সালে এবং এখানে মুদ্রা তৈরীর

ব্যবস্থা হয় ১৮২৯ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে। পৃথিবীতে মোট ১০৫টি দেশে দশমিক মুদ্রার প্রচলন রয়েছে। দশমিক মুদ্রা প্রবর্ত্তনের সুফল এই যে এতে হিসাব পত্র তাড়াতাড়ি ও সহজে করা যাবে।

দশমিক মুদ্রায় রূপান্তরের জন্য পুরাতন মুদ্রার (টাকা, আনা, পয়সা) পরিমাণ নির্ণয়ের সবচেয়ে সহজ পন্থা—(নঃ পঃ—নয়াপয়সা)

আনা	০ পাই	৩পাই	৬ পাই	৯ পাই
০	....	২ নঃ পঃ	[illegible] নঃ পঃ	৫ নঃ পঃ
১	৬ নঃ পঃ	৮ ,,	৯ ,,	১১ ,,
২	১২ ,,	১৪ ,,	১৬ ,,	১৭ ,,
৩	১৯ ,,	২০ ,,	২২ ,,	২৩ ,,
৪	২৫ ,,	২৭ ,,	২৮ ,,	৩০ ,,
৫	৩১ ,,	৩[illegible] ,,	৩৪ ,,	৩৬ ,,
৬	৩৭ ,,	৩৯ ,,	৪১ ,,	৪২ ,,
৭	৪৪ ,,	৪৫ ,,	৪৭ ,,	৪৮ ,,
৮	৫০ ,,	[illegible]২ ,,	৫৩ ,,	৫৫ ,,
৯	৫৬ ,,	৫৮ ,,	৫৯ ,,	৬১ ,,
১০	৬২ ,,	৬৪ ,,	৬৬ ,,	৬৭ ,,
১১	৬৯ ,,	৭০ ,,	৭২ ,,	৭৩ ,,
১২	৭৫ ,,	৭৭ ,,	৭৮ ,,	৮০ ,,
১৩	৮১ ,,	৮৩ ,,	৮৪ ,,	৮৬ ,,
১৪	৮৭ ,,	৮৯ ,,	৯১ ,,	[illegible]২ ,,
১৫	৯৪ ,,	৯৫ ,,	৯৭ ,,	৯৮ ,,
১৬	১০০ ,,			

ভারতের নূতন পঞ্জিকা

১৯৫৭ সালের ২২শে মার্চ্চ (১লা চৈত্র) থেকে ভারতে নূতন সাল ১৮৭৯ শকাব্দ চালু হয়েছে। এখন থেকে ১লা চৈত্র থেকে ভারতীয় বছর আরম্ভ হবে। কোন্ মাস কতদিনে হবে তার তালিকা নীচে দেওয়া হ'ল ঃ—

চৈত্র — ৩০ দিন *	বৈশাখ — ৩১ দিন	জ্যৈষ্ঠ— ৩১ দিন
আষাঢ়—৩১ ,,	শ্রাবণ — ৩১ ,,	ভাদ্র — ৩১ ,,
আশ্বিন—৩০ ,,	কার্ত্তিক— ৩০ ,,	অগ্রহায়ণ—৩০ ,,
পৌষ —৩০ ,,	মাঘ — ৩০ ,,	ফাল্গুন—৩০ ,,

* অধিবৎসরে (Leapyear) চৈত্র মাস ৩১ দিনে হবে। শকাব্দের সঙ্গে ৭৮ যোগ করে ৪ দিয়ে ভাগ করলে যদি মিলে যায় তবে সে বছর অধিবৎসর বলে পরিগণিত হবে। শকাব্দের সঙ্গে ৭৮ যোগ করে ১০০ দিয়ে ভাগ করলে যদি মিলে যায় তবে সেক্ষেত্রে অধিবৎসর হবে না। এক্ষেত্রে ৪০০ দিয়ে ভাগ করলে যদি ভাগ শেষ না থাকে তবে অধিবৎসর বলে পরিগণিত হবে।

আকাশ বাণী

অল ইণ্ডিয়া রেডিওর নূতন নাম করা হয়েছে আকাশ বাণী। ভারতে মাদ্রাজে সর্ব্বপ্রথম রেডিও ক্লাব স্থাপিত হয় ১৯২৪ সালে।

ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী সর্ব্বপ্রথম বোম্বাইয়ে বেতার কেন্দ্র (Radio Station) খোলে ১৯২৭ সালের ২৩শে জুলাই

তারিখে এবং তারপর কলিকাতায় খোলে ঐ বছরের ২৬শে আগষ্ট তারিখে। এগুলি ছিল তখন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান।

১৯৩০ সালের ১লা এপ্রিল ভারত সরকার এই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নাম করণ করেন **"ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস।"** পরে সরকার এ বিভাগ বন্ধ করে দেন।

১৯৩৬ সালে সরকার আবার বেতার বিভাগ খোলেন এবং এর নাম দেন **অল ইণ্ডিয়া রেডিও।**

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে মাত্র ৬টি বেতার কেন্দ্র ছিল। বর্ত্তমানে ভারতে ২৯টি কেন্দ্র আছে। নিম্নলিখিত স্থানে কেন্দ্রগুলি অবস্থিত ঃ— দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, এলাহাবাদ, জলন্ধর, আজমীর, সিমলা, কলিকাতা, কটক, গৌহাটি, মাদ্রাজ, ত্রিবান্দ্রম, হায়দ্রাবাদ, কোজিকোড, ভূপাল বেজওয়াদা, তিরুচি, বাঙ্গালোর, পুণা, রাঁচী, নাগপুর, আমেদাবাদ, বরোদা, ধারওয়ার, রাজকোট, ইন্দোর, জয়পুর, বোম্বাই, শ্রীনগর ও জম্মু।

রেডিও ব্যবহার করলে লাইসেন্স করাতে হয়। বছরে ১৫৲ টাকা (বাড়ীর ব্যবহারের জন্য) লাইসেন্স ফী লাগে। ডাকঘরে এই টাকা জমা দিয়ে লাইসেন্স করান যায়। দোকানে রেডিও রাখলে লাইসেন্স ফী লাগে বছরে ৫০৲ টাকা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ ইত্যাদি) রেডিও ব্যবহারের জন্য লাইসেন্স করাতে গেলে টাকা কম লাগে।

বিভিন্ন ভাষায় ৭ খানি রেডিও পত্রিকা প্রকাশিত হয়—আকাশবাণী (ইংরাজী), বেতার জগৎ (বাংলা), আওয়াজ (উর্দ্দু), নভোবাণী (গুজরাটি), সডঙ্গ (হিন্দী), বাণী (তেলেগু), বনোলী (তামিল)।

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

"বহুমুখী ও বিরাট এই পরিকল্পনা, কিন্তু তার চেয়েও বিরাট আমাদের স্বদেশ গঠনের এই উচ্চাশা। এইজন্য চাই আমাদের আত্মপ্রত্যয়।"

—শ্রীজওহরলাল নেহরু

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীনে ভারত সরকার দেশ উন্নয়নের একটি কর্ম-পরিকল্পনা করেন। তারপর ১৯৫০ সালে শ্রীনেহরুর সভাপতিত্বে এক পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission) সৃষ্ট হয়। এই কমিশন দেশের বস্তুসম্পদ, জনশক্তি ও মূলধন কিভাবে কাজে লাগান যায়, কোন্ কাজ আগে করতে হবে, সরকারী ও বেসরকারী লোকদের মধ্যে কে কোন্ কাজে হাত দেবে ও তাদের ভিতর যোগাযোগ কিভাবে রক্ষিত হবে এবং সর্বোপরি এর খরচটা কোথা হ'তে আসবে এই সমস্ত বিষয়ে পরিকল্পনা করেন। ১৯৫২ সালে পার্লামেণ্ট এই পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপটি গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের কার্যকাল হ'ল ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস হতে ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত পাঁচ বছর। প্রথম পরিকল্পনায় ২০৬৯ কোটি টাকা খরচ হবে বলে স্থির করা হয়েছিল কিন্তু পরে পরিকল্পনার মধ্যে আরও অনেক কিছু নতুন ভাবে সংযোজিত হওয়ায় পরিকল্পনা বাবত ব্যয় আরও বেড়ে হয় ২৩৫৬ কোটি টাকা।

প্রথম পরিকল্পনা যেখানে শেষ হয়েছিল সেখান থেকেই দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূত্রপাত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকাল হচ্ছে ১৯৫৬ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৬১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৮০০ কোটি টাকা খরচ হবে অনুমিত হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনায় কত কোন্ খাতে খরচ হয়েছে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কত খরচ হবে তার হিসাব :—

	প্রথম পরিকল্পনা	দ্বিতীয় পরিকল্পনা
কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন	৩৫৭ কোটি টাকা	৫৬৮ কোটি টাকা
জলসিঞ্চন ও বিদ্যুৎশক্তি	৬৬১ " "	৯১৩ " "
শিল্প ও খনির কাজ	১৭৯ " "	৮৯০ " "
পরিবহন ও যোগাযোগ	৫৫৭ " "	১৩৮৫ " "
সমাজ সেবা, শিক্ষা গৃহনির্ম্মাণ, পুনর্বাসন	৫৩৩ " "	৯৪৫ " "
বিবিধ	৬৯ " "	৯৯ " "
	২৩৫৬ কোটি টাকা	৪৮০০ কোটি টাকা

প্রথম পরিকল্পনার সাফল্য—জাতীয় আয় ৯১১০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১০,৮০০ কোটি টাকা হয়েছে।

খাদ্য শস্যের উৎপাদন ১১০ লক্ষ টন বেড়েছে, বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে ১৩ লক্ষ কিলোওয়াট, সিমেন্টের উৎপাদন বেড়েছে ১৯ লক্ষ টন। সিন্ধ্রী সার উৎপাদন কারখানা, চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন তৈরির কারখানা, ভারতীয় টেলিফোন শিল্প, পেরাম্বুর রেল গাড়ি তৈরির কারখানা, মেশিন টুল কারখানা ইত্যাদি অনেক শিল্প-সংক্রান্ত কারখানা চালু করা হয়েছে। অনেক বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে।

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের কাজ অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে।

দ্বিতায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

১। জাতীয় আয়ের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি, যাতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার মেয়াদ কালের শেষে জন সাধারণের অবস্থার উন্নতি হয় এবং জীবন ধারণের মান উচ্চতর হয়।

২। শিল্প সমূহের দ্রুত উন্নয়ন। ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, এবং অন্যান্য মূল শিল্প প্রচেষ্টাগুলির সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পল্লী ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রচেষ্টাগুলিকে উৎসাহ দেওয়া হবে।

৩। কর্ম সংস্থানের সুযোগ সুবিধার ব্যাপক প্রসার। প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমভাবে উন্নয়নের দ্বারা এই প্রচেষ্টা সম্ভবপর হবে। নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার ফলে কর্ম সংস্থাপনের সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি হবে, এবং সমাজসেবার ফলে উদ্ভূত লাভ জন সাধারণের সকলেই ভোগ করতে পারবে।

৪। আয় ও সম্পদের অসাম্যের হ্রাস এবং অর্থশক্তির আরো সুসম বণ্টন।

প্রথম পরিকল্পনায় যা হয়েছে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে কি হবে তার তুলনা মূলক হিসাব দেওয়া হ'ল।

	১৯৫৬ সাল পর্যন্ত যা হয়েছে	১৯৬১ সালের মধ্যে যা হবে
১। কৃষি (বার্ষিক উৎপাদন)		
খাদ্য	৬৫ মিলিয়ন টন	৭৫ মিলিয়ন টন
চিনি	৫·৮ " "	৭·১ " "
কার্পাস	৪·২ " গাঁইট	৫·৫ " গাঁইট

	১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত যা হয়েছে	১৯৬১ সালের মধ্যে যা হবে
২। সেচ (অতিরিক্ত একর)	১৬ মিলিয়ন একর	২১ মিলিয়ন একর
৩। জাতীয় সম্প্রসারণ সূচী ও সমাজ উন্নয়ন (মোট ব্লকের সংখ্যা)	১১২২ ব্লক	৪৯২০ ব্লক
	[প্রতি ব্লকে ১০০টি গ্রাম আছে এবং প্রতি ব্লকের জনসংখ্যা ৬০০০০ থেকে ৭০০০০]	
৪। বিদ্যুৎশক্তি (মোট উৎপাদন ক্ষমতা)	৩·৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট	৬·৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট
৫। ইস্পাত (বার্ষিক উৎপাদন)	১·৩ মিলিয়ন টন	৪·৩ মিলিয়ন টন
৬। কয়লা "	৩৮ " "	৬০ " "
৭। সিমেণ্ট "	৪·৬ " "	১৩ " "
৮। রাস্তা (জাতীয় রাজপথ) (মোট মাইল)	১২,৯০০ মাইল	১৩,৮০০ মাইল
৯। জাহাজাদি (উপকূল ও বিদেশগামী)	৬ লাখ GRT	৯ লাখ GRT
১০। হাসপাতাল	১০,০০০	১২,৬০০
১১। বিদ্যালয় (প্রাথমিক ও বুনিয়াদী)	২·৯৩ লাখ	৩·৫০ লাখ
১২। রেলপথ (যাত্রীবাহী ট্রেন)—		
(ক) মোট মাইলের সংখ্যা	১০৮ মিলিয়ন	১২৪ মিলিয়ন
(খ) (বহন করা মাল ইত্যাদি) (মোট ওজন)	১২০ মিলিয়ন টন	১৮১ মিলিয়ন টন

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়

এই পরিকল্পনার সময়কালে রুড়কেলা, ভিলাই ও দুর্গাপুরে তিনটি নতুন ইস্পাতের কারখানা স্থাপন করা হবে এবং তিনটি নতুন সার উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হবে নাংগল, রুড়কেলা ও নিভেলিতে। লোহা, ম্যাংগানিজ, জিপসাম, তেল ইত্যাদি খনিজ দ্রব্যগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পগুলিকে উৎসাহ দেওয়া হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণ করা হবে। এই খাতে যে টাকা ব্যয় হবে তার শতকরা ২৯ ভাগ যাবে পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য, রেলপথ প্রসারের জন্য যাবে ৯০০ কোটি টাকা, নতুন পথঘাট, আরো যানবাহন ও ভ্রমণকারীদের উৎসাহ দেবার জন্য যাবে ২৭১ কোটি টাকা। জাহাজাদির উন্নয়ন ও বিস্তারের জন্য, বেসামরিক বিমান বাহিনীর জন্য এবং যোগাযোগ ও বেতার ব্যবস্থার জন্য ব্যয়িত হবে যথাক্রমে ৪৮ কোটি টাকা, ৪৩ কোটি টাকা এবং ৭৬ কোটি টাকা।

কৃষিজাত বস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং সেই সঙ্গে মৎস্য চাষ, পশুপালন এবং অরণ্যাদিরও উন্নয়ন করা হবে।

অনেক মাঝারি আকারের নদী উপত্যকা প্রচেষ্টাকে এই পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলির সঙ্গে সঙ্গে আগের পরিকল্পনায় যে কাজ আরম্ভ হয়েছে সেগুলিও চলতে থাকবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মেয়াদকালে ২১০ লক্ষ একর বেশী জমি জলসিঞ্চিত করা হবে বলে আশা করা যায়।

এই পরিকল্পনায় বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে।

কর্ম সংস্থান সমস্যার সমাধান করবার জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হবে। কৃষির আওতার বাইরে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রায় ৮০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে।

জাতীয় সম্প্রসারণ ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলে পল্লী অঞ্চলের জীবন ধারণের মান উন্নত হবে।

ডাক্তার, ধাত্রী ও স্বাস্থ্য সহকারীদের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে। হাসপাতালগুলির শয্যার সংখ্যাও বেশ বাড়বে বলে আশা করা যায়।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা অনেক বাড়বে এ কথা পরিকল্পনা কমিশন বলেছেন। পরিকল্পনায় ৫৩,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৩৫০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হবে বলা হয়েছে।

এই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে ভারতের প্রতিটি জন সাধারণের সহযোগিতা কামনা করে পরিকল্পনা কমিশন বলেছেন—

"আমাদের দেশের এবং জনগণের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রাণবন্ত গতিশীল ধারায় **পরিকল্পনা** একটি সোপান মাত্র। নতুন ভারত গড়ে তুলবার এই মহান কাজে ভারতের প্রতিটি নাগরিকের সহযোগিতা এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।"

ভারতের বহুমুখী নদী পরিকল্পনা

বহুমুখী পরিকল্পনা বলতে কি বুঝায়—

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টেনিসি নদী হতে জনসাধারণ নানাভাবে উপকৃত হচ্ছে। টেনিসি ভ্যালি পরিকল্পনায় (T. V. A.)

অনুকরণে ভারতের নদীগুলির নানাভাবে উন্নতি সাধন করা হ'চ্ছে। অনেকগুলি পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয়েছে। এই পরিকল্পনার ফলে জলসেচ, বিদ্যুৎশক্তি, জলপথ, মৎসচাষ প্রভৃতি বহুপ্রকার সুবিধা পাওয়া যায় বলে এই নদী পরিকল্পনাগুলিকে বহুমুখী বা বহু উদ্দেশ্য মূলক পরিকল্পনা বলা হয়।

বহুমুখী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

(১) যে সমস্ত নদী বর্ষায় বন্যা সৃষ্টি করে, কিন্তু শীতের শেষে শুকিয়ে যায়; সেই নদীগুলিতে সারা বছর জল প্রবাহ বজায় রেখে নৌবাহন ব্যবস্থার উন্নতি করা।

(২) বন্যা নিয়ন্ত্রণ।

(৩) খাল কেটে জমিতে জলসেচনের সুব্যবস্থা করা।

(৪) জল বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে নূতন নূতন শিল্প গড়ে তোলা।

(৫) বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছের চাষ করা।

প্রধান প্রধান পরিকল্পনাগুলির বিবরণ

(ক) **দামোদর পরিকল্পনা**—বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমি হ'তে উৎপন্ন হ'য়ে দামোদর নদ হুগলী নদীর মোহনায় এসে মিলেছে। দামোদরের প্রধান উপনদী বরাকরের উপর তিলাইয়া বাঁধের কাজ শেষ হয়েছে। এর ফলে দামোদরের বন্যা কিছু অংশে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এখানে ৬০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হ'চ্ছে এবং এই বিদ্যুৎ কোডারমা ও গয়ায় অবস্থিত অভ্রখনিগুলিতে ব্যবহৃত হ'চ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমান্তে বরাকরের উপর **মাইথন** বাঁধ তৈরী

হয়েছে। এই বাঁধের ফলে দামোদরের বন্যা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাচ্ছে এবং এখানে ৬০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হ'বে। মাইথনের নিকটেই **পাঞ্চেত** বাঁধ-নির্ম্মিত হ'চ্ছে। এই বাঁধের সাহায্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। দামোদরের অপর দুটি উপনদী **বোকারো ও কোনারের** উপর বাঁধ নির্ম্মিত হ'য়েছে। বোকারোতে একটি বিদ্যুৎ উৎপাদক কেন্দ্র খোলা হয়েছে। খারাপ ও গুঁড়া কয়লা হতে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রায় দেড় লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। বোকারো বিদ্যুৎকেন্দ্রকে ঠাণ্ডা রাখবার জন্য এখানে একটি জলাধার নির্ম্মিত হয়েছে। দুর্গাপুরে দামোদর নদের উপর একটি বিশাল সেচ বাঁধ তৈরী করা হয়েছে। এই বাঁধের মধ্যে যে জল জমছে তা বণ্টন করবার জন্য খাল কাটা হ'চ্ছে। এই খালগুলির দ্বারা বাহিত জলে প্রায় ১০ লক্ষ একর জমিতে জল সেচ হবে। এই খালগুলির একটি দিয়ে জলপথে কলিকাতায় কয়লা পাঠানোর সুব্যবস্থা হবে।

(খ) **হীরাকুদ পরিকল্পনা**—উড়িষ্যার বৃহত্তম নদী মহানদীর উপর ভারতের দীর্ঘতম বাঁধ—হীরাকুদ বাঁধ নির্ম্মান কার্য শেষ হয়েছে। এই বাঁধের জলের সাহায্যে এখন কয়েক লক্ষ একর জমিতে জল সেচ করা হচ্ছে, তবে পরিকল্পনা সম্পুর্ণ হলে মোট ১০ লক্ষ একর জমিতে জল সেচ করা যাবে। একটি জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কাজও শেষ হয়েছে। **রৌরকেল্লার** ইস্পাত কারখানায় এখান হতেই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।

(গ) **ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা**—ময়ূরাক্ষী নদীর উপর বিহারের মাসাঞ্জোরে **কানাডা** বাঁধ এবং সিউড়ীর নিকটে **তিলপাড়া** বাঁধ

নির্ম্মিত হয়েছে। এখান হতে প্রায় ৬ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। **মাসাঞ্জোরে** একটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্ম্মিত হয়েছে এবং এখান হতে ৪০০ কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যাচ্ছে।

(ঘ) ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা—ভাকরা বাঁধের কাজ এখন দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এই বাঁধটি ৬৮০ ফুট উঁচু এবং ১৭০০ ফুট লম্বা। এই বাঁধ হতে প্রায় ১০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হবে। নাঙ্গাল বাঁধের নির্ম্মান কার্য শেষ হয়েছে। খালের সাহায্যে রাজস্থান এবং পাঞ্জাবে জলসেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গাঙ্গুয়াল ও কোটলা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে বর্ত্তমানে প্রায় ১০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে।

(ঙ) কুশী পরিকল্পনা—নেপালের ছাত্রা পারিখায় বাঁধ নির্ম্মান কার্য্য আরম্ভ হয়েছে। এই পরিকল্পনা শেষ হলে ৩০ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে এবং ৩০ লক্ষ একর জমিতে জল সেচ করা যাবে। নেপাল—বিহার সীমান্তে একটি অনুচ্চ সেচ বাঁধ নির্ম্মিত হয়েছে।

অন্যান্য পরিকল্পনা—

পশ্চিমবঙ্গে তিস্তা, কংশাবতী ও জলঢাকা, অন্ধ্রে তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা, মধ্যপ্রদেশে নর্ম্মদা এবং বঙ্গ-বিহার সীমান্তে গঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনার প্রাথমিক জরীপ কার্য শেষ হয়েছে। শোন নদের উপনদী রিহানন্দ নদীতে এবং চম্বল নদীতে বাঁধ নির্ম্মান কার্য আরম্ভ হয়েছে। বোম্বাইয়ে কোয়ালী পরিকল্পনার কাজ ও আরম্ভ হয়েছে। বোম্বাইয়ের তাপ্তি নদীর কাজ শেষ হয়ে গেছে।

ভারতের প্রধান প্রধান খনিজ দ্রব্য ও তাদের প্রাপ্তিস্থান

কয়লা—রাণীগঞ্জ, আসানসোল, বরাকর (পশ্চিমবঙ্গ); ঝরিয়া, বোকারো, করণপুরা, গিরিডি (বিহার); ওয়ারোয়া (মধ্যপ্রদেশ); লখিমপুর, মাকুম (আসাম) ; তালচর (উড়িষ্যা); বিকানীর (রাজস্থান)। ভারতের শতকরা ৯০ ভাগ কয়লা বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের খনিগুলি থেকে পাওয়া যায়। সবচেয়ে ভাল কয়লা পাওয়া যায় ঝরিয়া অঞ্চলে। ভারতে প্রায় ১০০০টি কয়লার খনি আছে।

লোহা—সিংভূম, কহ্লান (বিহার); কেওঞ্চর, বোনাই, ময়ূরভঞ্জ (উড়িষ্যা) ; বাস্তার, সালেম, (মাদ্রাজ) ও মহীশূর।

ম্যাঙ্গানিজ—সিংভূম (বিহার) ; বালাঘাট, ভাণ্ডারা, বিশাখাপত্তনম (অন্ধ্র) ; সুন্দুর, বেলারী ; চিতলদ্রুগ, শিমোগা (মহীশূর); পাঁচমহল, উত্তর কানাড়া (বোম্বাই) ; কেওঞ্চর (উড়িষ্যা) ; পৃথিবীর $\frac{1}{3}$ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায় ভারতে।

অভ্র—হাজারিবাগ, গয়া (বিহার); আজমীর (রাজস্থান); নেলোর (অন্ধ্র)। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী অভ্র পাওয়া যায় ভারতে।

সোনা—কোলার (মহীশূর)।

তামা—সিংভূম (বিহার), জয়পুর (রাজস্থান); কুর্নুল, গুন্টুর, নেলোর (অন্ধ্র), মহীশূর।

পেট্রোলিয়াম—ডিগবয়, নহোরকাটিয়া (আসাম)।

লবণ—রাজস্থান, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা। রাজস্থানের সম্বর হ্রদ হ'তে বছরে প্রায় ৪০ হাজার টন লবণ পাওয়া যায়।

বক্সাইট—রঁাচী, লোহারডাগা, পালামৌ (বিহার); বেলগাঁও (বোম্বাই); জববলপুর, বিলাসপুর (মধ্যপ্রদেশ); সম্বলপুর (উড়িষ্যা)।

সীসা—জওয়ার, বানজাভী (রাজস্থান)।

ক্রোমাইট—সিংভূম, ভাগলপুর (বিহার); কেওঞ্ঝর (উড়িষ্যা), শিমোগা (মহীশূর), হাসান রত্নগিরি (বোম্বাই) ও সালেম (মাদ্রাজ)।

রূপা—কোলার (মহীশূর)।

দস্তা—জওয়ার (রাজস্থান)।

জিপসাম—জামসার, বিকানীর, যোধপুর (রাজস্থান); ত্রিচিনোপল্লী।

গ্রাফাইট—আজমীর (রাজস্থান), মহীশূর, অন্ধ্র, হায়দ্রাবাদ, বোম্বাই ও মাদ্রাজ।

ভারতের প্রধান প্রধান শিল্প

কার্পাস—ভারতের বৃহত্তম শিল্প। ভারতে প্রায় ৪০০টি কাপড়ের কল আছে এবং এগুলি থেকে বছরে প্রায় ১০০ কোটি টাকার কাপড় তৈরী হয়। বোম্বাই ও আমেদাবাদে কাপড়ের কলের সংখ্যা সর্বাধিক।

পাট—ভারতে পাটশিল্পের কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ। ভারতে অবস্থিত ১১২টি পাট কলের মধ্যে দু একটি ছাড়া সবগুলিই কলিকাতার আশে পাশে অবস্থিত।

পশম ও রেশম—কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজস্থান. মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই ও বাঙ্গালোরে কম্বল, কার্পেট ও আলোয়ান তৈরী হয়। ধারিওয়াল, লুধিয়ানা, লক্ষ্মৌ, কানপুর, বাঙ্গালোর প্রভৃতি অঞ্চলে পশমী থান বোনার কারখানা আছে।

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, কাশ্মীর, মহীশূর, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি জায়গায় রেশমের চাষ হয়। বোম্বাইয়ের কল্যাণে, হায়দ্রাবাদে এবং কেরলে রেয়নপুরে রেশম কাপড়ের কারখানা আছে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প—ভারতের সবচেয়ে বড় লোহার কারখানা বিহারের জামসেদপুরে অবস্থিত "টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টিল ওয়ার্কস"। ১৯০৮ সালে স্থাপিত এই কারখানার সুবর্ণ জয়ন্তী (৫০ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে) উৎসব গত মার্চ্চ (১৯৫৮) মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এই কারখানা ছাড়া ভারতে আরও তিনটি বড় কারখানা আছে।

সেগুলি হচ্ছে **বার্ণপুর** এবং **কুলটিতে** "ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল ওয়ার্কস" এবং মহীশূরের ভদ্রাবতীতে "মহীশূর আয়রণ এণ্ড স্টীল ওয়ার্কস।"

সম্প্রতি ভারত সরকারের উদ্যোগে **দুর্গাপুরে** (পশ্চিম বঙ্গ); **ভিলাইতে** (মধ্যপ্রদেশ) এবং **রৌরকেল্লায়** (উড়িষ্যা) তিনটি ইস্পাত নির্মাণ কারখানার কাজ চলছে।

মোটর—কলিকাতার নিকটে 'হিন্দ্ মোটরস' মোটর গাড়ী নির্ম্মিত হচ্ছে। জামসেদপুরে 'টাটা মার্সেডিজ বেনজে'র কারখানায় ট্রাক তৈরী হচ্ছে।

সিমেণ্ট--বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ ও সৌরাষ্ট্রে সিমেণ্ট কারখানা আছে।

চিনি -পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী চিনি উৎপন্ন হয় ভারতে। পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজে মোট ১৫৭টি চিনির কল আছে। ভারতে উৎপন্ন চিনির শতকরা ৮০ ভাগ আসে বিহার ও উত্তরপ্রদেশ হতে।

কাগজ—উইলিয়াম কেরী নামে একজন মিশনারী ভারতে প্রথম কাগজের কল স্থাপন করেন। পশ্চিমবঙ্গ (টিটাগড়, নৈহাটি, রাণীগঞ্জ) বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মহীশূর ও হায়দ্রাবাদে মোট ৩৬টি কাগজের কল আছে। মধ্যপ্রদেশের নেপানগরে নিউজ প্রিণ্ট তৈরীর কারখানা আছে।

তামা—বিহারের ঘাটশিলার কাছে মৌভাণ্ডারে তামার কারখানা আছে।

এ্যালুমিনিয়াম—মুরি, কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে (আসানসোলের নিকটে জে, কে, নগরে এবং হাওড়ায়) এ্যালুমিনিয়াম কারখানা আছে।

কাঁচ—পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও অন্যান্য স্থানে মোট ২০০টির বেশী কাঁচের কারখানা আছে। পশ্চিমবঙ্গে কাঁচের কারখানার সংখ্যা সবচেয়ে বেশী (৩৪টি)।

দিয়াশলাই—কলিকাতা, বোম্বাই, ধূবড়ি ও মাদ্রাজে মোট ৩৪টি দিয়াশলাইর কারখানা আছে। ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ কোং (উইমকো—Wimco) পরিচালিত কারখানার সংখ্যাই বেশী।

চা—পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মহীশূর, মাদ্রাজ ও কেরলে চা বাগান আছে। ভারতে উৎপন্ন চায়ের শতকরা ৭০ ভাগ আসে আসাম থেকে। ভারতে প্রায় ৬৫০০টি চা বাগান আছে।

কফি—মহীশূর, মাদ্রাজ ও কেরলে কফি জন্মে। ভারতে উৎপন্ন কফির শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ আসে মহীশূর থেকে।

তামাক—অন্ধ্র, বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে তামাক উৎপন্ন হয়।

বাইসাইকেল নির্ম্মাণ—মাদ্রাজ, পাঞ্জাব এবং পশ্চিমবঙ্গে (আসানসোলের নিকটে কন্যাপুরে 'সেন র‍্যালে' কারখানা এবং কলিকাতায় 'ইণ্ডিয়া সাইকেল কারখানা') সাইকেল কারখানা আছে।

সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান স্টীল—ভারত সরকারের উদ্যোগে তিনটি ইস্পাত কারখানা নির্ম্মাণের কাজ চলছে উড়িষ্যার রৌরকেল্লায়, মধ্যপ্রদেশের ভিলাইতে এবং পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে। রৌরকেল্লার কারখানা নির্ম্মাণে ভারত সরকারকে সহায়তা করছেন দুটি জার্ম্মানী শিল্প প্রতিষ্ঠান, ভিলাই কারখানায় রাশিয়ার একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং দুর্গাপুরে একটি ব্রিটিশ ফার্ম।

হিন্দুস্থান শিপ ইয়ার্ড—বিশাখাপত্তনমে অবস্থিত এই জাহাজ কারখানাটি আগে ছিল 'সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর' অধীনে। ভারত সরকার এর কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেছেন। এখানে জাহাজ তৈরী হচ্ছে।

হিন্দুস্থান এয়ার ক্রাফট—বাঙ্গালোরে অবস্থিত এই কারখানায় এরোপ্লেন এবং রেলগাড়ীর কামরা নির্ম্মিত হচ্ছে।

হিন্দুস্থান কেবলস—চিত্তরঞ্জনের পাশে অবস্থিত এই কারখানায় কেবল্ তৈরী হয়।

হিন্দুস্থান মেসিন টুলস্ কারখানা—বাঙ্গালোরের নিকটে জলাওলিতে এই কারখানা অবস্থিত। এখানে নানা রকম যন্ত্রপাতি তৈরী হয়।

মেসিন্ টুল্স প্রোটোটাইপ ফ্যাক্টরী—বোম্বাইয়ের নিকটে অম্বরনাথে এই কারখানা অবস্থিত।

ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইণ্ডাষ্ট্রীজ—বাঙ্গালোরের নিকটে দুরবানী নগরে অবস্থিত এই কারখানায় টেলিফোন তৈরী হয়।

ইন্টিগ্র্যাল কোচ ফ্যাক্টরী—মাদ্রাজের পেরাম্বুরে অবস্থিত এই কারখানায় রেলওয়ে কামরা (coach) তৈরী হয়।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস—বর্দ্ধমানের চিত্তরঞ্জনে অবস্থিত এই কারখানায় রেলওয়ে ইঞ্জিন নির্ম্মিত হয়।

ন্যাশন্যাল ইনষ্ট্রুমেণ্ট ফ্যাক্টরী—কলিকাতায় অবস্থিত। যাদবপুরে নতুন কারখানা নির্ম্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এখানে নানারকম যন্ত্রপাতি তৈরী হয়।

সিন্দ্রী ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী—বিহারে ধানবাদের নিকট অবস্থিত এটি এশিয়ার বৃহত্তম সার কারখানা।

নাঙ্গাল ফার্টিলাইজার প্রোজেক্ট—মাদ্রাজের নেইভেলিতে এই কারখানা নির্ম্মাণের কাজ চলছে।

হিন্দুস্থান য়্যান্টিবায়োটিক্স—বোম্বাইয়ের পুণার নিকটে পিম্পরীতে অবস্থিত এই কারখানায় পেনিসিলিন তৈরী হচ্ছে। এখানে স্ট্রেপটোমাইসিন প্রস্তুত করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

হিন্দুস্থান ইনসেক্টিসাইডস—এর তত্ত্বাবধানে একটি ডি, ডি, টি কারখানা নির্ম্মিত হয়েছে নয়া দিল্লীতে। কেরলের আলওয়েতে আর একটি ডি, ডি, টি কারখানা তৈরী হচ্ছে।

হেভি ইলেকট্রিক্যালস্—ভূপালে বড় বড় যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের এই কারখানা স্থাপিত হবে।

নিউজ প্রিণ্ট ফ্যাক্টরী—মধ্য প্রদেশের নেপানগরে অবস্থিত এই কারখানা ভারতের একমাত্র নিউজ প্রিণ্ট কারখানা।

নূতন মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

১৯৫৭ সাল থেকে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় নামে নূতন এক ধরণের বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে এতদিন যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল (এখনও অনেক দশম শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে) তাতে শিক্ষার্থীদের দশমশ্রেণীর পর স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে হতো। এবং ঐ পরীক্ষায় পাস করে ছাত্ররা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী কলেজে ভর্ত্তি হতো এবং তারপর দু বছর পরে ইন্টার-মিডিয়েট (বিজ্ঞানে বা সাহিত্যে) পরীক্ষা দিতো। ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি পড়তে গেলে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে যেতে হতো, আর যারা গ্রাজুয়েট হতে চাইতো তারা ইন্টারমিডিয়েটের পর দু বছর ডিগ্রী কলেজে পড়ে ডিগ্রী পরীক্ষা দিতো।

এই নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী (আস্তে আস্তে দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলি একাদশ শ্রেণীভূক্ত হয়ে যাবে এবং দশম শ্রেণীর বিদ্যালয় আর থাকবে না) অষ্টম শ্রেণীর পড়া শেষ করে ছাত্ররা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন বিভাগে যেতে পারবে এবং তিন বছর পড়ার পর পরীক্ষা দিয়ে ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি পড়তে পারবে। অথবা তিন বছর কলেজে পড়ে গ্রাজুয়েট হতে পারবে। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে যে সব বিভিন্ন বিভাগ খোলা হয়েছে তাদের নাম ঃ—

(১) হিউম্যানিটীস, (২) সায়েন্স, (৩) টেকনিক্যাল, (৪) কমার্স, (৫) ফাইন আর্টস্, (৬) হোম সায়েন্স, (৭) এগ্রিকালচার

ছাত্ররা নিজেদের পছন্দ এবং রুচি অনুযায়ী যে কোন একটি

বিভাগে যেতে পারবে। প্রত্যেক বিভাগে আবার অনেকগুলি বিষয় আছে তার মধ্যে যে কোন তিনটি অবশ্য পাঠ্য। [যে সব বিদ্যালয়ে একাধিক বিভাগ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে সেগুলির নাম সর্ব্বার্থ-সাধক বিদ্যালয়, Multipurpose School]

এই বিশেষ বিভাগ ছাড়া ছাত্রদের আরও যে সব বিষয় পড়তে হবে তাদের নাম।

(ক) ইংরাজী। (খ) বাংলা। (গ) হিন্দী। (ঘ) সামাজিক শিক্ষা (Social Studies)। (ঙ) প্রাথমিক গণিত ও বিজ্ঞান। (চ) হাতের কাজ (Crafts)

বর্ত্তমান নিয়মানুযায়ী নবম শ্রেণীর শেষে হাতের কাজ ও হিন্দী পরীক্ষা নেওয়া হবে এবং তারপর এগুলি আর পড়তে হবে না। আর দশম শ্রেণীর শেষে Social Studies ও Elementary Mathematics and General Science পরীক্ষা নেওয়া হবে এবং তারপর এগুলিও আর পড়তে হবে না। একাদশ শ্রেণীর পর ছাত্রদের বোর্ডের পরিচালিত পরীক্ষা দিতে হবে, ইংরাজী, বাংলা এবং পছন্দ মত বিশেষ বিভাগটির।

প্রত্যেক বিষয়ের নম্বর নিম্নরূপ থাকবে।

ইংরাজী—২০০ বাংলা—২০০

বিশেষ বিভাগের :—তিনটি বিষয়—৩ × ২০০ = ৬০০

মোট এক হাজার নম্বরের পরীক্ষা নেওয়া হবে। কোন কোন বিষয়ে যেমন পদার্থ বিদ্যা, (Physics), রসায়ন শাস্ত্র (Chemistry), প্রাণী বিদ্যা (Biology) প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রদের হাতে কলমেও (Practical) পরীক্ষা দিতে হবে।

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়

প্রায় একশ বছর আগে ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষের কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। ১৯৫৭ সালে এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় শত বার্ষিকী উৎসব পালন করে।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষে এছাড়া আরও অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সবমিলিয়ে এদের সংখ্যা হ'ল ৩৪।

নীচে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নাম, কোথায় অবস্থিত এবং কোন সালে স্থাপিত তার তালিকা দেওয়া গেল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	কখন স্থাপিত	কোথায় স্থাপিত
কলিকাতা	১৮৫৭	কলিকাতা
বিশ্বভারতী	১৯৫১	শান্তিনিকেতন
যাদবপুর	১৯৫৫	যাদবপুর (কলিকাতা)
গৌহাটী	১৯৪৮	গৌহাটী
পাটনা	১৯১৭	পাটনা
বিহার	১৯৫২	পাটনা
উৎকল	১৯৪৩	কটক
এলাহাবাদ	১৮৮৭	এলাহাবাদ
বেনারস হিন্দু	১৯১৬	বারাণসী
আলিগড়	১৯২১	আলিগড়
লক্ষ্ণৌ	১৯২১	লক্ষ্ণৌ
রুড়কী	১৯৪৮	রুড়কী
আগ্রা	১৯২৭	আগ্রা

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	কখন স্থাপিত	কোথায় স্থাপিত
দিল্লী	১৯২২	দিল্লী
নাগপুর	১৯২৩	নাগপুর
পুণা	১৯৪৮	পুণা
বরোদা	১৯৪৯	বরোদা
এস. এন. ডি. টি উইমেন্স	১৯৫১	বোম্বাই
কুরুক্ষেত্র	১৯৫৬	কুরুক্ষেত্র
সর্দ্দার বল্লভভাই বিদ্যাপীঠ	১৯৫৫	বল্লভনগর আনন্দ
গুজরাট	১৯৫০	আমেদাবাদ
অন্ধ্র	১৯২৬	ওয়ালটেয়ার
ওসমানিয়া	১৯১৮	হায়দ্রাবাদ
শ্রীভেঙ্কটেশ্বর	১৯৫৪	তিরুপতি
সওগর	১৯৪৬	সওগর
মাদ্রাজ	১৮৫৭	মাদ্রাজ
আন্নামালাই	১৯২৯	আন্নামালাই নগর
ত্রিবাঙ্কুর	১৯৩৭	ত্রিবান্দ্রম্
মহীশূর	১৯১৬	মহীশূর
পাঞ্জাব	১৯৪৭	সোলান-সিমলা পাহাড়
রাজপুতনা	১৯৪৭	জয়পুর
জম্মু ও কাশ্মীর	১৯৪৮	শ্রীনগর
কর্ণাটক	১৯৫০	ধারওয়ার
বোম্বাই	১৮৫৭	বোম্বাই

ভারতের সংবাদপত্র

ভারতের সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্রের নাম—বেঙ্গল গেজেট।

এটি প্রকাশ করেছিলেন—জেমস্ আগষ্টাস্ হিকে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে জুন শ্রীরামপুরে।

ভারতে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদ পত্রগুলির মোট সংখ্যা—৪৪৫ সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র—টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া।

বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত কতকগুলিপত্রিকার নাম দেওয়া হলো।

ইংরাজী সংবাদপত্র—ষ্টেটস্‌ম্যান (কলিকাতা ও দিল্লী); হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড (কলিকাতা ও দিল্লী); অমৃত বাজার পত্রিকা (কলিকাতা ও এলাহাবাদ); সার্চ লাইট (পাটনা); আসাম ট্রিবিউন (গৌহাটি); টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া (বোম্বাই ও দিল্লী); ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস (বোম্বাই ও মাদ্রাজ); বোম্বে ক্রনিকল (বোম্বাই); হিন্দু (মাদ্রাজ), দি মেইল (মাদ্রাজ); হিন্দুস্থান টাইমস্ (দিল্লী); লীডার (এলাহাবাদ)।

বাংলা সংবাদ পত্র—আনন্দ বাজার পত্রিকা ; যুগান্তর ; বসুমতী ; লোকসেবক ; জনসেবক ; স্বাধীনতা (কলিকাতা)।

হিন্দী সংবাদপত্র—বিশ্বামিত্র (কলিকাতা, পাটনা, বোম্বাই, দিল্লী ও কানপুর); সন্মার্গ ; লোকমান্য (কলিকাতা) ; নবভারত টাইমস্ (বোম্বাই ও দিল্লী) ; হিন্দুস্থান (দিল্লী) ; অমৃত পত্রিকা (এলাহাবাদ)।

অসমীয়া সংবাদপত্র—নতুন অসমীয়া (গৌহাটি) ; দৈনিক শান্তিদূত (পাণ্ডু)।

উর্দ্দু—সাথী (পাটনা) রোজানা হিন্দ্ (কলিকাতা) ; ডেইলী প্রতাপ ও ডেইলা মিলাপ (দিল্লী ও জলন্ধর)।

ওড়িয়া—মাতৃভূমি, সমাজ, প্রজাতন্ত্র (কটক)।

গুজরাটি—বোম্বাই সমাচার, জন্মভূমি (বোম্বাই)

মারাঠি— লোকমাণ্য, জন্মভূমি, নবশক্তি (বোম্বাই)।

তামিল—স্বদেশমিত্র. নবইণ্ডিয়ান্ ডেইলীথাঁথি (মাদ্রাজ)।

তেলেগু—জন্মভূমি, অন্ধ্রপ্রভা, অন্ধ্র পত্রিকা (মাদ্রাজ)।

খেলাধূলার পত্রিকা—স্পোর্টস এ্যাণ্ড পাস্টাইম (মাদ্রাজ)।

চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা—সাইন, এ্যাড্ভান্স, রূপমঞ্চ ও উল্টোরথ (কলিকাতা)। ফিল্মফেয়ার, ফিল্মইণ্ডিয়া, স্ক্রীন (বোম্বাই)।

ছেলেমেয়েদের পত্রিকা—শিশুসাথী, মৌচাক, শুকতারা, আগামী, (মাসিক) ; রবিবার (সাপ্তাহিক) ; শংকরস উইকলী।

পশ্চিমবঙ্গের প্রসিদ্ধ সাময়িকপত্রিকাগুলির নাম

দেশ (সাপ্তাহিক)	সচিত্রভারত (সাপ্তাহিক)
বসুমতী (মাসিক)	ভারতবর্ষ (মাসিক)
শনিবারের চিঠি „	প্রবাসী „
মডার্ণ রিভিউ „	মহিলা „

ভারতে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির সংখ্যা

দৈনিক—৪৪৫ খানি	সাপ্তাহিক—১৭৩২ খানি
পাক্ষিক—৫১৩ „	মাসিক—২১০৫ „

কোন্ ভাষায় কত পত্রিকা প্রকাশিত হয়

হিন্দী—১১২৩ খানি	ইংরাজী—৯০৪ খানি
উর্দ্দু—৬৪৫ „	বাংলা—৫৭৯ „

সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান

(বিদেশের)

রয়টার (Reuters)

এ্যাশোসিয়েটেড প্রেস অফ্ আমেরিকা (Associated press of America)

টাস্ নিউজ এজেন্সী (Tass news Agency)

সেণ্ট্রাল নিউজ এজেন্সী (Central news Agency)

এজেন্সী ফ্রাঁসে প্রেসী (Agencie France Presee)

(ভারতের)

এ্যাশোসিয়েটেড প্রেস্ অফ ইণ্ডিয়া—Associated Press of India. (A. P. I.)

প্রেস ট্রাষ্ট অফ ইণ্ডিয়া—Press Trust of India (P. T. I)

ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া—United Press of India (U. P. I.)

নীয়ার এণ্ড ফার ইষ্ট নিউজ—Near and Far East news. (N. A. F. E. N.)

হিন্দুস্থান সমাচার লিঃ—Hindusthan Samachar (L. T. D)

ফ্রি প্রেস্ অফ ইণ্ডিয়া—Free Press of India. (F. P. I.)

ভারতের রেলপথ

ভারতের রেলপথগুলি প্রথমে বিভিন্ন কোম্পানীর পরিচালনাধীন ছিল এবং তখন এদের নাম ছিল বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে (B. N. R.) ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (E. I. R.) ইত্যাদি। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার রেলওয়ের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন অসুবিধা দূর করার জন্য ভারতের রেলপথ সমূহকে আটটি অঞ্চলে বিভক্ত করেন।

(১) ইষ্টার্ণ রেলওয়ে বা পূর্ব্ব রেলপথ (E. R.)—এই রেলপথের প্রধান কার্যালয় কলিকাতাতে (ফেরারলি প্লেস) অবস্থিত। ভারতের পূর্ব্ব অংশের রেলপথসমূহ এই বিভাগের অন্তর্গত বলে এর নাম পূর্ব্ব অঞ্চলের রেলপথ। এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ২,৩২১ মাইল। হাওড়া, পাটনা, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, ধানবাদ, গয়া প্রভৃতি এই রেলপথের প্রধান ষ্টেশন।

জামালপুর, লিলুয়া ও কাঁচড়াপাড়াতে এই রেলপথের কারখানাগুলি অবস্থিত। দুর্গাপুর রাণীগঞ্জ, আসানসোল, কুলটি, বার্ণপুর, সিন্দ্রী প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলগুলি এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

(২) সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে বা দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলপথ (S. E. R.) এই রেলপথের প্রধান কার্যালয় কলিকাতাতে (খিদিরপুরের, গার্ডেনরীচে) অবস্থিত। ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশের রেলপথসমূহ এই অঞ্চলের অন্তর্গত বলে এর নাম দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলের রেলপথ। এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ৩৩৯৯ মাইল। জামসেদপুর (টাটানগর), খড়গপুর, বিশাখাপত্তনম্, পুরী, নাগপুর, ওয়ালটেয়ার প্রভৃতি এই

অঞ্চলের প্রধান রেলওয়ে ষ্টেশন। খড়গপুরে এই রেলপথের কারখানা অবস্থিত। কলিকাতা ও বিশাখাপত্তনম্ এই দুটি বন্দর এই রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত। সম্বলপুরে হীরাকুদ বাঁধ, রুড়কেলা এবং ভিলাই-এর ইস্পাত কারখানা, বিশাখাপত্তনমের জাহাজ কারখানা, টাটানগর ও বার্ণপুরের লোহার কারখানা এই বিভাগের অন্তর্গত।

(৩) সাদার্ণ রেলওয়ে বা দক্ষিণ রেলপথ (S. R.)—এই রেলপথের প্রধান কার্যালয় মাদ্রাজে অবস্থিত। ভারতের দক্ষিণ অংশের রেলপথসমূহ এই অঞ্চলের অন্তর্গত বলে একে দক্ষিণ রেলপথ বলা হয়। এই রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬,১১৬ মাইল। বাঙ্গালোর, মহীশূর মাদ্রাজ, কোচিন, ত্রিবান্দ্রম প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান রেলওয়ে ষ্টেশন। পেরাম্বুর, গোল্ডেন রক, হুবলী, মহীশূরে এই রেলপথের কারখানাগুলি অবস্থিত।

(৪) সেণ্ট্রাল রেলওয়ে বা মধ্য রেলপথ (C. R)—এই রেলপথের প্রধান কার্যালয় বোম্বাইতে অবস্থিত। ভারতের মধ্য অংশের রেলপথসমূহ এই অঞ্চলের অন্তর্গত বলে একে বলা হয় মধ্য রেলপথ। এই রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫,৬৩৬ মাইল। ঝাঁসি, ভূপাল, মনমদ, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি এই বিভাগের রেলপথের প্রধান ষ্টেশন। পারেল, মাতুংগা, ঝাঁসিতে এই রেলপথের কারখানাগুলি অবস্থিত।

(৫) নর্থ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে বা উত্তর পূর্ব্ব রেলপথ (N. E. R.)—এই রেলপথের প্রধান কার্যালয় উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে অবস্থিত। ভারতের উত্তর পূর্ব্ব অংশের রেলপথসমূহ এই অঞ্চলের অন্তর্গত বলে একে বলা হয় উত্তর-পূর্ব্ব রেলপথ। এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ৩,০৬০ মাইল। কাটিহার, শিলিগুড়ি, গৌহাটি, সদিয়া প্রভৃতি এই রেলপথের

প্রধান স্টেশন। গোরক্ষপুর, ইজৎনগর, ডিব্রুগড়ে এই রেলপথের কারখানাগুলি অবস্থিত।

(৬) ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে বা পশ্চিম রেলপথ (W. R)—এই রেলপথের প্রধান কার্যালয় বোম্বাইতে অবস্থিত। ভারতের পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম অংশের রেলপথসমূহ এই অঞ্চলের অন্তর্গত বলে একে বলা হয় পশ্চিম রেলপথ। এই রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৬১৪ মাইল। জয়পুর, আজমীর, আহ্মদাবাদ, সুরাট প্রভৃতি এই অঞ্চলের রেলপথের প্রধান স্টেশন বোম্বাই, আম দাবাদ ও বরোদার শিল্পাঞ্চলগুলি এই রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত। দোহাদ মহালক্ষ্মী ও আজমীরে এই রেলপথের কারখানাগুলি অবস্থিত।

(৭) নর্দার্ণ রেলওয়ে বা উত্তর রেলপথ (N. R).—এই রেলপথের প্রধান কার্য্যালয় দিল্লীতে অবস্থিত। উত্তর ভারতের মধ্য অংশের রেলপথসমূহ এই অঞ্চলের অন্তর্গত বলে এই রেলপথের নাম উত্তর রেলপথ। এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ৬২৫৪ মাইল। অমৃতসর, ভাতিন্দা, যোধপুর, পাঠানকোট প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান রেলওয়ে স্টেশন। জগধারী, চারভাগ, আলমবাগ, যোধপুর ও বিকানীরে এই অঞ্চলের কারখানাগুলি অবস্থিত।

(৮) নর্থ-ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে বা উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত রেলপথ (N. F. R).—ভারতীয় রেলপথগুলির মধ্যে এটি সবচেয়ে ছোট। ১৯৫৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী এই রেলপথের সৃষ্টি হয়। তার আগে এই রেলপথ উত্তর-পূর্ব্ব রেলপথের অন্তর্গত ছিল। এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ১৭৫৬ মাইল এবং এর সদর কার্য্যালয় মালিগাঁওতে অবস্থিত।

রেলের বিবিধ খবর

১৮৫৩ সালের এপ্রিল মাসে ভারতে প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়। এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ২১ মাইল এবং এটা বোম্বাই ষ্টেশন থেকে কল্যাণ ষ্টেশন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

১৮৫৪ সালের আগষ্ট মাসে কলিকাতা (হাওড়া) থেকে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত রেলপথ স্থাপিত হয়। ভারতে এটাই দ্বিতীয় রেলপথ।

ভারতের তৃতীয় রেলপথ স্থাপিত হয় মাদ্রাজে ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে।

১৯৫৩ সালে ভারতীয় রেলপথের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়।

১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতে মোট ৩৪,৭৩৬ মাইল রেলপথ ছিল।

ভারতে মোট ছয়-হাজারের অধিক রেল ষ্টেশন আছে।

ভারতের রেলপথের অধিকাংশই সাড়ে পাঁচ ফুট চওড়া। পৃথিবীতে এর থেকে চওড়া রেলপথ আর নাই।

সোনপুর ষ্টেশনের প্লাটফর্ম লম্বায় ২৪১৫ ফুট। এটি ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা প্লাটফর্ম।

খড়গপুর প্লাটফর্ম লম্বায় ভারতে দ্বিতীয়। ভারতীয় রেলপথে চারিটি শ্রেণী আছে—শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়।

ভারতে তিন রকমের রেলপথ আছে : **ব্রডগেজ, মিটার গেজ** এবং **ন্যারো গেজ**। ব্রডগেজের চওড়া ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, মিটার গেজের ৩ফুট ৩⅜ ইঞ্চি এবং ন্যারো গেজের ২ ফুট ৬ ইঞ্চি, কোথাও বা ২ ফুট মাত্র।

ভারতের বিমান পথ

১৯৫৩ সালের আগে পর্য্যন্ত বেসরকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ভারতে যাত্রীবাহী বিমান চালানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান-গুলির নাম—

(১) এয়ারওয়েজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড, (২) হিমালয়ান এভিয়েশন লিমিটেড, (৩) কলিঙ্গ এয়ার লাইন্স, (৪) ভারত এয়ারওয়েজ লিমিটেড, (৫) এয়ার ইণ্ডিয়া লিমিটেড, (৬) এয়ার সার্ভিসেস্ অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, (৭) ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ার ওয়েজ লিমিটেড। ১৯৫৩ সালের জুন মাসে এই সাতটি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব ভারত সরকার নেন এবং নামকরণ করেন "ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স করপোরেশন" (I. A. C.)। এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সাতজন সভ্য নিয়ে একটি কমিটী আছে। ভারত সরকার কর্তৃক এই সভ্যগণ নিযুক্ত হন।

ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স কর্পোরেশনের বিমান ভারতের বাইরে করাচী, কলম্বো, ঢাকা, রেঙ্গুন, চট্টগ্রাম, পাঠানকোট, লাহোর, কাবুল প্রভৃতি স্থানে যায়।

১৯৫৩ সালেই "এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল" এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল লিমিটেড কোম্পানীর কর্তৃত্বভার গ্রহণ করে।

এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনালের বিমান ভারতের বাইরে কাইরো, রোম, প্যারী, জেনেভা, লণ্ডন, এডেন, নাইরোবি, ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুর, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, নেপাল, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে যায়।

এ ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কয়েকটি প্রধান বিমানপোত কোম্পানীর বিমান নিয়মিত ভাবে আমাদের দেশের উপর দিয়ে যাতায়াত করে। এই সব কোম্পানীর নাম—

(১) প্যান আমেরিকান ওয়ার্ল্ড এয়ার ওয়েজ (P. A. A)—Pan American World Airways.

(২) ব্রিটিশ ওভারসীজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন (B. O. A. C) —British Overseas Airways Corporation.

(৩) ট্রান্স ওয়ার্ল্ড এয়ার ওয়েজ (T. W. A.)—Trans world Airways.

(৪) কে, এল, এম (K. L. M.)—Royal Dutch Airlines. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij.

(৫) ক্যাথে প্যাসিফিক এয়ারওয়েজ (C. P. A.)—Cathay Pacific Airways.

(৬) এয়ার ফ্রান্স—(Air France).

(৭) এয়ার সিলোন—(Air Ceylon).

(৮) ইউনিয়ণ অফ্ বার্ম্মা এয়ার ওয়েজ—(U. B. A.)—Union of Burma Airways.

(৯) পাকিস্তান ইণ্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনস্ কর্পোরেশন (P.I A.)—Pakistan International Airlines Corporation.

(১০) স্কাণ্ডিনেভিয়ান এয়ারলাইনস্ সিস্টেম (S. A. S.)—Scandenavian Airlines system.

ভারতের প্রধান প্রধান বিমান বন্দর—দমদম (কলিকাতা); সান্তাক্রুজ (বোম্বাই) ও পালাম (দিল্লী)।

ভারতের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা

খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৬৩—বুদ্ধদেবের জন্ম।

„ ৩২৫-২৬—আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ।

„ ২৬৯—অশোকের রাজ্যলাভ।

„ ৫৮—বিক্রমাব্দের সূচনা।

খৃষ্টাব্দ ৭৮—শকাব্দের সূচনা।

„ ৩২০-৫৩০—গুপ্তযুগ বা ভারতের স্বর্ণযুগ।

„ ৪০৫-৪১১—ফাহিয়েনের ভারত ভ্রমণ।

„ ৪৫০-৪৫৭—হুণদের ভারত আক্রমণ।

„ ৬০৬-৬৪৮—হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল।

„ ৬২৯-৬৪৫—হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ।

„ ৯৮৬-৯৮৭—সবুক্তিগীনের ভারত আক্রমণ।

„ ১০০১—গজনীর সুলতান মামুদের প্রথম ভারত আক্রমণ এবং রাজা জয়পালের পরাজয়।

„ ১০০৮—সুলতান মামুদের কনৌজ জয়।

„ ১০২৬—সুলতান মামুদ কর্ত্তৃক সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন।

„ ১২৩১-৩২—কুতুব মিনারের ভিত্তি স্থাপন।

„ ১২৩৬—বিজয়নগর রাজ্যের সূচনা।

„ ১৩৪৭—বাহ্‌মনী রাজ্যের সূচনা।

„ ১৩৯৮—তৈমুরের ভারত আক্রমণ।

„ ১৪৬৯—শিখধর্ম্মের প্রবর্ত্তক গুরু নানকের জন্ম।

„ ১৫২৬—পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ এবং মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

খৃষ্টাব্দ ১৫৫৬—পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ, আকবর কর্ত্তৃক হিমু পরাজিত।
,, ১৫৭৬—হলদিঘাটের যুদ্ধ।
,, ১৫৯৭—রাণাপ্রতাপের মৃত্যু।
,, ১৬৩০—শিবাজির জন্ম।
,, ১৬৩২-৫৫—তাজমহল নির্ম্মাণ।
,, ১৬৫৯—শিবাজিকর্ত্তৃক আফজল খাঁ নিহত এবং মারাঠা রাজ্যের পত্তন।
,, ১৬৮০—শিবাজীর মৃত্যু।
,, ১৬৯০—ইংরাজদের কলিকাতা পত্তন।
,, ১৭৩৯—নাদির সাহের আক্রমণ।
,, ১৭৫৭—পলাসীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়।
,, ১৭৬১—পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ-মারাঠা রাজত্বের পতন।
,, ১৭৬৫—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ।
,, ১৭৭০-৭১—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।
,, ১৭৯৩—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।
,, ১৭৯৪—ওয়ারেন হেস্টিংসের ভারতের গভর্ণর জেনারেল পদ লাভ।
,, ১৮৫৩—ভারতে প্রথম রেলপথ নির্ম্মাণ।
,, ১৮৫৪—বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তন।
,, ১৮৫৭—প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম, কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।
,, ১৮৫৮—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলোপ এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতের শাসনভার গ্রহণ।
,, ১৮৬২—বিবেকানন্দের জন্ম।

খৃষ্টাব্দ ১৮৬৯—মহাত্মা গান্ধীর জন্ম।

,, ১৮৮৫—জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা।

,, ১৯০৫—বঙ্গ ভঙ্গ।

,, ১৯১২—কলিকাতা হইতে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তর।

,, ১৯১৩—রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভ।

,, ১৯১৯—জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড।

,, ১৯২৮—সাইমন কমিশনের ভারত আগমন।

,, ১৯৩০—আইন অমান্য আন্দোলন। সি, ভি, রমণের নোবেল পুরস্কার লাভ।

,, ১৯৩১—গান্ধী আরউইন চুক্তি, গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান।

,, ১৯৩৭—কংগ্রেস কর্ত্তৃত ৭টি প্রদেশের শাসন গ্রহণ।

,, ১৯৩৯—কংগ্রেসী মন্ত্রিদের পদত্যাগ।

,, ১৯৪২—ক্রীপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ও ভারত ছাড় আন্দোলন।

,, ১৯৪৪—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন।

,, ১৯৪৫—লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার।

,, ১৯৪৬—অন্তবর্ত্তী সরকার গঠন।

,, ১৯৪৭—১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা লাভ এবং ভারত বিভাগ।

,, ১৯৪৮—মাহাত্মা গান্ধী নিহত।

,, ১৯৫০—ভারত সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রে পরিণত।

,, ১৯৫৩—রেলওরে শতবার্ষিকী উৎসব, তেনজিংএর হিমালয়ে আরোহণ।

,, ১৯৫৪—টেলিগ্রাফ শতবার্ষিকী।

খৃষ্টাব্দ ১৯৫৬—ভারতের রাজ্যগুলি পুনর্গঠন।

„ ১৯৫৭—কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শত-বার্ষিকী উৎসব।

„ ১৯৫৮—ভারতীয় ইস্পাত শিল্পের সুবর্ণ জয়ন্তী।

ভারতে বিদেশী পরিব্রাজক

মেগাস্থিনিস—গ্রীস দেশের অধিবাসী। সেলুকাস এঁকে চন্দ্রগুপ্তের সভায় পাঠান। ইনি কয়েক বছর ভারতে বাস করেন এবং এদেশের একটি সুন্দর বিবরণ লেখেন।

ফা-হিয়েন—চীন দেশের অধিবাসী। ইনি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব কালে ইনি ভারতে আসেন। ৪০৫ হইতে ৪১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছ' বছর ইনি এদেশে বাস করেন।

হিউয়ান সাঙ—চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ইনি ভারতে আসেন। বৌদ্ধ তীর্থগুলি দেখবার জন্য এবং বৌদ্ধ গ্রন্থ সংগ্রহ করার জন্য ইনি এদেশে এসেছিলেন। ৬৩০ হইতে ৬৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চৌদ্দ বছর ইনি এদেশে বাস করেন। সে যুগের ভারবর্ষের একটি সুন্দর বিবরণ ইনি লিখে গিয়েছেন।

ইবণ বতুতা—মোরোক্কো দেশের অধিবাসী। মোহম্মদ তোগলকের শাসনকালে ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে ইনি ভারতে এসেছিলেন। ইনি এদেশে ৮ বছর বাস করেন।

মা-হুয়ান—চীন দেশের অধিবাসী। ১৪০৬ খৃষ্টাব্দে একজন দো-ভাষী হিসাবে ইনি বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দীন আজমের রাজধানী

পাণ্ডুয়া আসেন। তৎকালীন বাংলাদেশের সম্বন্ধে ইনি অনেক কথা লিখে গিয়েছেন।

নিকিতিনি—ইনি ছিলেন একজন রুশ দেশীয় বণিক।

নিকোলো কণ্টি—ইতালীয় বণিক। ১৪২০ খৃষ্টাব্দে ইনি বিজয় নগরে আসেন। এঁর লিখিত বিবরণ হতে বিজয়নগরের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়।

আব্দুর রজ্জাক—পারস্যের শাহ রুক এঁকে দ্বিতীয় দেব রায়ের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে পাঠান। ইনি বিজয়নগর রাজ্যের কথা সুন্দর ভাবে লিখে গিয়েছেন।

রালফ ফিচ্—ইউরোপীয় ভ্রমণ কারী। আকবরের রাজত্ব কালে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইনি এদেশে আসেন।

কাপ্তেন হকিন্স জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ইনি এদেশে আসেন। ইনিও একজন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী।

সার্ টমাস্ রো--ইংলণ্ডের রাজা জেমস্ জাহাঙ্গীরের রাজসভায় দূত হিসাবে এঁকে পাঠান।

তাভার্ণিয়ে—ইনি ছিলেন একজন ফরাসী বণিক। ইনি মণি মুক্তার ব্যবসা করতেন। শাহ্‌জাহানের শাসন কালে ইনি ভারতবর্ষে আসেন।

বার্ণিয়ে—ফরাসী চিকিৎসক। ১৬৫৬ হইতে ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বার বছর ইনি এদেশে বাস করেন। এদেশের একটি সুন্দর বিবরণ ইনি লিখে গিয়েছেন।

মানুচী—ইতালীর অধিবাসী। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ ভাগে ইনি ভারতবর্ষে আসেন।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে যে সব প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের হত্যা করা হয়েছে।

কোন্ সালে	কাকে হত্যা করা হয়েছে
খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৯৯	সক্রেটিস্
৩৩ খৃষ্টাব্দে	যীশুখৃষ্ট
১৪৩১ „	জোয়ান অফ্ আর্ক
১৮৬৫ „	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কন
১৮৭২ „	ভারতের গভর্ণর জেনারেল আর্ল অফ্ মেয়ো
১৮৭৬ „	তুরস্কের সুলতান আব্দুল আজিজ
১৮৮১ „	রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডার
১৮৯৪ „	ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট কার্ণট
১৮৯৬ „	পারস্যের শাহ্ নাসিরুদ্দীন
১৮৯৮ „	অস্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ
১৯০৮ „	পর্ত্তুগালের রাজা (কার্লোস) এবং যুবরাজ
১৯০৯ „	জাপানের প্রিন্স ইটো
১৯১১ „	রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্টোলিপিন
১৯১২ „	স্পেনের প্রধান মন্ত্রী জোস্ ক্যানালোজাস
১৯১৩ „	গ্রীসের রাজা প্রথম জর্জ্জ
১৯১৮ „	রাশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাস
১৯২১ „	স্পেনের প্রধান মন্ত্রী ডাটো এবং জাপানের প্রধান মন্ত্রী তা কাশি হারা
১৯২২ „	পোল্যাণ্ডের ফার্স্ট প্রেসিডেণ্ট জে, নারুতোউইজ এবং আয়ারল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মাইকেল কলিন্স

১৯৩০	”	জাপানের প্রধান মন্ত্রী হামাগুচি
১৯৩২	”	জাপানের প্রধান মন্ত্রী কী ইনুকাই এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ডুমার
১৯৩৩	”	আফ্‌গানিস্তানের রাজা নাদির শাহ্‌, ইরাকের রাজা আমির ফাইজাল ও রুমানিয়ার প্রধান মন্ত্রী আয়ন ডুয়া
১৯৩৯	”	রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী এম্‌, ক্যালিনেস্কান
১৯৪০	”	রাশিয়ার নেতা এল্‌, ট্রটস্কি
১৯৪৫	”	মিশরের প্রধান মন্ত্রী মেহের পাশা
১৯৪৭	”	ব্রহ্মদেশের ভাইস্‌ প্রেসিডেণ্ট আং সান
১৯৪৮	”	মহাত্মা গান্ধী ও মিশরের প্রধানমন্ত্রী নোকরাশি পাশা
১৯৪৯	”	সিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট হোস্‌নি জিয়াম
১৯৫১	”	পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খাঁ এবং ইরানের প্রধান মন্ত্রী আলি রাজমারা
১৯৫৫	”	পানামার প্রেসিডেণ্ট য়্যাণ্টনিও রেমন

সাহিত্যের পূজারী

গ্রীক সাহিত্যেঃ ঈশপ, এরিস্টোট্‌ল, সক্রেটিস, ইউরিপিদেস, হোমার, প্লেটো, প্লুটার্ক, সফোক্লস।

ইংরাজি সাহিত্যেঃ ম্যাথ্যু আর্ণল্ড, জেন অস্টেন, রবার্ট ব্রাউনিং, লর্ড বাইরন, টমাস কার্লাইল, জিওফ্রে চমার, উইলিয়াম কাউপার, চার্লসডিকেন্স, জন ড্রাইডেন, জর্জ্জ এলিয়ট, স্যামুয়েল জনসন, জন কীট্‌স্‌, চার্লসল্যাম্ব, জন মিল্টন, জন রাসকিন্‌, ওয়াল্টার স্কট, উইলিয়াম সেক্সপীয়ার, পার্সি বিশি শেলী, রবার্ট লুই স্টিভেনসন, জনাথন্‌ সুইফ্ট, আলফ্রেড, টেনিশন, উইলিয়াম ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ, রুপার্ট ব্রুক, গিলবার্ট কীথ চেস্টারটন, উইনস্টন চার্চ্চিল, ওয়াল্টার ডে লা মেয়ার, স্যার আর্থার ক্যানন ডয়েল, টমাস এলিয়ট, জন গলসওয়ার্দ্দি, রাডইয়ার্ড কিপলিং, উইলিয়াম সমরসেঠ ম'ম, হেক্টর মনরো, উইলিয়াম রাশেল, জর্জ বার্ণার্ড শ', এইচ, জি, ওয়েলস, ভার্জিনিয়া উলফ, পার্ল বাক, নেথানিয়েল হথোর্ণ, উইলিয়াম সিডনি পোর্টার, হেনরী ওয়াডসওয়ার্থ লংফেলো, ইউজিন ও নীল।

ফরাসী সাহিত্যেঃ আলেকজাণ্ডার ড্যুমা, গুস্তাভ ফ্লবেয়ার, আনাতোল ফ্রান্স, আন্দ্রে জিদ্‌, ভিক্টর হুগো, গী দ্য মোপাঁসা, রোমাঁ রোলাঁ, জাঁ জ্যাক রুশো, আই, এস, প্রড্‌হোম, ভল্টেয়ার, এমিল জোলা, ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক, এ্যালবার্ট কাম্যু।

ইতালিয় সাহিত্যেঃ আলিগ্রি দান্তে, গ্রেজিয়া দেলেদ্দা, এফ পেত্রার্ক, ল্যুই পিরানদেলো।

রুশ সাহিত্যেঃ য়্যাণ্টন চেকভ্, ফিওডর ডেস্টয়েভস্কি, ম্যাকসিম গোর্কি, আলেকজাণ্ডার পুশকিন, মিখাইল শলোকভ, লিও টলস্টয়, আইভান তুর্গেনিভ।

পারসী সাহিত্যেঃ আবুল ফজল, আমীর খসরু, আবুল ফইজ, ফির্দ্দৌসী, গালিব, মহম্মদ ইক্‌বাল, ওমর খৈয়াম।

হিন্দি সাহিত্যেঃ কবির, মীরাবাঈ, সুরদাস, তুলসীদাস, বিদ্যাপতি, ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্র, প্রেমচাঁদ, হরবংশ রায় বচ্চন, জয়শঙ্কর প্রসাদ, হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী, জৈনেন্দ্র কুমার, মহাদেবী বার্ম্মা, মৈথিলীশরণ গুপ্ত, গোপাল দাস নীরজ, রামচন্দ্র শুক্ল, রামচন্দ্র বার্ম্মা, রামধারী সিং দিনকর, সুভদ্রা কুমারী চৌহান, সুমিত্রা নন্দন পন্থ, যশপাল, সূর্য্য কান্ত ত্রিপাঠি নিরালা।

অসমীয়া সাহিত্যেঃ লক্ষ্মীনাথ বেজ বরুয়া, চন্দ্রকুমার আগড়-ওয়ালা, হেম চন্দ্র গোস্বামী, চন্দ্রপ্রভা সৈকিয়ানি, রজনী কান্ত বর্দ্দোলই।

গুজরাটী সাহিত্যেঃ মীরাবাঈ, নরসিং মেটা, ভালন, প্রেমানন্দ, দয়ারাম, নর্ম্মদা, সাংকর, গোবর্দ্ধনরাম, কেশবলাল ধ্রুব, কে. এম. মুন্সী, মহাত্মা গান্ধী।

উর্দ্দু সাহিত্যেঃ জওলা প্রসাদ বার্ক, নবাব মির্জা দাগ, মির্জা গালিব, মির্জা মহম্মদ রফি সান্তা, মহম্মদ ইকবাল, কিষেণচাঁদ, নেয়াজ ফতেপুরী, পণ্ডিত মনোহর লাল জুৎসী, রঘুপতি সহায় গোরখপুরী, জশ মান্সিহাবাদী, প্রেমচাঁদ, সুদর্শন।

বাংলা সাহিত্যেঃ চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, ভরত চন্দ্র রায়, রামপ্রসাদ, কৃত্তিবাস ওঝা, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নবীন সেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু মিত্র, প্যারী চরণ মিত্র, বনফুল, কাজি নজরুল ইসলাম, বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিভূতি ভূষণ বন্দোপাধ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, যাযাবর, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাস, বিষ্ণু দে, অন্নদাশংকর রায়, সুবোধ ঘোষ, সজনীকান্ত দাস, শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, বিমল কর, গজেন মিত্র, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, প্রবোধ সান্যাল, সৈয়দ মুজতবা আলি, রাজশেখর বসু।

মারাঠি সাহিত্যে ঃ সন্ত জ্ঞানেশ্বর, নমদেব, নরসিংহ সরস্বতী, একনাথ স্বামী, দশো পন্থ, বি. পি. কির্লোসকর, গোবিন্দ বল্লভ দেবল, হরি নারায়ণ আপ্তে, এন. সি. কেলকর, রাম গণেশ গাদকারী, এস. এম. পরাঞ্জপে।

তামিল সাহিত্যে ঃ সুব্রাহ্মানিয়া ভারতী, শ্রীরামলিঙ্গম, পি. এস. মুদালিয়ার, আর, কৃষ্ণমূর্ত্তি, সি. রাজাগোপালাচারী, এ. এস. পি. আয়ার।

তেলেগু সাহিত্যে ঃ কন্দুকরী বীরসলিঙ্গম, গাদিয়ারাম ভেঙ্কট শেষ শাস্ত্রী, পুত্তোপর্ত্তি, ভি. সত্যনারায়ণ, সি. আর রেড্ডি, ডি. কৃষ্ণ-শাস্ত্রী, এম. এন. রাও।

ইংরাজী সাহিত্যে ভারতীয়দের অবদান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— Gitanjali, The crecent moon, Fruit gathering, The Gardener, Gora, The Wreck, The Home and the World, Kabuliwalah ইত্যাদি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—Vision of the past, The Captive Lady ইত্যাদি।

রমেশ চন্দ্র দত্ত—Lays of Ancient India.

তরুলতা দত্ত—Ancient Ballads and Legends of Hindusthan.

সুভাষচন্দ্র বসু—An Indian Pilgrim.

সরোজিনী নাইডু—The Golden Threshold, The Bird of Time, The Broken wing. The Sceptred Lute or Songs of India.

সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়—A Nation in the Making.

শ্রী অরবিন্দ—The Hero and the Nymph, Perseus the Deliverer, The Life Divine ইত্যাদি।

মনমোহন ঘোষ—Primavera.

হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—The Feast of youth, The Perfume of Earth, Grey clouds and white showers.

ভি. এন্. ভূষণ—Enchantment, Flute Tunes.

জি. কে. চেত্তুর—Triumph of Love.

কে. এস. ভেঙ্কটরমণী—On the Sand-Dunes, Paper Boat, Kandan the Patriot.

মিনু-মাসানী—Our India.

মুলক রাজ আনন্দ—Untouchable, Coolie, Two leaves and a Bud.

সর্দ্দার কে. এম. পাণিক্কর—Life of Gulab Singh, The late Maharaja of Bikaner.

শ্রী জওহরলাল নেহেরু—The Discovery of India, Glimpses of the world History, Autobiogpaphy, Letter from a father to his daughter.

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ—India Divided.

মহাত্মা (মোহনদাস করমচাঁদ) গান্ধী—My Experiment with Truth.

সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান্—Kalki, The Hindu View of life, An Idealist View of Life ইত্যাদি

বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনাম

ছদ্মনাম	আসল নাম
টেকচাঁদ ঠাকুর	প্যারীচাঁদ মিত্র
প্রমথনাথ শর্ম্মা	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অনুপমা দেবী, অনিলা দেবী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
অপরাজিতা দেবী	রাধারাণী দেবী
ভানু সিংহ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বীরবল	প্রমথ চৌধুরী
পরশুরাম	রাজশেখর বসু
বনফুল	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
মহাস্থবির	প্রেমাঙ্কুর আতর্থী
নবকুমার কবিরত্ন	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
ভাস্কর	জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ
প্র. না. বি	প্রমথনাথ বিশী

ছদ্মনাম	আসল নাম
বু. ব	বুদ্ধদেব বসু
হুতোম প্যাঁচা	কালীপ্রসন্ন ঘোষ
কাল পেঁচা	বিনয় ঘোষ
রায় পিথৌরা, সত্যপীর	সৈয়দ মুজতবা আলী
সুপান্থ	সুবোধ ঘোষ
রূপদর্শী	গৌরকিশোর ঘোষ
বিরূপাক্ষ	বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
মৌমাছি	বিমল ঘোষ
স্বপনবুড়ো	অখিল নিয়োগী
কালকূট	সমরেশ বসু
অবধূত	কালিকানন্দ অবধূত
দীপক চৌধুরী	নীহার ঘোষাল
অমিত সেন	সুশোভন সরকার
জরাসন্ধ	চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শঙ্কর	মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
যাযাবর	বিনয় মুখোপাধ্যায়
রঞ্জন	নিরঞ্জন ঘোষাল
নীলকণ্ঠ	দীপ্তেন্দ্র কুমার সান্যাল

বিদেশী সহিত্যে ছদ্মনাম

Anatole France	Jacques Anotale Thibault.
Arion	G. K. Chesterton.

ছদ্মনাম	আসল নাম
Boz	Charles Dickens.
Elia	Charles Lamb.
George Eliot	Mary Ann বা Marian Evans.
G. B. S.	George Bernard Shaw.
Lewis Carroll	Rev. C. Lutwidge Dodgson
Maxim Gorky	Alexei Maximovich Pyeshkov.
Mark Twain	Samuel Langhorne Clemens.
O. Henry	William Sydney Porter.
Saki	H. H. Munro.
Tom Brown	Thomas Hughes.
Voltaire.	Francois Marie Arouet.

নোবেল পুরস্কার

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার আলফ্রেড বার্ণার্ড নোবেলের নামানুসারে এই পুরস্কারের নাম নোবেল পুরস্কার হয়েছে। সুইডেনের অন্তর্গত স্টকহোলমে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ২১ শে অক্টোবর নোবেলের জন্ম হয়। নোবেলের বাবার নাম ছিল ইমানুয়েল নোবেল।

ছোটবেলা থেকে নোবেল বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ে গবেষণা করতে ভালবাসতেন। নোবেলের আবিষ্কার গুলির মধ্যে ডিনামাইট অন্যতম।

প্রচুর পরিমাণে ডিনামাইট তৈরী করে এবং বাকু তেলের খনি থেকে তেল (পেট্রোলিয়ম) নিষ্কাসন করে তিনি প্রভূত সম্পদের অধিকারী হ'ন। মৃত্যুর পূর্বে নোবেল তাঁর সমস্ত অর্থ (প্রায় ১,৭৫০,০০০ পাউণ্ড) বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং বিশ্বশান্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য দান করে যান। পাঁচটি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়—পদার্থ বিদ্যায়, রসায়ন শাস্ত্রে, শরীর বিদ্যা-চিকিৎসা শাস্ত্রে, সাহিত্যে এবং বিশ্বশান্তির জন্য। নোবেল পুরস্কারের পরিমাণ প্রায় ৮০০০ পাউণ্ড। জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে যে কেউ এই পুরস্কার পেতে পারেন। নোবেলের মৃত্যুর ছ' বছর পর থেকে অর্থাৎ ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে আসছে।

উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়া গেলে নোবেল পুরস্কার দেওয়া বন্ধ থাকে। আবার একই বিভাগে একই বছরে একাধিক ব্যক্তিকেও পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। একমাত্র মেরী কুরী এই পুরস্কার দুবার পেয়েছেন, একবার রসায়ন শাস্ত্রে, অপরবার পদার্থ বিদ্যায় তাঁর স্বামীর সঙ্গে।

ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার পান কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে, সাহিত্যে। তারপর ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান বৈজ্ঞানিক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা নীচে দেওয়া হ'ল।

	পদার্থ বিদ্যায়	রসায়ন শাস্ত্রে
১৯০১	W. K. Roentgen	J. H. Hoff
১৯০২	H. A. Lorentz এবং P. Zeeman	Emil Fischer

	পদার্থবিদ্যায়	রসায়ন শাস্ত্রে
১৯০৩	A. H. Becquerel এবং Pierre Curie ও Marie Curie	S A. Arrhenius
১৯০৪	Lord Rayleigh	Sir W. Ramsay
১৯০৫	Philips Lenard	A. Von Baeyer
১৯০৬	J. J. Thomson	Henry Moissan
১৯০৭	A. A. Michelson	E. Buchner
১৯০৮	G. Lippman	E. Rutherford
১৯০৯	G. Marcony ও F. Braun	W. Ostwald
১৯১০	J. D. Vander Waals	Otto Wallach
১৯১১	W. Wien	Marie Curie
১৯১২	Gustaf Dalen	V. Grignard ও P. Sabatier
১৯১৩	H. Hamerlinghones	Alfred werner
১৯১৪	M. Von Laue	T. W. Richards
১৯১৫	W. H. Braag ও W. L. Bragg	R. Willstatter
১৯১৬	দেওয়া হয়নি	দেওয়া হয়নি
১৯১৭	C. G. Barlka	"
১৯১৮	M. Plank	Firtz Haber
১৯১৯	J. Stark	দেওয়া হয়নি
১৯২০	C. E. Guillaume	Walter Nernst
১৯২১	Albert Einstein	Frederick Soddy

	পদার্থ বিদ্যায়	রসায়ন শাস্ত্রে
১৯২২	Niel Bohr	F. W. Aston
১৯২৩	R.A. Millikan	Fritz Pregl
১৯২৪	Karl M. G. Seigbahn	দেওয়া হয়নি
১৯২৫	J. Franck, G. Hertz	R. Zsigmondy
১৯২৬	J. B. Perrin	T. Svedberg
১৯২৭	Arthur Compton, C. T. R. Wilson	H. Wieland
১৯২৮	O. W. Richardson	Adolf Windaus
১৯২৯	L. V. De Broglie	A. Harden ও K. A. S. Von Euler-cheplin
১৯৩০	C. V. Raman	Hans Fisnler
১৯৩১	দেওয়া হয়নি	Carol Bosch ও F. Bergius
১৯৩২	W. Heisenberg	Irving Langmair
১৯৩৩	P. A. M. Dirac ও E. Schroedinger	দেওয়া হয় নি
১৯৩৪	দেওয়া হয়নি	H. C. Urey
১৯৩৫	J. Chadwick	Frederic ও Irene Joliotcurie
১৯৩৬	V. F. Hess ও C. D. Anderson	Peter J. W. Debye
১৯৩৭	C J. Davisson ও G. P. Thomson	W. N. Haworth ও Paul Karrer
১৯৩৮	E. Fermi	R. Kuhn

	পদার্থ বিদ্যায়	রসায়ন শাস্ত্রে
১৯৩৯	E. O. Lawrence	A. Butenandt Leoplod Ruzicka
১৯৪০ হতে ১৯৪২	দেওয়া হয় নি	দেওয়া হয়নি
১৯৪৩	Otto Sterm	G. Hevesy
১৯৪৪	I. I. Rabi	Otto Hahn
১৯৪৫	W. Pauli	Artturi Virtanen
১৯৪৬	P. W. Bridgman	James B. Sumner, W. M Stanley ও J. H. Northrop
১৯৪৭	Sir E. Appleton	Robert Robinson
১৯৪৮	P. M. S. Blackett	Arne Telius
১৯৪৯	Hideki Yukawa	W. F. Giauque
১৯৫০	C. F. Powell	Otto Diels ও Kert Adler
১৯৫১	Sir John Cockcroft ও E. T. S. Walton	E. M. McMillian ও G. T. Seaborg
১৯৫১	E. Purcell ও Felix Bloch	Dr. A. J. P. Martin ও R. L. M. Synge
১৯৫৩	Prof. Fritz Zernike	Dr. H. Staudinger
১৯৫৪	Dr. S. Max Born ও W. Bothe	Dr. L. Pauling
১৯৫৫	W. E. Lamb ও P. Kusch	D. Vincent du Vigneaud

পদার্থ বিদ্যায়		রসায়ন শাস্ত্রে
১৯৫৬	W. H. Brattain W. Shockely ও John Bardeen	Sir Cyril Hirshelwood ও Prof Nikolai Semenov
১৯৫৭	Chen-Ning-Yang	Alexander Todd ও Tsuang Dao-Lee

শরীর বিদ্যা-চিকিৎসাশাস্ত্রে		সাহিত্যে
১৯০১	A. Von Behring	F. A. Sully Frudhomme
১৯০২	Sir Ronald Ross	T. Mommsen
১৯০৩	N. R. Finsen	B Bjornson
১৯০৪	I. P Pavlov	F. Mistral Jose Echegaray
১৯০৫	Robert Koch	H. Sienkiewicz
১৯০৬	Ramony Cajal এবং Camillo Golgi	G. Carduici
১৯০৭	C. L. A. Laveran	Rudyard Kipling
১৯০৮	Paul Ehrlich এবং E. Metchnikoff	R. Eucken
১৯০৯	T. Kocher	Selma Largerlof
১৯১০	A. Kossel	Paul Heyse
১৯১১	A. Gullsrand	M. Maeterlink
১৯১২	A. Carrel	G. Hauptmann
১৯১৩	Charles Richet	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

	শরীর বিদ্যা-চিকিৎসাশাস্ত্রে	সাহিত্যে
১৯১৪	R. Barnay	দেওয়া হয় নি
১৯১৫	দেওয়া হয় নি	Romain Rolland
১৯১৬	,,	V. Heidenstam
১৯১৭	,,	Karl Gjellerup এবং H. Pontoppidan
১৯১৮	,,	দেওয়া হয় নি
১৯১৯	Dr. J. Bordet	C. Spitteler
১৯২০	August Krogh	Knut Hamsun
১৯২১	দেওয়া হয় নি	Anatole France
১৯২২	A. V. Hill এবং Otto Mayerhoff	J. Benavente
১৯২৩	F. G. Banting এবং J J. R. Mcleod	W B. Yeats
১৯২৪	W. Einthoven	W Reymont
১৯২৫	দেওয়া হয় নি	George Bernard Shaw
১৯২৬	J. Fibiger	Grazia Deledda
১০২৭	J. W. Jauregg	Henry Bergson
১৯২৮	Charles Nicolle	Sigrid Undset
১৯২৯	F. G. Hopkins এবং C. Eijkmann	Thomas Mann
১৯৩০	Karl Landsteiner	Sinclair Lewis
১৯৩১	O. H. Warburg	Erik A. Karl feldt।

	শরীর বিত্তা-চিকিৎসাশাস্ত্রে	সাহিত্যে
১৯৩২	C. Sherrington এবং E. D. Adrian	J. Galsworthy
১৯৩৩	T. H. Morgan	Ivan G. Bunin
১৯৩৪	G. R. Minot, W. P. Murphy এবং G. H· Whipple	Luigi Pirandello
১৯৩৫	H. Spemann	দেওয়া হয় নি
১৯৩৬	Henry Dale এবং Otto loewe	Eugene O'Neil
১৯৩৭	A. V. Szentgyorgyi	R. M. du Gard
১৯৩৮	C. Heymans	Pearl S. Buck
১৯৩৯	G. Domagk	Emil Sillanpaa
১৯৪০-১৯৪২	দেওয়া হয় নি	দেওয়া হয় নি
১৯৪৩	Henrik Dam এবং Edward Doisy	”
১৯৪৪	Joseph Erlanger এবং H. S. Gasser	J. V. Jensen
১৯৪৫	Alexander Fleming Howard Florey এবং E. B. Chain	Gabriela Mistral
১৯৪৬	H. J. Muller	Herman Hesse
১৯৪৭	Carl F ও Mrs. F. Cori এবং B. A Housay	Andre Gide

	শরীর বিদ্যা-চিকিৎসাশাস্ত্রে	সাহিত্যে
১৯৪৮	Paul Muller	T. S. Eliot
১৯৪৯	W. R. Hess, এবং A. C. D. F. E. Moniz	W. Faulkner
১৯৫০	E. C. Kendall ও Philip S. Hench এবং T. Reichstein	Bertrand Russell
১৯৫১	Max Theiler	Par Largerkvist
১৯৫২	S. Waksman	Francois Mauriac
১৯৫৩	Fritz A. Lipmann ও Hans Kerebs	Winston Churchill
১৯৫৪	J. F. Enders, F. Robbins এবং T Weller	E. Hemingway
১৯৫৫	Hugo Theorell	Haldov K. Laxness
১৯৫৬	Tndre Cournand, W. Forsmann এবং D. W. Richards	Juen R. Jimenez
১৯৫৭	Daniel Bubit	Albert Camus

বিশ্বশান্তির জন্য

১৯০১ Henry Dunant এবং F. Passy

১৯০২ Elie Ducommun এবং A. Gobat

১৯০৩ W. R. Cremer

১৯০৪ The Institute of International Law
১৯৯৫ Bertha Von Suttnea
১৯০৬ Theodre Roosevelt
১৭০৭ E. T. Moneta এবং Louis Renault
১৯০৮ K. P. Arnoldson এবং Frederick Bajer
১৯০৯ Baron De Constant এবং A. Beernaert
১৯১০ International Permanent Peace Burean
১৯১১ A. M. Tsser এবং A. Fried
১৯১২ Elihu Root
১৯১৩ H. La Fontaine
১৯১৪ হ'তে ১৯১৬—দেওয়া হয়নি
১৯১৭ International Red Cross
১৯১৮ দেওয়া হয়নি
১৯১৯ Woodraw Wilson
১৯২০ Leon Bourgeois
১৯২১ K H. Branting এবং christian L Lang
১৯২২ F. Nansen
১৯২৩ হতে ১৯২৪ দেওয়া হয়নি
১৯২৫ Charles G. Dawes এবং A. chamberlain
১৯২৬ Aristide Briand এবং T. Stresemann
১৯২৭ F. Buisson এবং Ludwig Quide
১৯২৮ দেওয়া হয় নি
১৯২৯ F. B. Kellogg

১৯৩০ L. O. J. Soderblom
১৯৩১ Jane Adams এবং N. M. Butler
১৯৩২ দেওয়া হয় নি
১৯৩৩ Norman Angell
১৯৩৪ A. Henderson
১৯৩৫ C. V. Ossietosky
১৯৩৬ C. de S. Lamas
১৯৩৭ Viscount Cecil
১৯৩৮ Nansen International office for Refugees
১৯৩৯ হতে ১৯৪৩ দেওয়া হয় নি।
১৯৪৪ International Committee of Red Cross
১৯৪৫ Cordell Hull
১৯৪৬ Eamily G. Balch এবং John Mott
১৯৪৭ American Friends Service committee
এবং Branch Society of Friends service council
১৯৪৮ দেওয়া হয় নি
১৯৪৯ Lord Boyd Orr
১৯৫০ Ralph. J. Bunche
১৯৫১ Leon Johnaux
১৯৫২ Albert schweitzer
১৯৫৩ George C Marshall
১৯৫৪ দেওয়া হয় নি
১৯৫৫ U. N. High Commissioner for Refugees
১৯৫৬ দেওয়া হয় নি
১৯৫৭ Lester Pearson.

রয়্যাল সোসাইটি—লণ্ডন

বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং পুরাতন প্রতিষ্ঠান। কোন বিজ্ঞানী যদি বিজ্ঞানের কোন বিশেষ বিভাগে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাতে পারেন তবে তাঁকে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য করে নেওয়া হয়। কাহারও নামের পাশে F. R. S. লেখা থাকলে বুঝতে হবে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য।

রয়্যাল সোসাইটির প্রধান কার্যালয় বার্লিংটন হাইস, পিকাডেলী লণ্ডন। রয়্যাল সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রতি বৎসর কয়েকটি পদক দেওয়া হয়। পদকগুলির নাম হচ্ছে **রামফোর্ড পদক, ডেভি পদক, ডারউইন পদক,** আর এর সঙ্গে আছে দুটো রাজকীয় পদক।

রয়্যাল সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতিদের মধ্যে স্যার আইজাক নিউটন, হামফ্রী ডেভি, টি এইচ হাক্সলে, লর্ড কেলভিন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

যে সমস্ত ভারতীয় আজ পর্যন্ত রয়্যাল সোসাইটির সদস্য হয়েছেন তাঁদের নাম :—

এ, কার্সেতজী
এস, রামানুজন
এস, চন্দ্রশেখর
বীরবল সাহানী
জগদীশচন্দ্র বসু
মেঘনাদ সাহা
সত্যেন বোস
চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন
শান্তিস্বরূপ ভাটনগর
প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবীশ
কে, এস, কৃষ্ণান
ডি, এন, ওয়াদিহা
হোমী জাহাঙ্গীর ভাবা
এস, কে, মিত্র

উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

আবিষ্কার	আবিষ্কারকের নাম	দেশ	আবিষ্কারের সময়
চশমা	আর্মাটাস	ইটালী	১৩১০
দোলক	গ্যালিলিও	"	১৫৮১
ব্যারোমিটার	টরিসেলি	"	১৬৪৩
দোলক ঘড়ি	হাইগেন্স	নেদারল্যাণ্ডস	১৬৫৭
ফসফরাস	ব্র্যাণ্ড	জার্ম্মানী	১৬৬৮
স্টীম ইঞ্জিন	ওয়াট	ইংলণ্ড	১৭৬৫
অক্সিজেন	প্রিস্টলে		১৭৭৪
বসন্তের টীকা	জেনার		১৭৯৭
ইরিডিয়াম	ব্রিউস্টার	ইংলণ্ড	১৮০২
ক্লোরিন	ডেভি	জার্ম্মানী	১৮১০
আইওডিন	কুর্ত্তির	ফ্রান্স	১৮১২
সেফটিল্যাম্প	ডেভি	ইংলণ্ড	১৮১৬
গ্যালভানোমিটার	সোয়েগার	জার্ম্মানী	১৮২০
স্টীম রেলওয়ে	স্টিফেনসন	ইংলণ্ড	১৮২৫
এ্যালুমিনিয়াম	উহলার	জার্ম্মানী	১৮২৭
ব্রেইল অক্ষর	ব্রেইল	ফ্রান্স	১৮২৯
ডাইনামো	ফ্যারাডে	ইংলণ্ড	১৮৩১
রিভলভার	কোল্ট	মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	১৮৩৫
টেলিগ্রাফ	মোর্স	"	১৮৩৭
বাইসাইকেল	ম্যাকমিলান	স্কটল্যাণ্ড	১৮৪২

আবিষ্কার	আবিষ্কারকের নাম ও	দেশ	আবিষ্কারের সময়
পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট	অ্যাম্পডিন	ইংলণ্ড	১৮৪৫
সেফটিপিন	হাণ্ট	মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	১৮৪৯
গ্যাস বার্ণার	বুনসেন	জার্ম্মানী	১৮৫৫
দেশলাই	লাণ্ডস্ট্রম	সুইডেন	১৮৫৫
ইস্পাত	বেসেমার	ইংলণ্ড	১৮৫৭
কামান	গ্যাটলিং	মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	১৮৬১
সেলুলয়েড্	পার্ক	ইংলণ্ড	১৮৬৫
ডিনামাইট	বার্ণার্ড নোবেল	সুইডেন	১৮৬৭
টাইপ রাইটার	শোলেস	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৮৬৮
টেলিফোন	বেল	”	১৮৭৬
মাইক্রোফোন	বার্লিনার	”	১৮৭৭
গ্রামোফোন	এডিসন	”	১৮৭৭
বৈদ্যুতিক আলো	”	”	১৮৭৯
নীল (ইণ্ডিগো (	বেয়ার	জার্ম্মানী	১৮৮০
ফাউণ্টেনপেন	ওয়াটারম্যান	মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	১৮৮৪
লাইনো টাইপ	মার্গানথেলার	”	১৮৮৪
মোটর সাইকেল	ডেমলার	জার্ম্মানী	১৮৮৫
মোটর গাড়ী	”	”	১৮৮৭
বৈদ্যুতিক পাখা	হুইলার	মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	১৮৮৭
কোডাক ক্যামেরা	ইস্টম্যান	”	১৮৮৮
প্রোজেক্টার (সিনেমা)	জেঙ্কিন্স	”	১৮৯৪
রেডিও	মার্কনি	ইটালি	১৮৯৫

আবিষ্কার	আবিষ্কারকের নাম	ও দেশ	আবিষ্কারের সময়
এক্স রে (X. Ray)	রোয়েণ্টজেন	জার্ম্মানী	১৮৯৫
রেডিয়াম	কুরী	ফ্রান্স	১৮৯৯
ওয়্যারলেস টেলিফোন	ফেসেনডেন	মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	১৯০২
এরোপ্লেন	রাইট ভাইদ্বয়	"	১৯০৩
সোডাওয়াটার	টমসন	ইংলণ্ড	১৯০৭
হেলিকপ্টার	ব্রেগুয়েট	ফ্রান্স	১৯০৯
র‍্যাডার	টেলর এবং ইয়ং	মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	১৯২২
টেলিভিসন	বেয়ার্ড	স্কটল্যাণ্ড	১৯২৬
পেনিসিলিন	আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং		১৯২৯
স্ট্রেপটোমাইসিন	ওয়াকসম্যান	মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	১৯৪৫
অরিওমাইসিন	বি, এস, ডুগগার	"	১৯৪৮
টেরামাইসিন	ফিনলে	"	১৯৫০

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আইন সভার নাম

রাষ্ট্রের নাম আইনসভার নাম	রাষ্ট্রের নাম আইনসভার নাম
ভারতবর্ষ—পালিয়ামেণ্ট	রাশিয়া—সুপ্রীম সোভিয়েট
পারস্য (ইরান)—কটেশ	মাকিন যুক্তরাষ্ট্র—কংগ্রেস
নরওয়ে—স্টটিং	হল্যাণ্ড—স্টেটস জেনারেল
ইটালী—সিনেট	আয়ারল্যাণ্ড—ডেল আইরিয়ান
ফ্রান্স—চেম্বার অফ ডেপুটীজ	তুরস্ক—গ্র্যাণ্ড ন্যাশানাল এ্যাসেম্বলি
চীন—পিপ্‌লস কাউন্সিল	সুইজারল্যাণ্ড—ফেডারেল এ্যাসেম্বলি

রাষ্ট্রের নাম—আইনসভার নাম	রাষ্ট্রের নাম—আইনসভার নাম
জাপান—ডায়েট	নেদারল্যাণ্ডস—স্টেটস জেনারেল
জার্মানী Richstog	পোল্যাণ্ড—Sejm
মিশর—Barlaman	ডেনমার্ক—Rinsdan
বুলগেরিয়া—Sobranje	অষ্ট্রীয়া—Raichssrath.

বৃটিশ যুক্তরাজ্য—পার্লিয়ামেণ্ট

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল

ভারত—(১) জাতীয় কংগ্রেস—গত সাধারণ নির্বাচনের পর এই দল কেরল ছাড়া ভারতের সব রাজ্যে এবং কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা গঠন করেছে। (২) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি—গত সাধারণ নির্বাচনের পর এই দল কেরল রাজ্যে মন্ত্রিসভা গঠন করেছে। (৩) প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি (৪) হিন্দু মহাসভা (৫) জনসঙ্ঘ (৬) ফরওয়ার্ড ব্লক (৭) বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি (৮) সোস্যালিস্ট পার্টি (৯) আকালী দল।

পাকিস্তান—(১) মুসলিম লীগ (২) আওয়ামী লীগ (৩) রিপাবলিকান পাটি।

অষ্ট্রেলিয়া—(১) লেবার পার্টি (২) লিবারেল পার্টি (৩) কান্ট্রি পার্টি।

ব্রহ্মদেশ—য়্যান্টি ফ্যাসিস্ট পিপলস্ ফেডারেশন লীগ (Anti Fascist Peoples Federation League.)

কানাডা—(১) লিবারেল পার্টি (২) প্রগ্রেসিভ কমিউনিস্ট পার্টি।

চীন—কমিউনিস্ট পার্টি।

মিশর—(১) ওয়াফদিস্ট (Wafdist) (২) সাদিস্টস্ (Saadists) (৩) লিবারেল কনস্টিটিউশন্যালিস্টস্।

ফ্রান্স—(১) কমিউনিস্ট পার্টি (২) সোস্থালিস্ট পার্টি (৩) পপুলার রিপাবলিকান মুভ্‌মেণ্ট।

জার্মানী—(১) খ্রীশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন (২) সোস্যাল ইউনিয়ন (৩) সোস্থাল ডেমোক্রস্।

জাপান—(১) লিবারেল ডিমোক্রাটিক পার্টি (২) লিবারেল পার্টি।

সুইজারল্যাণ্ড—(১) ক্যাথোলিক কনসার্ভেটিভ (২) র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক।

রাশিয়া—কমিউনিস্ট পার্টি (আগে নাম ছিল অল ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি অফ্ বলশেভিক্স্)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—(১) ডেমোক্রাটিক পার্টি (২) রিপাবলিকান পার্টি।

গ্রেট বৃটেন—(১) লেবার পার্টি (২) কনসার্ভেটিভ্ পার্টি (৩) লিবারেল পার্টি।

যুগোশ্লাভিয়া—দি লীগ্ অফ্ কমিউনিস্টস্।

নরওয়ে—(১) লেবার পার্টি (২) কনসার্ভেটিভ্ পার্টি (৩) লিবারেল পার্টি।

গ্রীস—(১) ন্যাশন্যাল র‍্যাডিক্যাল ইউনিয়ন (২) লিবারেল ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন (৩) লিবারেল পার্টি।

নিউজীল্যাণ্ড—(১) ন্যাসন্যাল পার্টি (২) লেবার পার্টি।

ফিনল্যাণ্ড—(১) সোস্থাল ডেমোক্রাটিক (২) এ্যাগ্রেরিয়ান (Agrarian) (৩) কমিউনিস্ট পার্টি।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম

রাষ্ট্রের নাম	মুদ্রার নাম	রাষ্ট্রের নাম	মুদ্রার নাম
ভারতবর্ষ	টাকা	জার্ম্মানী	মার্ক
পাকিস্তান	টাকা	ইতালি	লিরা
সিংহল	টাকা	জাপান	ইয়েন
ব্রহ্মদেশ	টাকা	চীন	টেইল
বৃটেন	পাউণ্ড	হল্যাণ্ড	ফ্লোরিন
আমেরিকা	ডলার	গ্রীস	ডাক্‌মা
ফ্রান্স	ফ্রাঙ্ক	স্পেন	পেসেটা

ভৌগলিক নামের আড়ালে

অজ্ঞাত মহাদেশ—আফ্রিকা।

শ্বেত জাতির কবর—আফ্রিকার গিণি উপকূল।

নিশীথ সূর্যের দেশ—হ্যামারফেস্ট (নরওয়ে)।

ইউরোপের ক্রীড়াভূমি - সুইজারল্যাণ্ড।

পঞ্চনদীর দেশ—পাঞ্জাব।

উদীয়মান সূর্যের দেশ—জাপান।

পৃথিবীর ছাদ—পামির মালভূমি।

চীনের দুঃখ—হোয়াংহো।

পীত নদী—হোয়াংহো।

নীল নদের দান—মিশর

নির্জন দ্বীপ—ক্রিস্টান ডি কুনহা।

নিষিদ্ধ দেশ—তিব্বত।

প্রাসাদ—ভ্যাটিকান প্রাসাদ।

হীরকখনি—দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বারলে।

গির্জ্জা—রোমের সেণ্ট পিটার্স গির্জ্জা।

হীরক—কুল্লিনাস হীরক।

মুক্তা—বেরেমফোর্ড হেম্প মুক্তা।

ঘণ্টা—রাশিয়ার জার কোলেকেল।

দূরবীক্ষণ—কালিফোর্ণিয়ার।

নদী—আমাজান।

রেলষ্টেশন—গ্রাণ্ড সেণ্ট্রাল টারমিন্যাল (নিউইয়র্ক)

পিরামিড—মিশরের পিরামিড।

বদ্বীপ — সুন্দরবন।

রাজপ্রাসাদ—মাদ্রিদের রাজ প্রাসাদ।

স্বাদু জলের হ্রদ—সুপিরিয়ার হ্রদ।

লোনা জলের হ্রদ—কাস্পিয়ান হ্রদ।

উপদ্বীপ—ভারতবর্ষ।

দ্বীপ—গ্রীনল্যাণ্ড।

গ্রন্থাগার—রাশিয়ার লেনিন গ্রন্থাগার (১,৫০,০০,০০০ বই)।

যাদুঘর—ব্রিটিশ মিউজিয়ম, লণ্ডন।

গম্বুজ—গোল্ গম্বুজ।

আগ্নেয়গিরি—মৌনলোয়া

সিনেমা হাউস—রেডিও সিটি মিউজিক হল (নিউইয়র্ক)।

(৬২০০ লোকের বসার জায়গা আছে)

ভারতের সবচেয়ে বড়

ভারতের	সবচেয়ে	বড়	রাজ্য (আয়তনে)	বোম্বাই ।
”	”	”	,, (লোকসংখ্যায়)	উত্তর প্রদেশ ।
”	”	”	শহর	কলিকাতা ।
”	”	”	নদী	গঙ্গা ।
”	”	”	রাস্তা	গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ।
”	”	”	উদ্যান	বোটানিক্যাল গার্ডেন, শিবপুর ।
”	”	”	টাকশাল	কলিকাতা টাকশাল ।
”	”	”	গাছ	বোটানিক্যাল গার্ডেনের বটগাছ
”	”	”	খাল	সারদা খাল (উত্তর প্রদেশ) ।
”	”	”	লোহার কারখানা	টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস (জামসেদপুর) ।
”	”	”	জুতার কারখানা	বাটা সু কোম্পানী ।
”	”	”	মসজিদ	জুম্মা মসজিদ, দিল্লী ।
”	”	”	পর্বত	হিমালয় ।
”	”	”	রেলপ্লাটফর্ম	সোনপুর ।
”	”	”	পুল	সোনপুর ।
”	”	”	জলের ট্যাঙ্ক	টালা ট্যাঙ্ক, কলিকাতা ।
”	”	”	স্মৃতি সৌধ	তাজমহল ।
”	”	”	যাদুঘর	ভারতীয় যাদুঘর, কলিকাতা ।
”	”	”	চিড়িয়াখানা	আলিপুর চিড়িয়াখানা ”
”	”	”	গ্রন্থাগার	জাতীয় গ্রন্থাগার ”

আড্রিয়াটিকের রাণী—ভেনিস।
ভূমধ্যসাগরের চাবি কাঠি—জিব্রাল্টার।
পবিত্র দেশ—প্যালেস্টাইন।
উত্তরের ভেনিস—স্টকহোলম।
ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্র—বল্কান।
ভারতের প্রবেশ দ্বার—বোম্বাই।

পৃথিবীতে সবচেয়ে গভীর

সাগর—প্রশান্ত মহাসাগর।
খনি—মহীশূরে কোলার স্বর্ণখনি।
হ্রদ—বৈকাল।

পৃথিবীতে সবচেয়ে লম্বা

বারান্দা (Corridor)—রামেশ্বরম মন্দিরের।
রেলওয়ে প্লাটফর্ম্ম—সুইডেনের স্টরভিক।
রেলপথ—রিগা হ'তে ব্লাডিভোষ্টক (Trans Siberian Railway)
নদী—মিসিসিপি মিসৌরি।
বাঁধ—মিশরের গাবেল আউলিয়া বাধ।
সুরঙ্গ—সুইজ্যাল্যাণ্ডের সিম্পলন।
সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত—আসামের মাওসিনরামে।
সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত—চিলির ইকুইকে।

পৃথিবীতে সবচেয়ে উঁচু

পর্ব্বত শৃঙ্গ—এভারেস্ট (২৯,০২৮ ফুট)

মর্ম্মর মূর্ত্তি—নিউ ইয়র্কের লিবার্টি মূর্ত্তি।

গির্জ্জা—জার্ম্মানীর গির্জ্জা।

টাওয়ার (Tower)—প্যারিসের আইফেল টাওয়ার।

বাঁধ—হুভার বাঁধ।

হ্রদ—দক্ষিণ আমেরিকায় টিটিকাকা হ্রদ।

বাড়ী—এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং।

সেতু—আমেরিকার কোলোরাডোয় অবস্থিত রয়্যাল গর্জ।

দেশ—তিব্বত।

গাছ—কালিফোর্নিয়ার সেকুওয়া গাছ।

শহর—তিব্বতের ফারী।

বিমান বন্দর—কাশ্মীরের লাডাখ।

পৃথিবীতে সবচেয়ে ছোট

মহাদেশ—অষ্ট্রেলিয়া। স্বাধীন রাজ্য—ভ্যাটিকান।

পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়

মহাদেশ—এশিয়া।

দেশ—রাশিয়া।

শহর—লণ্ডন।

দ্বীপপুঞ্জ—ইন্দোনেশিয়া।

মরুভূমি—সাহারা।

ভারতের সবচেয়ে বড় মন্দির	মীনাক্ষী মন্দির, মাদুরা।
" " " স্তম্ভ	কুতব মিনার।
" " " বারান্দা	রামেশ্বর মন্দিরের বারান্দা।
" " " বদ্বীপ	সুন্দরবন।
" " " হ্রদ	উলার হ্রদ, কাশ্মীর।
" " " গম্বুজ	গোল গম্বুজ।
" " " জলের বাঁধ	ভাকরা।
" " " মেলা	সোনপুরের মেলা।
" " " ক্যান্টিলিভার পুল	হাওড়া পুল।
" " " গুহামন্দির	এলোরা।
" " " জেলা	বিশাখাপত্তনম্।

ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গীতাঞ্জলির জন্য)
বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার—চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন (পদার্থ বিদ্যায়)
বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য—দাদাভাই নৌরজী।
প্রাদেশিক লাট—রায়পুরের লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ।
রয়্যাল সোসাইটির সভ্য—এ, কার্সেৎজী।
ভিক্টোরিয়া ক্রস লাভ—খুদাদাদ খাঁ।
আই. সি. এস.—সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর।
ব্যারিস্টার—জ্ঞানেন্দ্র নাথ ঠাকুর।
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংলার—আনন্দ মোহন বসু।
রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভানেত্রী—শ্রীমতী বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত।

প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য—সৈয়দ আমির আলি।
বৃটেনের লর্ড সভার সভ্য—লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ।
মহিলা প্রাদেশিক মন্ত্রী—শ্রীমতী বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত।
মহিলা রাজ্যপাল—শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।
কংগ্রেস্ সভানেত্রী—শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।
আই. সি. এস পরীক্ষায় প্রথম—অতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
আই. এম. এস.—ডাঃ গুডিভ্ চক্রবর্ত্তী।
বিলাত যাত্রী—রাজা রামমোহন রায়।
কেন্দ্রীয় আইন সভার সভাপতি—স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা।
ভারতীয় গণপরিষদের সভাপতি—সচ্চিদানন্দ সিংহ।
ভারতের গভর্ণর জেনারেল—শ্রী চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী।
ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি—ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ।
হাইকোর্টের বিচারপতি—রমা প্রসাদ রায়।
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য—স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র—চিত্তরঞ্জন দাস।
মহিলা ডাক্তার—কাদম্বিনী গাঙ্গুলি।
মহিলা এম. এ.—চন্দ্রময়ী বসু।
মহিলা ব্যারিস্টার—শ্রীমতী কর্ণেলিয়া মোরাবজী।
কম্যাণ্ডার ইন্ চীফ—জেনারেল কে. এম. কারিয়াপ্পা।
এ্যাডভোকেট জেনারেল—ভি. বি. আয়েঙ্গার।
চলচ্চিত্র নির্ম্মাতা—গোবিন্দ ফালকে।
টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড—কে. এম. রাঞ্জিৎসিংজী।
বিলাতের রয়াল আর্টিস্ট সভার সভ্য—অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

বিশ্বের কয়েকটি প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের নাম

রাশিয়া ... রাষ্ট্রপতি—মার্শাল কে, ভরোসিলভ্।
প্রধানমন্ত্রী—নিকোলাই বুলগানিন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ... রাষ্ট্রপতি—ডুইট্ আইসেনহাওয়ার।

বৃটিশ যুক্তরাজ্য ... রাণী—দ্বিতীয় এলিজাবেথ।
প্রধান মন্ত্রী—হ্যারল্ড ম্যাকমিলান্।

ফ্রান্স ... রাষ্ট্রপতি—পি. রেণে কোটি।
প্রধান মন্ত্রী—ফেলিক্স গেইলার্ড।

চীন ... চেয়ারম্যান—মাও সে তুঙ্।
প্রধান মন্ত্রী—চৌ এন লাই।

জাপান ... সম্রাট—হিরোহিটো।
প্রধানমন্ত্রী—কিশি

ব্রহ্মদেশ ... রাষ্ট্রপতি—ডাঃ বা ইউ।
প্রধানমন্ত্রী—ইউ নু।

ইউনাইটেড আরব লীগ রাষ্ট্রপতি—গামাল আব্দুল নাশের।

আফগানিস্থান ... রাজা—জাহির শাহ্।
প্রধানমন্ত্রী—সর্দার মহম্মদ দাউদ।

সিংহল .... গভর্ণর জেনারেল—ও, গুণাতিলেকে।
প্রধান মন্ত্রী—এস্, ডব্লিউ, আর, ডি, বন্দরনায়ক

পাকিস্তান ... রাষ্ট্রপতি—ইস্কান্দার মির্জ্জা।
প্রধান মন্ত্রী—ফিরোজ খাঁ নূন।

ইন্দোনেশিয়া ... রাষ্ট্রপতি—ডাঃ এ, সোয়েকর্ণো।
প্রধান মন্ত্রী—ডি, জুয়ান্দা।

অষ্ট্রেলিয়া ... গভর্ণর জেনারেল - স্যার উইলিয়াম শ্লিম্।
প্রধান মন্ত্রী—আর, জি, মেঞ্জীস।

বিশ্বের কয়েকটি প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের ভারতে প্রেরিত রাষ্ট্রদূতের নাম

রাষ্ট্রের নাম		রাষ্ট্রদূতের নাম
আফগানিস্থান	...	সর্দ্দার মোহম্মদ ওমর।
অষ্ট্রেলিয়া	...	পি, আর, হেডন্‌।
ব্রহ্মদেশ	....	ইউ, থান, আং।
চীন	...	পান, জু, লি।
মিশর	...	মুস্তাফা কামাল।
সিংহল	...	রিচার্ড আলুউইহারে।
ইন্দোনেশিয়া	...	মেজর জেনারেল আব্দুল কাদের।
জাপান	....	শিরোসি নাসু।
সুইডেন	...	শ্রীমতী আলভা ময়ারডেল। (একমাত্র মহিলা প্রতিনিধি)
পাকিস্তান	...	মিয়া জিয়াউদ্দীন।
বৃটিশ যুক্তরাজ্য	...	ম্যালকম্‌ ম্যাকেডোনাগু।
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	...	এলসওয়ার্থ বাঙ্কার।
কানাডা	...	চেস্টার রোণিং।
সুইজারল্যাণ্ড	...	ডাঃ ক্লিমেন্টি রোজোনিকো।
ফ্রান্স	...	সি, এস, অস্ত্ররোগ।
রাশিয়া	...	পি, এম, পোনেমারেঙ্কো।

বিশ্বের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রে প্রেরিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের নাম

রাষ্ট্রের নাম		রাষ্ট্রদূতের নাম
আফগানিস্থান	...	শ্রী এস্, এন্, হাকসার
ব্রহ্মদেশ	...	শ্রীলালজী মেরহোত্রা।
চীন	...	শ্রী আর, কে, নেহেরু।
চেকোশ্লোভাকিয়া	...	শ্রী জে, এন, খোশলা।
মিশর	...	নবাব আলি ইয়ার জঙ্গ।
ফ্রান্স	...	শ্রী কে, এম, পাণিকর।
জার্ম্মানী	...	শ্রী এ, সি, এন, নাম্বিয়ার।
ইন্দোনেশিয়া	...	শ্রী জি, পার্থসারথি।
ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য	...	শ্রী মতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।
জাপান	...	শ্রী সি, এস, ঝা।
সুইজারল্যাণ্ড	...	শ্রী এম, এস, মেহতা।
রাশিয়া	...	শ্রী কে, পি, এস, মেনন।
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	...	শ্রীগগন বিহারী লাল মেহতা।
অষ্ট্রেলিয়া	...	শ্রী পি, এ, মেনন।
পাকিস্তান	...	শ্রী সি, সি দেশাই।
অষ্ট্রীয়া	...	শ্রীমোহন সিং মেহতা।
কানাডা	...	শ্রী এম, এ, রউফ্।
সুইডেন	...	শ্রী আই, এস, চোপরা।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র

রাষ্ট্রপতি— ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ
উপরাষ্ট্রপতি— ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ
লোকসভার অধ্যক্ষ— শ্রীঅনন্ত শয়নম আয়েঙ্গার
" উপাধ্যক্ষ— সর্দ্দার হুকুম সিং
রাজ্য সভার সভাপতি— ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ
প্রধান মন্ত্রী— শ্রীজওহর লাল নেহেরু

ভারত সরকারের মন্ত্রামণ্ডলী

নাম	ভারপ্রাপ্ত বিভাগ
১। শ্রীজওহর লাল নেহেরু	প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ট্র এবং আনবিক শক্তি
২। শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ	স্বরাষ্ট্র
৩। শ্রীমোরারজী দেশাই	অর্থ
৪। শ্রীজগজীবন রাম	রেলওয়ে
৫। শ্রীগুলজারী লাল নন্দ	শ্রম, নিয়োগ ও পরিকল্পনা
৬। শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী	বাণিজ্য ও শিল্প
৭। সর্দার শরণ সিং	ইস্পাত, খনি ও জ্বালানী
৮। শ্রী কে, সি, রেড্ডী	পূর্ত্ত, গৃহ নির্ম্মাণ ও সরবরাহ
৯। শ্রীঅজিত প্রসাদ জৈন	খাদ্য ও কৃষি
১০। শ্রী ভি, কে, কৃষ্ণমেনন	প্রতিরক্ষা
১১। শ্রী এস, কে, পাতিল	যানবাহন ও যোগাযোগ
১২। শ্রীহাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম	সেচ ও বিদ্যুৎ শক্তি

রাষ্ট্রমন্ত্রী

নাম	ভারপ্রাপ্ত বিভাগ
১। শ্রী এস, এন, সিংহ	সংসদীয় ব্যাপার
২। শ্রী বি, ভি, কেশকার	প্রচার ও বেতার
৩। শ্রী ডি, সি, কারমারকার	স্বাস্থ্য
৪। ডাঃ পি, এস, দেশমুখ	খাদ্য ও কৃষি
৫। শ্রী কে, সি, মালব্য	ইস্পাত. খনি ও জ্বালানী
৬। শ্রীমেহের চাঁদ খান্না	পুনর্বাসন
৭। শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো	বাণিজ্য ও শিল্প
৮। শ্রীরাজ বাহাদুর	যানবাহন ও যোগাযোগরক্ষা
৯। শ্রী বি, এন, দাতার	স্বরাষ্ট্র
১০। শ্রীমানুভাই শাহ্‌	বাণিজ্য ও শিল্প
১১। শ্রী এস, কে, দে	সমাজ উন্নয়ন
১২। ডাঃ কে, এল, শ্রীমালী	শিক্ষা
১৩। শ্রী এ, কে, সেন	আইন
১৪। শ্রীহুমায়ুন কবীর	বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি বিভাগ
১৫। শ্রীগোপাল রেড্ডী	অর্থনৈতিক বিষয়

উপমন্ত্রী

নাম	ভারপ্রাপ্ত বিভাগ
১। সর্দার এস, এস, মাঝিথিয়া	প্রতিরক্ষা
২। শ্রীআবিদ আলী	শ্রম
৩। শ্রীঅনিল কুমার চন্দ	পররাষ্ট্র
১। শ্রী এম, ভি, কৃষ্ণাপ্পা	খাদ্য ও কৃষি
৫। শ্রীজয়সুখলাল হাতী	সেচ ও বিদ্যুৎশক্তি
৬। শ্রীসতীশ চন্দ্র	বাণিজ্য ও শিল্প
৭। শ্রীশ্যামনন্দন মিশ্র	পরিকল্পনা
৮। শ্রীবলীরাম ভগৎ	অর্থ
৯। ডাঃ মনোমোহন দাস	শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা
১০। শ্রীশাহনওয়াজ খাঁ	রেলপথ
১১। শ্রীমতী লক্ষ্মী এন মেনন	পররাষ্ট্র
১২। শ্রীমতী ভায়োলেট আলভা	স্বরাষ্ট্র
১৩। শ্রীকোঠা রঘুরামিয়া	প্রতিরক্ষা
১৪। শ্রীআলুঙ্গল মাথাই টমাস	খাদ্য ও কৃষি
১৫। শ্রীরামচন্দ্র মার্ত্তণ্ড হাজারনবীশ	আইন
১৬। শ্রীএস ভি রামস্বামী	রেলওয়ে
১৭। শ্রীআমেদ মহীউদ্দীন	অসামরিক বিমান চলাচল
১৮। শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ	অর্থনৈতিক ব্যাপার
১৯। শ্রী পি, এস, নস্কর	পুনর্বাসন

কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল

শ্রী এ, কে, চন্দ

নির্ব্বাচন কমিশন

প্রধান নির্বাচন কমিশনার—শ্রীসুকুমার সেন
সহকারী " " শ্রী বি, কে, ভট্টাচার্য্য
সদস্য শ্রী পি, এস, সুব্রামানিয়াম
" শ্রী পি, কে, সুংলু

পরিকল্পনা কমিশন

সভাপতি—শ্রীজওহরলাল নেহেরু
সহ সভাপতি—শ্রী ভি, টি, কৃষ্ণমাচারী
সভ্যগণ—শ্রীগুলজারি লাল নন্দ
শ্রী টি, টি, কৃষ্ণমাচারী
শ্রী ভি, কে, কৃষ্ণমেনন
শ্রীকে, সি, নিয়োগী
শ্রীপি, সি, মহালনবীশ
শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন

সৈয়দ ফজল আলি
শ্রীহৃদয়নাথ কুঞ্জরু
শ্রী কে, এম, পানিক্কর

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ

শ্রী সুধীরঞ্জন দাস (প্রধান বিচারপতি)
শ্রী এন, এইচ, ভগবতী
শ্রী বি, জগন্নাথ দাস
শ্রী টি, এল, ভেঙ্কটরাম আইয়ার
শ্রীভুবনেশ্বর প্রসাদ সিংহ
শ্রীসৈয়দ জাফর ইমাম
শ্রীএস, কে, দাস
শ্রীপি, গোবিন্দ মেনন
শ্রী জে, এল, কাপুর
শ্রী পি, বি, গজেন্দ্রগাদকার
শ্রীঅমল কুমার সরকার

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যগণ

শ্রী ভি, এস, হেজমাডি (সভাপতি)
শ্রী এ, এ, এ, ফৈজী
শ্রী এ, ভি, কানুনগো
শ্রী জে, শিবসম্মুখন পিল্লাই
শ্রী সি, জি, মহাজন
শ্রী জে, এন, মুখার্জী
শ্রী পি, এল, বর্ম্মা

ভারতীয় সেনাবিভাগের অধ্যক্ষগণ

স্থলবাহিনীর মেজর জেনারেল—কে, এস, থিমাইয়া
বিমানবাহিনীর এয়ার মার্শাল—সুব্রত মুখার্জী
নৌ-বাহিনীর ভাইস্ এ্যাডমিরাল—আর, ডি, কাটারী

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডলী

নাম	ভারপ্রাপ্ত বিভাগ
১। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়	স্বরাষ্ট্র (পুলিশ ও প্রতিরক্ষা বাদে) অর্থ, সমবায়ত স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প ও উন্নয়ন
২। শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন	খাদ্য, সাহায্য ও পুনর্বাসন
৩। শ্রীকালিপদ মুখোপাধ্যায়	স্বরাষ্ট্র (পুলিশ ও প্রতিরক্ষা)
৪। শ্রীবিমল কুমার সিংহ	ভূমি ও ভূমিরাজস্ব
৫। শ্রীআবদুস সাত্তার	শ্রম
৬। শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত	পূর্ত্ত ও গৃহ নির্ম্মাণ
৭। রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী	শিক্ষা
৮। শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর	বন ও মৎস্য
৯। শ্রীভূপতি মজুমদার	শিল্প, বাণিজ্যও উপজাতি উন্নয়ন
১০। শ্রীরফিউদ্দীন আহম্মদ	কৃষি ও সমবায়
১১। শ্রীশ্যামাপ্রসাদ বর্ম্মণ	আবগারী
১২। শ্রীঈশ্বরদাস জালান	স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ও আইন
১৩। শ্রীঅজয় কুমার মুখার্জী	সেচ ও জলপথ

রাষ্ট্রমন্ত্রী

	নাম	ভারপ্রাপ্ত বিভাগ
১।	শ্রীঅনাথ বন্ধু রায়	স্বাস্থ্য
২।	শ্রীতরুণ কান্তি ঘোষ	উন্নয়ন ও পুনর্বাসন
৩।	শ্রীমতী পূরবী মুখার্জী	পুনর্বাসন

উপমন্ত্রী

১।	শ্রীসতীশ চন্দ্র রায় সিংহ	যানবাহন
২।	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র	শিক্ষা
৩।	শ্রীতেনজিং ওয়াংদি	উপজাতি উন্নয়ন
৪।	শ্রীস্মরজিৎ বন্দোপাধ্যায়	কৃষি ও বন
৪।	শ্রীরজনীকান্ত প্রামাণিক	সাহায্য ও সরবরাহ
৬।	শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়	সমবায়
৭।	সৈয়দ কাসেম আলি মির্জ্জা	কুটির শিল্প
৮।	শ্রীজিয়াউল হক	স্বাস্থ্য
৯।	শ্রীমতী মায়া বন্দোপাধ্যায়	পুনর্বাসন
১০।	শ্রীনরবাহাদুর গুরুং	শ্রম
১১।	শ্রীজগন্নাথ কোলে	স্বরাষ্ট্র (প্রচার)
১২।	শ্রীচারুচন্দ্র মহান্তি	খাদ্য

খেলার খবর

এ, আই, এফ, এফ—অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন :—এখন ভারতবর্ষে ফুটবল খেলা পরিচালনার ভার অল্ ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের হাতে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

আই, এফ, এ, (ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন) :—এ, আই, এফ, এফ স্থাপিত হবার পূর্বে সর্ব-ভারতীয় কোন ফুটবল প্রতিষ্ঠান ছিল না। ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনই বলতে গেলে তখন এদেশের ফুটবল খেলা পরিচালনা করত। আই, এফ, এ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে।

সন্তোষট্রফি বা আন্তঃরাজ্য ফুটবল প্রতিযোগিতা

আন্তঃরাজ্য ফুটবল প্রতিযোগিতায় যে দল জয়লাভ করে তাদের যে কাপটি দেওয়া হয় সেটি আই, এফ, এ'র প্রদত্ত। ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি সন্তোষের মহারাজা স্বর্গীয় মন্মথনাথ চৌধুরীর স্মৃতি রক্ষার্থে এই কাপটি দেওয়া হয় বলে একে সন্তোষ ট্রফিও বলা হয়।

১৯৪১ সালে সর্বপ্রথম এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ বৎসর বাংলা দল জয়লাভ করে।

ডুরাণ্ড কাপ

স্যার হেনরী মাটিমার ডুরাণ্ড নামক একজন উচ্চপদস্থ বৃটিশ কর্ম্মচারী ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এই খেলাটির সূত্রপাত করেন। তাঁর নামানুসারে এই প্রতিযোগিতার নাম হয়েছে।

যে দল পরপর তিনবার ডুরাণ্ড কাপ এ জয়লাভ করে তারা ডুরাণ্ড কাপের ন্যায় একটা ছোট কাপ এবং সিমলা ট্রফি চিরকালের মত লাভ করে।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ হতে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই খেলা সিমলায় অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ হ'তে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই খেলা বন্ধ থাকে। ১৯৫০ সাল হতে এই খেলা আরম্ভ হয়েছে, তবে এখন সিমলার পরিবর্তে দিল্লীতে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ী দল রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত রৌপ্য কাপ চিরকালের মত লাভ করে।

রোভার্স কাপ

বোম্বাইয়ের রোভার্স ক্লাবের চেষ্টাতেই এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে। বোম্বাইয়ে প্রতি বৎসর এই খেলাটি মহা সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা গুলির মধ্যে বোম্বাইয়ের রোভার্স কাপ অন্যতম।

আই, এফ, এ, শীল্ড

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আই, এফ এ শীল্ড খেলা সুরু হয়। কলিকাতায় প্রতি বৎসর এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় দলগুলির মধ্যে

সর্ব্বপ্রথম কলিকাতার মোহনবাগান দল ১৯১১ খৃষ্টাব্দে এাই, এফ, এ শীল্ড লাভ করে।

কলিকাতা ফুটবল লীগ

১৮৯৮ খৃষ্টব্দে মাত্র ৮টি দল নিয়ে •এই খেলা সুরু হয়েছিল। প্রথম দিকে কেবলমাত্র ইউরোপীয় দলগুলি এই খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারত। ভারতীয় দলগুলির মধ্যে মোহনবাগান ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করার অধিকার লাভ করে। লীগ খেলায় জয় পরাজয় নির্ভর করে গোলের উপরে নয় পয়েন্টের উপর। প্রত্যেক খেলার জন্য দুটি পয়েণ্ট থাকে এবং এই দুটি পয়েণ্ট লাভে কেবল মাত্র বিজয়ী দলই সক্ষম হয়। খেলা ড্র হলে প্রতিযোগী উভয় দল, এক পয়েণ্ট করে পায়। প্রত্যেক দলকে অপর দলের সংগে দুবার খেলিতে হয়। এই ভাবে প্রত্যেক দলের খেলা শেষ হলে যে দল সবচেয়ে বেশী পয়েণ্ট পায় সেই দল বিজয়ী বলে সাব্যস্ত হয়।

ক্রিকেট

ভারতবর্ষে ক্রিকেট খেলা পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের উপর ন্যস্ত আছে। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড কোথায় এবং কি ভাবে স্থাপিত হয়েছিল তার সঠিক সংবাদ জানা যায় না। সম্ভবতঃ ১৯২৭-১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের জন্ম হয়।

রনজি ট্রফি বা আন্তঃরাজ্য ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

আন্তঃরাজ্য ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বা রণজি ট্রফির প্রবর্ত্তন হয় ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতের বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় রণজিৎ সিংয়ের নামানুসারে এই প্রতিযোগিতার নাম রাখা হয়— "রণজি ট্রফি।"

রোহিণ্টন বেরিয়া ট্রফি

ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে যে ক্রিকেট প্রতি-যোগিতা হয় এবং তাতে যে দল জয়লাভ করে তাকে রোহিণ্টন বেরিয়া কাপটি দেওয়া হয়। রোহিণ্টন বেরিয়া নামে একজন ভারতীয় ছাত্র বিলেতে পড়বার সময় মারা যায়। তার স্মৃতি রক্ষার্থে তার বাবা এই কাপটি উপহার দেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়।

কুচবিহার কাপ

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের স্কুল দলের মধ্যে ক্রিকেট খেলার এই প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। বিজয়ী দলকে যে কাপ দেওয়া হয় তার নাম কুচবিহার কাপ।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ হ'তে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে।

হকি

ভারতবর্ষে হকি খেলার সকল দায়িত্ব ভারতীয় হকি ফেডারেশনের (আই, এইচ, এফ)। ভারতীয় হকি ফেডারেশনের প্রবর্ত্তন ১৯২৪ সালে হলেও, ফেডারেশন প্রকৃত পক্ষে কাজ সুরু করে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে।

রঙ্গস্বামী কাপ বা আন্তঃরাজ্য হকি প্রতিযোগিতা

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে। বিজয়ীদলকে যে কাপ দেওয়া হয় তার নাম "রঙ্গস্বামী কাপ।" ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত এই প্রতিযোগিতা এক বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হ'ত। ১৯৪৪ সাল থেকে প্রতি বৎসর এ খেলাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বাইটন কাপ

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হতে এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বর্ত্তমানে ভারতে যে ক'টি হকি প্রতিযোগিতা হয়, তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা বাইটন কাপ। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলা সরকারের আইন উপদেষ্টা টি. ডি. বাইটন এই কাপটি উপহার দেন। তাঁর নামানুসারেই এই কাপের নাম বাইটন কাপ।

আগা খাঁ হকি প্রতিযোগিতা

বোম্বাই জিমখানা ক্লাব পরিচালিত এই প্রতিযোগিতা বোম্বাইয়ে প্রতি বৎসর অনুঠিত হয়।

ভলিবল

বর্তমানে ভারতে ভলিবল খেলার দায়িত্ব বহন করে ভলিবল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া। ১৯৫১ সালে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। ১৯৫১ সালের পূর্ব্বে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন ভারতের ভলিবল খেলা পরিচালনা করত।

বাস্কেট বল

বাস্কেট বল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫০খৃষ্টাব্দে। ভারতে বাস্কেট বল খেলা পরিচালনার এটাই সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের জন্মলাভের পূর্ব্বে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন ভারতের বাস্কেট বল খেলার পরিচালনা করত।

জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

(বা দি এডওয়ার্ড উইলিয়াম টড ট্রফি)

ভারতে পুরুষদের জাতীয় বাস্কেট বল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলকে যে কাপ উপহার দেওয়া হয় তার নাম "দি এডওয়ার্ড উইলিয়াম টড্ মেমোরিয়াল ট্রফি।" উইলিয়াম টড্ বাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান এয়ার ক্রাফট বাস্কেট বল দলের একজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় ছিলেন। বিমান দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হন। তাঁর নামানুসারে এই কাপটির নামকরণ করা হয়।

মহিলাদের জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

(বা প্রিন্স বামামত ঝা ট্রফি)

বাস্কেট বল ফেডারেশন অফ্ ইণ্ডিয়ার পরিচালনায় ১৯৫৩ সালে মহিলাদের জাতীয় বাস্কেট বল প্রতিযোগিতা সুরু হয়। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলকে যে কাপ উপহার দেওয়া হয় তার নাম "প্রিন্স বামালত ঝা ট্রফি"। হায়দ্রাবাদের প্রিন্স বামালত এই কাপটি উপহার দিয়েছিলেন বলে তাঁর নামানুসারে এই কাপটির নাম করণ করা হয়।

টেনিস

ভারতীয় লন টেনিস এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২০ সালে। বর্তমানে ভারতে টেনিস খেলার পরিচালনার ভার এই প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত।

জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতা

উত্তর প্রদেশ লন টেনিস এসোসিয়েশন সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় টেনিস প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। এই প্রতিযোগিতার নাম ছিল অল ইণ্ডিয়া লন টেনিস কমপিটিশন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই প্রতিযোগিতা কেবলমাত্র এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত হ'ত। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে এই প্রতিযোগিতার নাম পরিবর্ত্তন করে "জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতা" নাম দেওয়া হয়। তখন হ'তে এই প্রতিযোগিতা কলিকাতার সাউথ ক্লাবের পরিচালনায় কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ব্যাডমিণ্টন

ভারতবর্ষে ব্যাডমিণ্টন খেলা পরিচালনার সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান "অল ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন।" ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে এই এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা

১৯৩৪ সাল হ'তে অল ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের পরিচালনায় অল ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই খেলা কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে

লাহোরে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। তারপর হতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ হতে আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতা সুরু হয়। এই প্রতিযোগিতাকেই বর্ত্তমানে আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতা বলা হয়।

টেবিল টেনিস

ভারতবর্ষের টেবিল টেনিস খেলার সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানকে টেবিল টেনিস ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া বলা হয়। ১৯৪৭ সালের পূর্ব এই প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল "অল ইণ্ডিয়া টেবিল টেনিস ফেডারেশন।" অল ইণ্ডিয়া টেবিল টেনিস ফেডারেশন স্থাপিত হয় ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায়।

জাতীয় ও আন্তঃরাজ্য টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ হ'তে অল ইণ্ডিয়া টেবিল টেনিস ফেডারেশনের পরিচালনায় সর্ব্ব ভারতীয় ভিত্তিতে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রাদেশিক দলগুলির মধ্যে খেলাকে আন্তঃ প্রাদেশিক প্রতিযোগিতা নামে অভিহিত করা হ'ত। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় টেবিল টেনিস ফেডারেশন পুরুষ ও মহিলাদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার নাম পরিবর্ত্তন করে—"জাতীয় প্রতিযোগিতা" নাম করণ করেন এবং "আন্তঃপ্রাদেশিক" প্রতিযোগিতাকে— "আন্তঃরাজ্য প্রতিষোগিতা" নাম দেন। আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলকে যে কাপ দেওয়া হয় তার নাম "বার্ণা-বেলাক কাপ।" এই কাপটি প্রদান করেন ১৯৩৮ সালে বিশ্বের সেরা টেবিল

টেনিস খেলোয়াড়দ্বয় জি, ভি, বার্ণা ও এল্, বেলাক। এই খেলোয়াড়দ্বয় ভারতে এসে তাঁদের অপূর্ব্ব খেলা দেখিয়ে যান এবং এই দেশ থেকে চলে যাবার আগে ঐ কাপটি প্রদান করেন। পুরুষদের সিঙ্গিলস ও ডাব্‌লস খেলায় বিজয়ীদের দেওয়া হয় "পিথা-পুরন্ কাপ।" মহিলাদের সিঙ্গিলসের বিজয়িনীকে দেওয়া হয় "ত্রিবাঙ্কুর কাপ।"

এশিয়ান গেমস্

১৯৫১ সালে প্রথম এশিয়ান গেমস্ অনুষ্ঠিত হয় নয়া-দিল্লীতে। এশিয়ার ১১টি দেশ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। ভারত দলগত চ্যাম্পিয়ান হ'বার যোগ্যতা অর্জ্জন করে।

দ্বিতীয় এসিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালে ম্যানিলায় (ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে)। মোট ১৮টি দেশ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে এবং জাপান দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়। তৃতীয় এসিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হবে এই বছর (১৯৫৮) টোকিওতে।

পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান প্রধান প্রতিযোগিতা

জুলেস রিমেট ক্লাব বা বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা

১৯৩০ সাল থেকে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় এবং প্রত্যেক চার বছর অন্তর এই খেলা হয়। বিশ্ব-ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলকে যে কাপ দেওয়া হয় তার নাম জুলেস-রিমেট কাপ। ফেডারেশন অফ

ইণ্টার-ন্যাশন্যাল ডি ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি এম, জুলেস রিমেটের নামে এই কাপের নাম করা হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় পেশাদার অপেশাদার সকলেই অংশ গ্রহণ করতে পারে। যদি কোন জাতীয় দল তিনবার এই কাপ জয়লাভ করতে পারে তবে তারা চিরদিনের জন্য এই কাপ লাভ করবে।

টমাস কাপ

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যাডমিণ্টন খেলায় যে দল জয়লাভ করে তাদের যে কাপ দেওয়া হয় তার নাম টমাস কাপ। আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশনের সভাপতি স্যার জর্জ্জ এ, টমাস এই কাপটি দান করেন ব'লে এই কাপটির নাম টমাস কাপ হয়েছে। ১৯৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দ থেকে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে।

ডেভিস্ কাপ

টেনিস খেলায় এটা হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা। ডুইট্, এফ্. ডেভিস্ নামে এক জন ছাত্র এই কাপটি দান করে বলে এর নাম ডেভিস্ কাপ। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ থেকে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। প্রথমে অবশ্য আমেরিকা ও গ্রেট বৃটেন এই দুটি দেশের মধ্যে ডেভিস্ কাপের খেলা সীমাবদ্ধ ছিল। এখন পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্র এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারে।

সোয়েথলিং কাপ

বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের দলগত-প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলকে এই কাপ দেওয়া হয়। ১৯২৬ সাল থেকে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। প্রত্যেক দেশের তিনজন খেলোয়াড় এই খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারে।

মার্সেল কার্বিলন কাপ

বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় মহিলাদের দলগত প্রতি-যোগিতায় বিজয়ী দলকে এই কাপ দেওয়া হয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়।

অলিম্পিক খেলা

অলিম্পিক খেলার ইতিহাস

প্রবাদ অনুযায়ী, গ্রীকেরা হেলেন নামে একজন পূর্ব পুরুষের বংশধর বলে নিজেদের বলতো **হেলেনীজ** আর নিজেদের দেশকে বলতো হেলাস। এই **হেলাস** তখন ছিল বহু খণ্ডে বিভক্ত আর এই সব বিভিন্ন খণ্ডের রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকতো আর তার ফলে সেখানে ছিল অশান্তি। তাই শান্তি প্রতিষ্ঠা করার অভিপ্রায় নিয়ে কয়েকজন রাজা খ্রীষ্ট জন্মের ৭৭৬ বছর পূর্বে অলিম্পিক খেলার প্রবর্ত্তন করেন।

প্রথম অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল এথেন্স সহর থেকে ১২৫ মাইল দূরে লোকালয়ের বাইরে এক প্রান্তরে। সেই জায়গাটার নাম ছিল অলিম্পিয়া।

অলিম্পিক অনুষ্ঠানকে গ্রীকেরা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে মনে করতো। সেই কারণে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা সুরু করবার আগে ৬০ ফুট উঁচু থিয়াসের সোনার পাতে মোড়া পবিত্র মূর্ত্তির সামনে সূর্য্য-রশ্মির সাহায্যে আগুন জ্বালানো হতো আর সেই আগুনকে সাক্ষী রেখে সমস্ত প্রতিযোগী ও বিচারকের দলকে ন্যায়, নিষ্ঠা ও পরস্পর প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের শপথ নিতে হতো। এরপর পাঁচদিন ব্যাপী অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান সুরু হতো। বিজয়ীদের পুরস্কার হিসেবে তখন দেওয়া হতো তালপাতা এবং মাথায় পরিয়ে দেওয়া হতো "অলিভ" গাছের পাতার তৈরী মুকুট।

আধুনিক অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের ব্যারণ পিয়ারি দ্য কুবার্ত্তিন অলিম্পিক ক্রীড়া পুনরনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোগী হন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে তিনি এক সম্মেলন আহ্বান করেন যাতে কেবলমাত্র ইতালি, স্পেন ও সুইডেন যোগ দিয়েছিল। যোগদানকারী দেশগুলিকে নিয়ে একটি কমিটী গঠন করা হয় এবং এথেন্সের ষ্টেডিয়ামের ধ্বংসাবশেষের উপর নূতন ষ্টেডিয়াম তৈরী করে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হ'ল। তখন থেকে প্রতি চার বছর অন্তর বিভিন্ন জায়গায় এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তবে যুদ্ধের জন্য ১৯১৬, ১৯৪০ এবং ১৯৪৪ সালে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় নি। সপ্তম অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় (১৯২০) খৃষ্টাব্দে ভারত সর্ব্বপ্রথম যোগদান করে।

অলিম্পিকের শপথ—

"আমাদের জাতির গৌরব ও সম্মানার্থে আমরা এই শপথ গ্রহণ করছি যে, অলিম্পিক ক্রীড়ায় আমরা অংশ গ্রহণ করব এবং এই প্রতিযোগিতায় ক্রীড়া সম্পর্কিত বিধি সম্পর্কে আমাদের নিষ্ঠা অটুট থাকবে। আমরা এই প্রতিযোগিতায় যথার্থ ক্রীড়ানুরাগীর মনোভাব বজায় রাখতে অভিলাষী।"

অলিম্পিকের আদর্শ ঃ—

"অলিম্পিক ক্রীড়ায় জয়লাভ নহে, অংশ গ্রহণই বড় কথা।"

জীবনের বড় কথা বিজয় লাভ নহে সংগ্রাম। প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা লক্ষ্য নহে, সততার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাই লক্ষ্য।"

কোথায় কোন্ অলিম্পিক খেলা হয়েছিল এবং তাতে ক'টি দেশ যোগদান করেছিল তার তালিকা।

প্রথম অলিম্পিক—১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে—এথেন্সে —১২টি দেশ
দ্বিতীয় ,, —১৯০০ ,, —প্যারিসে —১৩টি ,,
তৃতীয় ,, —১৯০৪ ,, —সেণ্ট লুই — ৮টি ,,
চতুর্থ ,, —১৯০৮ ,, —লণ্ডনে —২২টি ,,
(আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটী দ্বারা সর্ব্বপ্রথম পরিচালিত হয়)
পঞ্চম অলিম্পিক—১৯১২ খৃষ্টাব্দে—ষ্টকহোলমে —২৬টি দেশ
(মহিলারা এই প্রথম যোগদান করেন)
ষষ্ঠ অলিম্পিক...অনুষ্ঠিত হয় নি
সপ্তম ,, —১৯২০ ,, —এণ্টোয়ার্পে —২৬টি ,,
অষ্টম ,, —১৯২৪ ,, —প্যারিসে —৪৫টি ,,

নবম অলিম্পিক	—১৯২৮ খৃষ্টাব্দে	—আমস্টার্ডামে	—৪৩টি	,,
দশম ,,	—১৯৩২ ,,	—লস এঞ্জেলসে	—৩৭টি	,,
একাদশ ,,	—১৯৩৬ ,,	—বার্লিনে	—৩২টি	,,

(৩০০০ জন দৌড়বীর পর্য্যায়ক্রমে দৌড়ে গ্রীসের অলিম্পিয়া গ্রাম থেকে অলিম্পিক মশাল বহন করে আনে)

দ্বাদশ অলিম্পিক, ত্রয়োদশ — অনুষ্ঠিত হয় নি

চতুর্দ্দশ ,,	—১৯৪৮ ,,	—লণ্ডনে	—৫৯টি	,,
পঞ্চদশ ,,	—১৯৫২ ,,	—হেলসিঙ্কি	—৭১টি	,,
ষোড়শ ,,	—১৯৫৬ ,,	—মেলবোর্ণে	—৬৮টি	,,

কৃতী খেলোয়াড়

ফুটবল—ডেনিস কম্পটন, ষ্ট্যানলি ম্যাথিউজ, ফেরেন পুসকাস, ইগর নেটো, স্যানলিকভ, ইয়াসিন, তাতুশচিন, লোরাণ্ড, ল্যাংটস, হিড্যোকুটি, ককসিস, জীবর, স্যালটন, টম ফিনি, বিলি বাইট, ফ্রাঙ্ক সুইষ্ট, সামাদ, রহিম, তাজ মহম্মদ, শৈলেন মান্না, মুর্গেশ, জোসেফ, আপ্পারাও।

ক্রিকেট—ডন্ ব্র্যাড্‌মান্ নীল হার্ভে, কম্পটন, গোমেজ, হ্যামণ্ড, হাসেট্, লেন হাটন, লিণ্ডওয়াল, মরিস্, রামাধীন, টাইসন, স্টলমেয়ার, ওরেল, স্ট্যাথাম, লালা অমরনাথ, বিজয় হাজারে, দত্ত ফাদকার, ভিন্নু মানকড়, মুস্তাক আলি, পঙ্কজ রায়, সি, এস নাইডু, হানিফ মহম্মদ, দিলীপ সিংজী, রণজিত সিংজী।

হকি—ধ্যানচাঁদ, কে, ডি, সিং (বাবু), বলবীর সিং।

টেবিল টেনিসে—ভিক্টর বার্ণা, জনি লীচ, জোসিকো তানাকা, ইচিরো ওগিমুরা।

টেনিস—জে, আর্কিনস্টল, ডোনাল্ড বাজ, ফ্রাঙ্ক সেজম্যান, বাজ পেটি, কুট নেলসন, লিউ হোড, পাঞ্চ সেগুরা, পাঞ্চ গঞ্জালেস, জে ড্রবনি, নরেশ কুমার, আর, কৃষ্ণান ;

ব্যাডমিণ্টন--ওং পেং সুং, এ, ডি, চুং, তান জো হক, টি, এন শেঠ, দাভিন্দর মোহন।

Common Abbreviations

A. I. F. F.—All India Football Federation.

A. D.—Anno Domini (in the year of our Lord).

A. D. C.—Aide-de-Camp.

A. I. C. C.—All India Congress Committee.

A. I. N E. C.—All India Newspaper Editors Conference

A. I. N. T. U. C.—All India National Trade Union Congress.

A. I. R. F.—All India Railwaymen's Federation.

A. I. T. U. C.—All India Trade Union Congress.

A. I W. C.—All India Women's Congress.

A. M.—Ante Meridian (before noon).

A. R. P.—Air Raid Protection.

B. A.—Bachelor of Arts.

Bar—Barrister.

B. B. C.—British Broadcasting Corporation.

B. C.—Before Christ.

B. Com.—Bachelor of Commerce.

B. E.—Bachelor of Engineering.

B. I. S.—British Information Service.

B. Sc.—Bachelor of Science.

C. A.—Chartered Accountant.

Cantab—Cantabrigiensif (of Cambridge University).

C. D. P.—Community Development Project.

C. G. S.—Centimetre gramme Second.
C. I. D.—Criminal Investigation Department.
C. I. F.—Cost Insurance Freght.
C/o—Care of.
C. O. D.—Cash on Delivery.
C. S. I. R.—Council of Scientific and Industrial Research
Cwt.—Hundredweight.
D. D. T.—Dichloro-Diphenyl trichloro-ethane.
D. L. O.—Dead Letter Office.
D. Lit—Doctor of Literature.
D. P. H.—Diploma in Public Health.
D. Phil—Doctor of Philosophy.
D. P. I.—Director of Public Instruction.
D. Sc.—Doctor of Science.
D. V. C.—Damodar Valley Corporation.
E & O. E.—Errors and omissions excepted.
E. C. A. F. E.—Economic Commission for Asia and the Far East.
F. A. O.—Food and Agriculture Organisation.
F. H. Lt.—Flight Lieutenant.
F. O. R.—Free of Railway charges.
F. R. A. S.—Fellow, Royal Asiatic Society,
,, ,, Astronomical Society.
F, R. C. S.—Fellow of the Royal College of Surgeons.
F. R. C. P.— ,, ,, ,, ,, ,, ,, Physicians.

F. R. G. S.—Fellows Royal Geographical Society.

G. M. T.—Greenwich Mean Time.

G. O. C.—General Officer Commanding.

G. P. O.—General Post Office.

H. P.—Horse Power.

I. A. C.—Indian Airlines Corporation.

I. A. F.—Indian Air Force.

I. C. A. R.—Indian Council of Agricultural Research.

I. C. I.——Imperial Chemical Industries.

I. C. S.—Indian Civil Service.

I. F. A.—Indian Football Association.

I. F. S.—Indian Foreign Service.

I. L. O.—International Labour Organisation.

I. M. F—International Monetary Fund.

I. M. P. P. A.—Indian Motion Picture Producers Association.

I. M. S.—Indian Medical Service.

I. N. A.—Indian National Army.

I. N. T. U. C.—Indian National Trade Union Congress

I. S. T.—Indian Standard Time.

J. P.—Justice of the Peace.

K. M. T.—Kuomingtong.

Kt.—Knight.

Ll. B.—Bachelor of Laws

M. A.– Master of Arts.

M. B. B. S.—Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery.
M. Com.--Master of Commerce.
M. D.—Doctor of Medicine.
M. E. S.—Military Engineering Service.
M. L. A.—Member of the Legislative Assembly.
M. L. C.—Member of the Legislative Council.
M. O.—Medical Officer, Money Order.
M. P.—Member of the Parliament.
M. P. H.—Miles per hour.
M. R. C. P.—Member of the Royal College of Physicians
M. R. C. S.— " " " " " " Surgery.
M. R. S. T.—Member of the Royal Society of Teachers.
M. Sc.—Master of Science.
N. A. T. O.—North Atlantic Treaty Organisation.
N. C. C.—National Cadit Corps.
N. E. F. A.—North Eastern Frontier Agency.
N. W. F. P.—North-Western Frontier Province.
O. C.—Officer Commanding.
O. K.—All Correct.
Oxon—Odford.
P. A.—Personal Asssistant.
P. E. N.—International Club of Poets, Play wrights, Editors, Essayists and Novelists.
Ph. D.—Doctor of Philosophy.

P. M.—Post Meridiem (after noon).
P. M. G.—Post Master General.
P. O. D.—Pay on Delivery.
P. O. W.—Prisoner of War.
P. R. O.—Public Relations Officer.
P. W. D.—Public Works Department.
Q. E. D.—Quod erat demonstrandum (which was to be proved).
R. A. F.—Royal Air Force.
R. C. P. I.—Revolutionary Communist Party of India.
R. M. S.—Railway Mail Service.
R. S. V. P.—Repondez sil vous plait (Reply if you Please).
S. E. A. T. O.—South-East Asia Treaty Organization.
S. O. S.—Save our souls.
S. P. C A.—Society for the Prevention of Cruelty to Animal.
T. C. A.—Technical Co-operation Aid.
T. T. C.—Travelling Ticket Checker.
T. V, A.—Tennessee Valley Authority.
U. K.—United Kingdom.
U. N. C. I. P.—United Nations Commission on India and Pakistan.
U. N. I. C. E. F.—United Nations International children's Emergency Fund.

U. N. E. S. C. O.—United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation.

U. N. O.—United Nations Organisation.

U, N. R. R. A.—United Nations Relief and Rehabilitation Administration.

U. P. S. C.—Union Public Service Commission.

U. S. S. R.—Union of Soviet Socialist Republics.

V. I. P.—Very Important Persons.

V. P. P.—Value Payable Packet (Parcel).

W. H. O.—World Health Organisation.

X'mas—Christ mas.

Y. M. C. A.—Young Men's Christian Association.

Y. W. C. A.—Young Women's Christian Association.

বিশ্ব-পরিচিতি

এশিয়া ও ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির বিবরণ ঃ

পাকিস্তান ঃ—১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বষ্টি হয়।

১৯৫৬ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী হ'তে পাকিস্তান একটি **ঐশ্লামিক গণতন্ত্ররাষ্ট্রে** (Islamic Republic of Pakistan) পরিণত হয়েছে। ঐ সময় হ'তে পাকিস্তানকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই দুইভাগের নাম হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান (পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির মিলনে) এবং পূর্ব পাকিস্তান।

পশ্চিম পাকিস্তানের রাজধানী লাহোর, পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা আর পাকিস্তানের রাজধানী **করাচী**। পাকিস্তানের আয়তন প্রায় ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা ৭ কোটি ৫৮ লক্ষ।

ধান ও গম এখানে প্রচুর জন্মে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী পাট উৎপন্ন হয় পূর্ব পাকিস্তানে। চট্টগ্রাম পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত একটি বড় বন্দর। রাওলপিণ্ডি, মূলতান, শিয়ালকোট, মুরী প্রভৃতি পশ্চিম পাকিস্তানের বড় বড় শহর। করাচী বড় শহর ও বন্দর।

নেপাল ঃ—স্বাধীন পার্বত্য রাজ্য। আয়তন ৫৪০০০ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৮৪ লক্ষ। রাজধানী **কাঠমণ্ডু**। এখানে বিখ্যাত পশুপতি নাথের মন্দির অবস্থিত। বিরাট নগর শিল্পকেন্দ্র। কপিলাবস্তু বুদ্ধদেবের জন্মস্থান।

ভুটান :—স্বাধীন রাজ্য বটে, তবে পররাষ্ট্র বিষয়ে ভারত সরকারের পরামর্শ মত চালিত হয়। অধিবাসীদের অধিকাংশই বৌদ্ধ। আয়তন ১৮০০০ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৬ লক্ষ। রাজধানী—**পুন্যাখ্যা**।

সিকিম :—আয়তন ১৪ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৩৬,০০০। রাজধানী **গ্যাংটক**।

মালয় যুক্তরাষ্ট্র বা ফেডারেশন অফ্ মালয় :—আয়তন ৫১০০০ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৬০ লক্ষ। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক রবার এবং এক তৃতীয়াংশ টিন এখানে পাওয়া যায়। রাজধানী **"কুয়ালা-লামপুর।"**

সিঙ্গাপুর দ্বীপ :—আয়তন মাত্র ২২৫ বর্গ মাইল ; লোক সংখ্যা ১১ লক্ষ। রাজধানী **সিঙ্গাপুর** পৃথিবীর একটি বৃহত্তম বন্দর। সিঙ্গাপুর প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের সংযোগস্থলে অবস্থিত ব'লে এটি পৃথিবীর প্রধান সমুদ্র পথ সমূহের একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র।

ইন্দোনেশিয়া :—অনেকগুলি দ্বীপ নিয়ে ইন্দোনেশিয়া যুক্ত গণতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত। আয়তন ৫,৫৭০০০ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৮ কোটির কিছু কম। এখানে প্রচুর পরিমাণে রবার পাওয়া যায়। রাজধানী **জাকার্ত্তা** বড় বন্দর। জাভা এখানকার সর্বাপেক্ষা উন্নত দ্বীপ। এর আয়তন ১½ লক্ষ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা ৫ কোটি। বোর্ণিও দ্বীপ। পৃথিবীর দ্বীপগুলির মধ্যে আয়তন দ্বিতীয়।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ :—৭০০০ দ্বীপ নিয়ে গঠিত। এদের মোট আয়তন ১¼ লক্ষ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা ২ কোটি। রাজধানী **ম্যানিলা** বড় বন্দর। এখানকার বৃহত্তম দ্বীপ—**লুজন**।

চীন সাধারণতন্ত্র :—আয়তনে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। আয়তন ৩৯ লক্ষ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা ৬০ কোটি। ইয়াং সিকিয়াং এখানের সর্বশ্রেষ্ঠ নদী। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ধান এবং চা জন্মে এখানে। কয়লাও প্রচুর পাওয়া যায়। এখানে প্রচুর পরিমাণে কেওলিন, এন্টিমনি, টাংস্টেন, তাম্র ও স্বর্ণ পাওয়া যায়। রাজধানী **পিকিং**। এর উত্তরে আছে চীনের বিখ্যাত প্রাচীর। নানকিং প্রাচীন রাজধানী। সাংহাই পৃথিবীর চতুর্থ নগর।

কোরিয়া :—চীনের পূর্বদিকে অবস্থিত একটি পার্বত্য উপদ্বীপ। আয়তন ৮৫০০০ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা ২½ কোটি। কোরিয়া দু'ভাগে বিভক্ত—উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়া। উত্তর কোরিয়ার রাজধানী **পিওঙ্গইয়াঙ্গ** এবং দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী **সিওল**।

থাইল্যাণ্ড বা শ্যাম :—আয়তন ২ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ১¾ কোটি। অধিবাসীদের অধিকাংশ বৌদ্ধ। রাজধানী **ব্যাঙ্কক** বড় শহর ও বন্দর।

লেওস :—আয়তন ৯০,৯০০ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ২০ লক্ষ। রাজধানী **লুয়াংপ্রবং**।

ক্যাম্বোডিয়া :—আয়তন ৭২০০০ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৪০ লক্ষ। রাজধানী **মম্পেন**।

ভিয়েটনাম :—দুভাগে বিভক্ত। উত্তর ভিয়েটনাম ও দক্ষিণ ভিয়েটনাম। উত্তর ভিয়েটনামের আয়তন ৬৪,০০০ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষ। রাজধানী **হানয়**।

দক্ষিণ ভিয়েটনামের আয়তন ৬৫০০০ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা ১ কোটির কিছু বেশী। রাজধানী **সাইগন**।

সিংহল :—ভারতের দক্ষিণে সিংহল দ্বীপ। আয়তন ২৫০০০ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৮১ লক্ষ। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে বছরে দুবার বর্ষাকাল হয়। এখানে প্রচুর চা, কফি, কোকো, সিঙ্কোনা, রবার, তামাক ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এখানে নানাস্থানে মুক্তাও পাওয়া যায়। রাজধানী **কলম্বো** প্রধান বন্দর ও পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ পোতাশ্রয়। **অনুরাধাপুর** প্রাচীন রাজধানী ও বৌদ্ধদিগের তীর্থস্থান।

ব্রহ্মযুক্ত রাষ্ট্র (Union of Burma)—ভারতের পূর্বদিকে এই দেশ। আয়তন ১$\frac{3}{4}$ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ১$\frac{3}{4}$ কোটি। এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান জন্মায় এবং প্রচুর খনিজ তৈল পাওয়া যায়। রাজধানী **রেঙ্গুন** বড় শহরও বন্দর। মান্দালয় প্রাচীন রাজধানী। মোলমেন, আকিয়াব, ভামো প্রধান প্রধান শহর ও বানিজ্যকেন্দ্র।

আফগানিস্তান :—আয়তন প্রায় ২$\frac{1}{2}$ লক্ষ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা ১ কোটি। এদেশের অধিকাংশই মরুভূমি। এখানে রেলপথ নাই। রাজধানী **কাবুল** বানিজ্য কেন্দ্র। প্রাচীন গজনী নগরের ধ্বংসাবশেষ কাবুলের দক্ষিণে দেখা যায়। কান্দাহার ও হিরাট বড় শহর।

পারস্য (ইরাণ)—আয়তন ৬$\frac{1}{2}$ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ২ কোটি। এখানে প্রচুর পরিমাণে খনিজ তৈল পাওয়া যায়। অধিবাসীদের অধিকাংশ মুসলমান। রাজধানী **তেহরান** প্রধান শহর। ইস্পাহান একটি প্রাচীন নগর। আবাদানে তৈল সংশোধনাগার আছে।

ইরাক :—আগে এই দেশের নাম ছিল মেসোপটেমিয়া। আয়তন ১¾ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৫০ লক্ষ। এখানে প্রচুর খেজুর উৎপন্ন হয়। এখানে খনিজ তৈলও পাওয়া যায়। রাজধানী **বাগদাদ** বড় শহর ও বন্দর। বসরা একটি বড় শহর। কারবালা প্রান্তর এবং প্রাচীন ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়।

আরব :—পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপ। অনেকগুলি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। রাষ্ট্রগুলির মধ্যে **সৌদি আরব** প্রধান। আয়তন ১০½ লক্ষ মাইল, লোক সংখ্যা ৭২ লক্ষ। এদেশের অধিকাংশই মরুভূমি। এখানে প্রচুর খেজুর উৎপন্ন হয়। সৌদি আরবের রাজধানী **রিয়াদ**। **মক্কা** হজরত মহম্মদের সমাধিস্থান। এডেন, বড় বন্দর ও বিমান ঘাঁটি বৃটিশের অধিকৃত অঞ্চল।

লেবানন :—আয়তন ৩০০০ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা ১৪ লক্ষ। রাজধানী **বীরুট** বড় বন্দর।

সিরিয়া :—আয়তন ৭২০০০ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৩৬ লক্ষ। এদেশের অধিকাংশ মরুভূমি। রাজধানী **দামাস্কাস** প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। সিরিয়া ও মিশর মিলে হয়েছে ইউনাইটেড আরব লীগ্।

ইস্রায়েল :—আয়তন ৮০০০ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ১৭ লক্ষ। রাজধানী **জেরুসালেম**। তেল-আভিব একটি বড় বন্দর।

জর্ডন :—আয়তন ৩৭০০০ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ১৫ লক্ষ। মরুভূমি অঞ্চল। রাজধানী **আম্মান**।

জাপান দ্বীপপুঞ্জ :—চারিটি বড় দ্বীপ **হোক্কাইডো, হনসু, সিকোকু** ও **কিউসু** এবং ৭০০র অধিক ছোট দ্বীপ নিয়ে জাপান গঠিত। আয়তন ১৪,২৬৪৪ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা প্রায় ৯ কোটি।

এখানে ২০০র বেশী আগ্নেয়গিরি আছে। তাদের মধ্যে ফুজিয়ামা সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে বিখ্যাত। এখানে প্রায় প্রত্যহই ভূমিকম্প হয়। এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান, সয়াবীন, আখ, তামাক কার্পাস ও চা উৎপন্ন হয়। রাজধানী **টোকিও** প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র, এশিয়ার বৃহত্তম নগর এবং পৃথিবীর তৃতীয় শহর। ইওকোহামা, ওমস্কা, কোবে, কিওটো প্রধান প্রধান শহর ও বানিজ্য কেন্দ্র। **নাগাসিকি** জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র। **হিরোসিমা** একটি বড় বন্দর। গত মহাযুদ্ধের সময় হিরোসিমা এবং নাগাসিকি ধ্বংস হয়েছিল।

তুরস্ক :—এদেশের কিছু অংশ এশিয়ার এবং কিছু অংশ ইউরোপে অবস্থিত। আয়তন ৩ লক্ষ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা দুই কোটির কম। রাজধানী **আঙ্কারা**।

সোভিয়েৎ সাধারণতন্ত্র—ইংরাজীতে এই দেশকে বলা হয় Union of Socialist Soviet Republics (U. S. S. R.)। আয়তনে পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ। আয়তন ৮৭ লক্ষ বর্গমাইল, লোক সংখ্যা ১৯$\frac{১}{২}$ কোটি। এই দেশের প্রায় $\frac{৩}{৪}$ ভাগ এশিয়াতে অবস্থিত এবং বাকী অংশ ইউরোপে। এখানকার **বৈকাল হ্রদ** পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ। এখানে প্রচুর পরিমাণে গম, যব, ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। কয়লা, খনিজ তৈল, ম্যাঙ্গানীজ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বাকু তৈল খনির নাম বিখ্যাত। নানাদিক থেকে এই দেশ বিশেষ উন্নত।

রাজধানী **মস্কো** বড় শহর ও বানিজ্য কেন্দ্র। অন্যান্য বড় শহর গুলির মধ্যে লেনিনগ্রাড, কীভ, গর্কি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ—এখানকার প্রধান খনিজ দ্রব্য কয়লা। লাঙ্কাসায়ার, ম্যাঞ্চেষ্টার ও গ্লাসগো, বার্মিংহাম, শেফিল্ড লৌহ শিল্পের

কেন্দ্র। লিভারপুল জাহাজ নির্ম্মান কেন্দ্র। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের দুটি অংশ বৃটিশ যুক্তরাজ্য এবং আয়র্লণ্ড।

বৃটিশ যুক্তরাজের রাজধানী **লণ্ডন,** পৃথিবীর বৃহত্তম শহর। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম জগদবিখ্যাত। লণ্ডনের নিকটে হ্যারো ও ইটন নামে দুটি বিখ্যাত পাব্‌লিক স্কুল আছে। লীডস্‌, লিভারপুল, ম্যাঞ্চেষ্টার, সাউদ্যাম্পটন, ডানহাম প্রভৃতি বড় বড় শহর এবং বাণিজ্য কেন্দ্র।

ডাবলিন—আয়র্লাণ্ডের রাজধানী এবং এখানকার প্রধান বন্দর ও নগর।

ইটালী—আয়তন ১½ লক্ষ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৪¼ কোটি। ইটালীর পশ্চিমে কর্সিকা ও সার্ডিনিয়া দ্বীপ এবং দক্ষিণে সিসিলি। এদেশের রেশম ও মদ্য শিল্প বিশেষ উন্নত। রাজধানী **রোম** প্রধান নগর ও প্রাচীন শিল্পকলার কেন্দ্র। **ভ্যাটিক্যান সিটিতে** পোপের বাসস্থান। জেনোয়া সর্বপ্রধান বন্দর। ভেনিস বন্দর সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত।

যুগোশ্লাভিয়া—আয়তন ১ লক্ষ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১⅔ কোটি, রাজধানী **ড্যানিউব**।

বুলগেরিয়া—আয়তন ৪৩,০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৭৫ লক্ষ। রাজধানী **সোফিয়া**। ভার্ণা বড় বন্দর।

য়্যালবেনিয়া—আয়তন ১১,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১৩ লক্ষ। রাজধানী **টিরানা**।

গ্রীস—আয়তন ৫১,০০০ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা ৭৬ লক্ষ। রাজধানী **এথেন্স** প্রধান বন্দর ও প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার কেন্দ্র।

মাইল। লোকসংখ্যা ১,৫২,৫০৬। রাজধানী রিকিয়াভিক। এখানে হেকলা নামে আগ্নেয়গিরি আছে।

ফিনল্যাণ্ড :—বাল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত ব'লে একে বাল্টিক রাজ্য বলে। আয়তন ১,২০,০০০ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা ৪২ লক্ষ। এখানকার কাগজ ও কাষ্ঠ শিল্প উন্নত। রাজধানী **হেলসিংকি**।

পোল্যাণ্ড—আয়তন ১$\frac{২}{৫}$ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ২$\frac{১}{২}$ কোটি। রাজধানী **ওয়ারশ** বড় শিল্পকেন্দ্র।

পশ্চিম জার্ম্মানী—আয়তন ৯৮০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৫ কোটি। লোহ ও ইস্পাত, চিনি, নানা প্রকার যন্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ, কাঁচ, প্রভৃতি এদেশের প্রধান শিল্প। রাজধানী **বন্** বড় শিল্প কেন্দ্র। মিউনিক একটি প্রধান নগর ও শিল্প কেন্দ্র। ডুসেলডর্ফ বস্ত্র শিল্পের কেন্দ্র।

পূর্ব জার্ম্মানী—আয়তন ৪২০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১$\frac{৩}{৪}$ কোটি। রাজধানী **বার্লিন** প্রধান শহর ও শিল্প কেন্দ্র। লিপজিগ চর্ম্ম ব্যবসা ও মুদ্রন শিল্পের কেন্দ্র।

হাঙ্গারী—পার্বত্য দেশ। আয়তন প্রায় ৩৬০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি। ড্যানিউব এখানকার প্রধান নদী। এখানে প্রচুর পরিমাণে গম জন্মে। ড্যানিউবের পশ্চিমে বুড ও পূর্বে পেষ্ট অবস্থিত। রাজধানী (সম্মিলিত) বুডাপেষ্ট।

দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির বিবরণ

ভেনিজুয়েলা :—দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত। আয়তন ৩$\frac{১}{২}$ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৫০ লক্ষ। রাজধানী **কারাকাস**।

কলম্বিয়া :—দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত। আয়তন ৪$\frac{১}{২}$ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ১$\frac{১}{৪}$ কোটি। এখানকার খনিতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, ম্যাঙ্গানীজ, প্লাটিনাম ও খনিজ তৈল পাওয়া যায়। **বাগোটা** এদেশের রাজধানী।

গিয়ানা :—এই দেশ তিন ভাগে বিভক্ত—ব্রিটীশ গিয়ানা, ওলন্দাজ গিয়ানা এবং ফরাসী গিয়ানা, মোট আয়তন ১$\frac{৩}{৪}$ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৭ লক্ষ। ব্রিটীশ গিয়ানার রাজধানী **জর্জ্জ টাউন,** ওলন্দাজ গিয়ানার রাজধানী **প্যারামারিপে** আর ফরাসী গিয়ানার রাজধানী **কেরেল**। ব্রিটীশ গিয়ানার **কাইয়েটুর** প্রপাত পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত।

ইকুয়েডর :—আয়তন ২$\frac{৩}{৪}$ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৩৩ লক্ষ। রাজধানী **কিটো**।

ব্রেজিল :—পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম দেশ। আয়তন ৩৩ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৫$\frac{২}{৫}$ কোটি। এখানে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে কফি জন্মে। তাছাড়া কোকো, তামাক, চিনি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। হীরক, স্বর্ণ, কয়লা, লৌহ প্রভৃতি এখানকার খনিজ সম্পদ। রাজধানী **"রিওডিজেনিরো"** প্রধান বন্দর।

প্যারাগুয়ে :—আয়তন ১$\frac{৩}{৫}$ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ১৫ লক্ষ রাজধানী **য়্যাসনসিওন**।

উরুগুয়ে :—আয়তন ৭২০০০ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ২৫ লক্ষ। **মন্টিভিডিও** এখানকার রাজধানী ও প্রধান বন্দর।

আর্জেন্টিনা :—আয়তন ১১ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লক্ষ। এখানে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী

রুমানিয়া—আয়তন ৯২,০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১$\frac{২}{৩}$ কোটি। রাজধানী **বুখারেষ্ট**।

সুইজারল্যাণ্ড—আল্পসের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। আয়তন ১৬,০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৪৭ লক্ষ। এখানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। এখানে অনেক ঘড়ির কারখানা আছে। রাজধানী **বার্ণ**। জুরিখ বৃহত্তম নগর ও শিল্প কেন্দ্র। **জেনেভাতে** রাষ্ট্রসঙ্ঘের দপ্তর আছে।

অষ্ট্রীয়া—পার্বত্য দেশ। আয়তন ৩৩,০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৬৯ লক্ষ। রাজধানী **ভিয়েনা**।

চেকোশ্লোভাকিয়া—একটি পার্ব্বত্য দেশ। আয়তন ৫৪,০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১$\frac{১}{৪}$ কোটি। এদেশের নানাস্থানে কয়লা, লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, রেডিয়াম প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। কাঁচ, কাগজ, লৌহ ও ইস্পাত, পশম বস্ত্র-প্রধান শিল্প। রাজধানী **প্রাগ** বড় শিল্প কেন্দ্র।

স্পেন—ইউরোপের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ। আয়তন প্রায় ২ লক্ষ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ২$\frac{৪}{৫}$ কোটি। রাজধানী **মাদ্রিদ**।

পর্ত্তুগাল—আয়তন ৩৫,০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৭৬ লক্ষ। রাজধানী ও প্রধান বন্দর **লিসবন**। এখানকার অধিবাসীদের পর্ত্তুগীজ বলা হয়।

ফ্রান্স—আয়তন ১$\frac{৩}{৩}$ লক্ষ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ৪$\frac{১}{২}$ কোটি। রাজধানী—"প্যারি" (Paris) বড় শহর। প্যারির মত সুন্দর শহর পৃথিবীতে খুব কমই আছে। প্যারিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কার্যালয় আছে।

বেলজিয়াম—আয়তন ১২,০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৮৮ লক্ষ। রাজধানী **ব্রাসেলস্**। বেলজিয়মের লৌহ, ইস্পাত ও কাঁচ-শিল্প বিখ্যাত। প্রধান বন্দর এণ্টোয়ার্প।

লুক্সেমবার্গ—(Luxemberg) একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। আয়তন ৯৯৯ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা—৩০,৪০০০। রাজধানী **লুক্সেমবার্গ**।

হল্যাণ্ড বা নেদারল্যাণ্ডসঃ—একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। এদেশের অধিবাসীদের **ওলন্দাজ** (Dutch) বলা হয়। আয়তন ১৩,০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১ কোটি ৫ লক্ষ। এদেশে কয়লা কম বলে হাওয়া কল (wind mill) দ্বারা এখানকার অনেক শিল্প কার্য চালান হয়। রাজধানী **আমষ্টার্ডম**। বন্দর "দি হেগ", রটার্ডম। এদেশের দুগ্ধজাত দ্রব্য, বস্ত্র, কাঁচ, কাগজ প্রভৃতি শিল্প উন্নত।

ডেনমার্ক—অনেকগুলি দ্বীপ নিয়ে এই দেশ গঠিত। এখানকার অধিবাসীদের বলা হয় দিনেমার (Danes)। আয়তন ১৭,০০০বর্গমাইল, লোকসংখ্য ৩৮ লক্ষ। এখানে যথেষ্ট সংখ্যক গরু, শূকর, হাঁস ও মুরগী পালিত হয়। রাজধানী, প্রধান নগর ও বন্দর **কোপেনহ্যাগেন**।

নরওয়ে—একটি পার্বত্য দেশ। আয়তন ১¼ লক্ষ বগমাইল, লোকসংখ্যা ৩৩ লক্ষ। রাজধানী **অসলো**। হ্যামারফেস্ট একটি বড় বন্দর। এখানকার কাগজ শিল্প যথেষ্ট উন্নত।

সুইডেন—আয়তন ১,৭৬,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৭২ লক্ষ। এখানকার প্রধান শিল্প কাগজ, দিয়াসালাই ও লৌহ। রাজধানী **ষ্টকহোলম** প্রধান বন্দর ও শিল্প কেন্দ্র। গোটেবাগ একটি বড় বন্দর।

আইসল্যাণ্ডঃ—একটি পার্বত্য দ্বীপ। আয়তন ৩৯,৭৫৮ বর্গ-

তিসি উৎপন্ন হয়। রাজধানী **বুয়েনস এয়ার্স** প্রধান নগর ও বন্দর।

পেরু :—আয়তন ৫২/৩ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৮৫ লক্ষ। রাজধানী **লিমা**। কালাও প্রধান বন্দর।

বলিভিয়া :—আয়তন ৪ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৩০ লক্ষ। রাজধানী **লাপাজ**।

চিলি :—আয়তন ৩ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৫০ লক্ষ। এদেশে বহু আগ্নেয় গিরি আছে। রাজধানী **স্যান্টিয়াগো**। এদেশের প্রধান বন্দর ভ্যালপারিসো।

উত্তর আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির বিবরণ

ক্যানাডা—পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম দেশ। আয়তন ৩৮½ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ১½ কোটি। এখানে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী নিকেল, কোবাল্ট ও য়্যাসবেস্টস পাওয়া যায়। ১২টি প্রদেশ নিয়ে গঠিত ক্যানাডা ডোমিনিয়ন। রাজধানী **অটোয়া** বড় শিল্প কেন্দ্র। হ্যালিফক্স একটি বড় পোতাশ্রয় ও জাহাজ নির্ম্মান কেন্দ্র। টরণ্টো, ভিক্টোরিয়া, সেণ্টজন্স, গ্রাণ্ডব্যাঙ্ক ইত্যাদি প্রধান শহর।

গ্রীনল্যাণ্ড—আয়তন ৮,৩৯,৭৮২ বর্গমাইল, লোক-সংখ্যা ২৪০০০। এখানে শীত অত্যন্ত অধিক। ডেনমার্কের অধীনে এই দেশ। রাজধানী **গডথাব**।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—আয়তন প্রায় ৩০ লক্ষ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১৫ কোটি। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী কার্পাস জন্মে এইখানে।

খনিজ সম্পদে এদেশ অতুলনীয়। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী কয়লা, খনিজ তৈল, সীসা, দস্তা ও তামা পাওয়া যায়। তাছাড়া প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ ও রৌপ্য পাওয়া যায়। এখানে প্রচুর পরিমাণে জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় বলে নানারকম কলকারখানা আছে। রাজধানী **ওয়াশিংটন** বড় শহর। নিউইয়র্ক—বড় শহর ও বন্দর। পৃথিবীতে লণ্ডন শহরের পরেই এর স্থান। **লেকসাক্সেসে** রাষ্ট্রসঙ্ঘের **প্রধান** কার্যালয়। চিকাগো, সেণ্টলরেন্স, বোষ্টন, ফিলাডেলফিয়া, বাল্টিমোর নিউঅর্লিন্স শহর। ডেট্রয়েট—মোটর কারখানা পৃথিবীতে বৃহত্তম। পিটসবার্গ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বড় কেন্দ্র।

মেক্সিকো—আয়তন প্রায় ৭⅘ লক্ষ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় তিন কোটি। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক রৌপ্য এখানে পাওয়া যায়। রাজধানী **মেক্সিকো** বড় শহর।

গুয়াটেমালা—আয়তন ৪২,০৪২ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৩০,১২,০০০। রাজধানী **গুয়াটেমালা**।

হণ্ডুরাস—আয়তন ৪৩,২২৭ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১৫,৩৩,০০০। রাজধানী **তেতেসিগাল্পা**।

পানামা—আয়তন ২৮,৫৭৫ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৮,৮৭,৪০০। ৪৫০ মাইল লম্বা পানামা খাল হ'তে এ রাজ্যের প্রচুর আয় হয়। রাজধানী **পানামা**।

কোষ্টারিকা—আয়তন ৩২,০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৮,৯৮,০০০। রাজধানী **স্যাঁজোস**।

কিউবা—আয়তন ৪৩,১৬৪ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৫৯,২৬,০০০। এটি একটি দ্বীপ। এখানে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ ইক্ষুর চাষ হয়। রাজধানী **হাভানা**। এখানকার চুরুট বিখ্যাত।

হাইতি—এই দ্বীপটি নিগ্রোদের শাসনে আছে। আয়তন ১০,৭১৪ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৩১,১২,০০০। রাজধানী **পোর্তোর্ডপ্রিন্স**।

অষ্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রগুলির বিবরণ

কুইন্সল্যাণ্ড—আয়তন ৬$\frac{৩}{৪}$ লক্ষ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১১,০০,০০০। এখানে প্রচুর স্বর্ণ পাওয়া যায়। রাজধানী **ব্রিসবেন** প্রধান বন্দর।

নিউ সাউথ ওয়েলস—আয়তন ৩$\frac{১}{১০}$ লক্ষ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৩৫ লক্ষ। এখানে অষ্ট্রেলিয়ার প্রায় অর্দ্ধেক মেষ পালিত হয়। এখানে স্বর্ণ খনি আছে। রাজধানী **সিডনি** অষ্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম এবং প্রাচীনতম নগর, সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ও পশম ব্যবসায়ের কেন্দ্র। নিউ ক্যাসল বড় বন্দর এবং কয়লা খনির কেন্দ্র।

ভিক্টোরিয়া—আয়তন ৮৮,০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ২৪ লক্ষ। এখানে স্বর্ণ খনি আছে। রাজধানী **মেলবোর্ণ** প্রধান বন্দর।

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া—আয়তন ৩$\frac{৪}{৫}$ লক্ষ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৮ লক্ষ। রাজধানী **"য়্যাডিলেড"** প্রধান বন্দর।

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া—আয়তন ৯$\frac{৩}{৪}$ লক্ষ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৬ লক্ষ। এখানকার খনিগুলি হ'তে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ আর মুক্তা পাওয়া যায়। রাজধানী **পার্থ** প্রধান বন্দর।

উত্তর প্রদেশ বা নর্দ্দান টেরিটরি—আয়তন ৫$\frac{২}{৪}$ লক্ষ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৭২,০০০। এখানে গড়ে প্রতি ১০০ বর্গমাইলে মাত্র তিন জন লোক বাস করে। এখানে মরুভূমি আছে। রাজধানী **ডারউইন** প্রধান বন্দর।

টাসম্যানিয়া—একটি দ্বীপ। আয়তন ২৬,০০০ বর্গমাইল, লোক-সংখ্যা ৫ লক্ষ। এখানকার রাজধানী ও প্রধান বন্দর **হোবার্ট**।

নিউজীল্যাণ্ড—আয়তন ১ লক্ষ বর্গমাইলের অধিক। লোক-সংখ্যা ২১ লক্ষ। এখানে বহু আগ্নেয়গিরি ও উষ্ণ প্রস্রবন আছে। এখানকার খনিতে কয়লা, স্বর্ণ ও রৌপ্য পাওয়া যায়। এখানে বহু গরু ও মেষ পালিত হয়, সেইজন্য এখান হ'তে প্রচুর দুগ্ধজাত দ্রব্য, পশম, মাংস ইত্যাদি রপ্তানি হয়। রাজধানী ও প্রধান বন্দর **ওয়েলিংটন**।

আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির বিবরণ

নাইজেরিয়া :—আয়তন ৩¾ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৩ কোটি। রাজধানী **ল্যানাস** বড় বন্দর।

গোল্ডকোষ্ট :—আয়তন ৯২০০০ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৪১ লক্ষ। এখানে পৃথিবীর অধিকাংশ কোকো এবং প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়। রাজধানী **আক্রা** একটি বড় বন্দর।

কেনিয়া :—আয়তন ¼ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৬৯ লক্ষ, রাজধানী **নাইরোবি** বড় শহর, মোম্বাসা প্রধান বন্দর।

টাঙ্গানিকা:—আয়তন ৩⅓ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৭৫ লক্ষ, **ডার-এস-সালাম** রাজধানী ও প্রধান বন্দর।

বেলজিয়াম কঙ্গো :—আয়তন ৯ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ১⅕ কোটি, রাজধানী **লিওপোল্ডভিল**।

ফরাসীকঙ্গো :—আয়তন ১০ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৪৫ লক্ষ, রাজধানী **ব্রাজাভিল**।

ইরিট্রিয়া আবিসিনিয়া :—আয়তন ৪ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ১$\frac{১}{৩}$ কোটি, রাজধানী **আদ্দিস আবাবা**।

উত্তর রোডেশিয়া :—আয়তন ২১$\frac{৯}{১০}$ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ২১ লক্ষ, রাজধানী **লুসাকা**। লিভিংষ্টোন এদেশের প্রাচীন রাজধানী। এখানকার জলপ্রপাত বিখ্যাত।

দক্ষিণ রোডেশিয়া :—আয়তন ১$\frac{১}{২}$ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ২১ লক্ষ, **স্যালসবেরি** এদেশের রাজধানী।

মোজাম্বিক :—আয়তন ৩$\frac{১}{১০}$ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৪৫ লক্ষ, রাজধানী **লরেন্সো মাকুয়েস**।

মাদাগাস্কার—একটি দ্বীপ, আয়তন ২$\frac{১}{৩}$ লক্ষ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ৪৫ লক্ষ। রাজধানী **টানানারিভো**।

দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন—ট্রান্সভাল, অরেঞ্জ ফ্রিষ্টেট, ন্যাটাল ও অন্তরীপ প্রদেশ নিয়ে দক্ষিন আফ্রিকা গঠিত। আয়তন ৪$\frac{৩}{৪}$ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ১$\frac{১}{৪}$ কোটি। পৃথিবীর অধিকাংশ হীরক ও স্বর্ণ এখানে পাওয়া যায়। রাজধানী **প্রিটোরিয়া**। ট্রান্সভালের রাজধানী প্রিটোরিয়া। জোহান্সবার্গ এখানকার বৃহত্তম নগর। "উইটওয়াটার্স ব্যাণ্ড" পৃথিবীর বৃহত্তম স্বর্ণ খনি।

ন্যাটালের রাজধানী **পিটার মরিসবার্গ**। ডারবান এদেশের প্রধান বন্দর।

অরেঞ্জ ফ্রিষ্টেটের রাজধানী **ব্লুমফন্টিন**।

মরক্কো—আয়তন ২$\frac{১}{২}$ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৯১ লক্ষ। রাজধানী **রাবাট**। প্রধান নগর ও বন্দর ক্যাসাব্লাঙ্কা। ফেজ প্রাচীন রাজধানী ও বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানকার টুপী বিখ্যাত।

উগাণ্ডা—রাজধানী **এণ্টেবে**।

অ্যালজিরিয়া—এদেশের অধিকাংশই মরু অঞ্চল। আয়তন $৮\frac{১}{২}$ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৮৭ লক্ষ। রাজধানী **অ্যালজিস**।

টিউনিসিয়া—আয়তন ৪৮০০০ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৩১ লক্ষ, রাজধানী **টিউনিস**।

লিবিয়া—এদেশের অধিকাংশই মরু ভূমি। আয়তন $৬\frac{৪}{৫}$ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ১৩ লক্ষ, রাজধানী **ত্রিপলি**।

মিশর—আয়তন $১\frac{৯}{১০}$ লক্ষ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা $১\frac{৯}{১০}$ কোটি রাজধানী **কাইরো** আফ্রিকার বৃহত্তম নগর। মিশরের পিরামিড ও স্কিনস্ক মূর্ত্তি জগদবিখ্যাত। আলেকজান্দ্রিয়া এদেশের সর্বপ্রধান বন্দর। মিশরের মধ্য দিয়ে সুয়েজখাল খনন করা হয়েছে। এই খাল ভূমধ্য সাগরের সঙ্গে লোহিত সাগরকে যুক্ত করায় এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্যের সুবিধা হয়েছে। আসোয়ান একটি প্রধান নগর ও বন্দর। এখানকার বাঁধ প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি মিশর ও সিরিয়া একত্রে ইউনাইটেড্ আরব লীগ গঠন করেছে।

সুদান—আয়তন $৯\frac{২}{৩}$ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৮৮ লক্ষ। এখানকার বেশীর ভাগ অঞ্চল মরুময়। রাজধানী **খার্ত্তুম** প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র, **সুদান** বড় বন্দর।